চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 106 Saturday, 16 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১০৬ সংখ্যা ❋ ২ চৈত্র, ১৪৩০, শনিবার, ১৬ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বৃহস্পতিবার আসানসোলে ডাউন গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেসের বি৬ বগিতে এক যাত্রীর কাছ থেকে একটি ট্রলি উদ্ধার করা হয় যাতে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বাঁদরের তাড়াতে গিয়ে ব্যবহৃত পটকার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল খড়ের পালুই। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বড়জোড়া থানার মালিয়াড়া গ্রামে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

আবগারি দুর্নীতি মামলায় ক্ষণিকের স্বস্তি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত ইডির সমনের প্রেক্ষিতে আপাতত অন্তর্বর্তী স্বস্তি দিয়েছে কেজরিওয়ালকে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

'ঈশ্বর'-এর সামনেই ভেঙেছেন তাঁর রেকর্ড। সচিন তেন্ডুলকর পর্যন্ত ১৮ বছরের ক্রিকেটারের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ। মুম্বই ৪২তম রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

কেউ ধাক্কা দেয়নি, মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চঃ মুখ্যমন্ত্রীকে ধাক্কা দেওয়ার সম্ভাবনার কথা খারিজ করল তৃণমূল। শুক্রবার এই নিয়ে বিতর্ক চরমে উঠলে রাজ্যের মন্ত্রী তথা চিকিৎসক শশী পাঁজা বলেন, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধাক্কা দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন? শশী পাঁজা বলেন, ''বিষয়টা সিনকোপ। অনেক সময় শারীরিক অস্থিরতার জন্য মানুষ হঠাৎ করে জ্ঞান হারায়। এর সঙ্গে কারও ধাক্কা দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। ধাক্কা দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন?'' বৃহস্পতিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি চলে যাওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে এসএসকেএম হাসাপাতালের ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''পিছন থেকে ধাক্কা দেওয়া ফলে মুখ্যমন্ত্রী পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন।'' এর পরই প্রশ্ন ওঠে, মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর শোয়ার ঘরে ধাক্কা দিল কে? আলোচনা শুরু হয় নানা রকম সম্ভাবনা নিয়ে। শুক্রবার সকালে এই নিয়ে জল্পনা যখন চরমে উঠেছে তখন মণিময় বাবু দাবি করেন, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন ধাক্কা দেওয়ার মতো অনুভূতি হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যদিও তাতে থামেনি পুলিশি তৎপরতা। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পৌঁছন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ৩০ মিনিট কথা বলেন তিনি। প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রীর আহত হওয়ার ঘটনায় কোনও রহস্য না থাকলে সকাল সকাল কেন পৌঁছলেন পুলিশ কমিশনার? মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কী কথা হল তাঁর? মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। ওদিকে মুখ্যমন্ত্রীর আরোগ্য কামনায় বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থনা ও পুজোর আয়োজন করেছেন তাঁর গুণমুগ্ধরা। অন্যদিকে এবার মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত লাগার কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ঘনিষ্ঠ কেউ কি থাকে পারে এই ঘটনার পিছনে? কেউ কেন রক্ত মোছাল না? সেই প্রশ্নও তুলেছেন রুদ্রনীল। তিনি উল্লেখ করেছেন, একসময় মমতার বাড়িতে যাতায়াত ছিল তাঁর। তাই তিনি জানেন, বাড়িতে কে কে থাকেন। মমতার বাড়িতে খুব বেশি মানুষ যে থাকেন না, সে কথা উল্লেখ করেছেন রুদ্রনীল। তিনি বলেন, ''নিরাপত্তারক্ষীরা যেমন থাকেন, 'দু-তিনজন তিনজন মহিলাও থাকেন ব্যক্তিগত কাজের জন্য। কেউ কেন রক্ত মোছাল না?'' মুখ্যমন্ত্রী শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এসএসকেএমের ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেটমেন্ট প্রসঙ্গে রুদ্রনীল বলেন, ''প্রত্যেকটি শব্দ ভেবে এবং বুঝে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই সবার মনেই প্রশ্ন এসেছে, যাঁদের সঙ্গে সমস্যা চলছে তাঁরা কি কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। অন্তর্ঘাত কি না, তার তদন্ত হওয়া উচিত।'' রক্তমাখা ছবি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বিজেপি নেতা বলেন, ''রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা কেউ করল না কেন! রক্ত না মুছিয়ে কোনও পেশেন্টকে বেড়ে তোলা হয় না। আর চিকিৎসকেরাও ওই অবস্থায় ছবি তুলতে দেন না।'' তাঁর দাবি, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারি নিরাপত্তা দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''আপনার রক্ত নিয়ে কারা ভোট টানার রাজনীতি করছে দেখুন, আমার বিশ্বাস আপনাকে না জানিয়েই কেউ ফেসবুকে পোস্ট করে দিয়েছে ওই ছবি। কেউ একবার আপনার রক্তটাও মুছিয়ে দিল না।''

ব্যাখ্যা দিল তৃণমূল

লোকসভার ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা আজ, জানাল কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চঃ প্রতীক্ষার অবসান। কাল শনিবার লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার এই খবর জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন কমিশনারের দুটি পদ শূন্য ছিল। নতুন কমিশনার নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তার পরই এবার ভোট ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। শনিবার বিকেল ৩টেয় নয়াদিল্লির নির্বাচন সদনে সাংবাদিক বৈঠক করে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হবে। পাঁচ বছর আগে ২০১৯ সালে লোকসভা ভোট ঘোষণা করা হয়েছিল ১০ মার্চ। সেই তুলনায় এবার কদিন দেরিই হল। ফলে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াও উনিশের তুলনায় কিছুটা পিছোবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বের ভোট গ্রহণ হয়েছিল ১১ এপ্রিল। শেষ দফার

ভোটগ্রহণ হয়েছিল ১৯ মে। ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল ২৩ মে। ভোট ঘোষণা থেকে পরিষ্কার ১ মাস প্রচারের জন্য সময় দিলে এবার ১৬ এপ্রিল বা ১৭ এপ্রিল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কথা। অর্থাৎ ১ লা বৈশাখের পর দিনই প্রথম দফার ভোট হতে পারে। ভোট গণনা হতে পারে মে মাসের একেবারে শেষের দিকে। গত বার সাত দফায় লোকসভার ভোট হয়েছিল। এই সাত দফায় ভোট নেওয়া হয়েছিল বাংলাতেও। এবারও তার খুব একটা ব্যতিক্রম হবে বলে মনে করা হচ্ছে না। তা ছাড়া এবার ভোটে বাংলায় অনেক বেশি সেন্ট্রাল ফোর্স মোতায়েন করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। বাংলায় সর্বোচ্চ ৯২০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে।

দেশের মধ্যে বাংলাতেই সবথেকে বেশি দফায় ভোট?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে শনিবারই লোকসভা ভোট ২০২৪-এর দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। দুপুর ৩টেয় সাংবাদিক সম্মেলন করবে তারা। আর ভোট ঘোষণার সময় সামনে আসতেই রাজ্যে ভোটের সম্ভাব্য দফা নিয়ে তরজা শুরু হয়েছে। তৃণমূল চাইছে এক দফায় ভোট হোক। যদিও বিরোধীরা ভরসা রাখছে একাধিক দফায়। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই ভোট শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, গণনা মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ হতে পারে। এখনও অবধি যা খবর, তাতে গোটা দেশের মধ্যে বাংলাতেই সবথেকে বেশি দফায় ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাশ্মীরের পর সর্বাধিক বাহিনীও থাকবে বাংলার মাটিতে। দফার ক্ষেত্রে মূলত যে দিকগুলির উপর নজর দেয় নির্বাচন কমিশন, তার মধ্যে অন্যতম আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। একইসঙ্গে লোকসভা আসনের দিকেও নজর দেয় কমিশন। ভৌগলিক দূরত্বটাও নজরে রাখা হয়। ভোটের দফা নিয়ে তৃণমূলের বিধায়ক শশী পাঁজা বলেন, ''কেন এত দফা ভোট সেটা নির্বাচন কমিশনই বলতে পারবে। তবে আমাদের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বলেছেন, এক দফায় ভোট। এক দফায় ভোট হোক ৪২টি আসনে। আর কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটারদের প্রভাবিত করে সে অভিজ্ঞতা আমাদের অতীতে হয়েছে।'' অন্যদিকে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, ''ভোট সংস্কৃতির কারণেই দফায় দফায় ভোট। পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করেই মানুষ খুন হয়েছেন। ব্যালট পেপার মানুষ খেয়ে ফেলেছেন। ব্যালট বাক্স নর্দমায়। এরকম ভীত, সন্ত্রস্ত পরিস্থিতি তো নির্বাচন কমিশনও দেখেছে।''

আরোগ্য কামনা করে বার্তা প্রধানমন্ত্রী সহ অনেকের, ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চঃ বৃহস্পতিবার সন্ধেয় আচমকা কপালে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসএসকেএমে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কপালে চারটে সেলাই হয়েছে। এই ঘটনায় তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে এবার ধন্যবাদ জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একাধিক ব্যক্তিত্ব তাঁর সুস্থতা কামনা করে বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁদের সকলকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন মমতা। বৃহস্পতিবারের রাতের ঘটনায় দেশের রাজনৈতিক মহল কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ে। বিরোধী অন্যান্য দলগুলির নেতৃত্বর পাশাপাশি টুইট করে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। টুইটে মোদি লিখেছেন, 'মমতা দিদির দ্রুত আরোগ্য এবং সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি।' মোদির পাশাপাশি কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি, ডিএমকে নেতা এমকে স্ট্যালিন, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়েক, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ আরও অনেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে বার্তা দিয়েছিলেন। সকলকে এদিন ধন্যবাদ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বাড়িতেই এভাবে চোট পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয় নিয়েও বিস্তর চর্চা চলছে। এরই মধ্যে জানা গেল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং ঘটনার তদন্ত করে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল তৈরি করা হয়েছে লালবাজারের তরফে। গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা ড. মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার রাতেই দ্য ওয়াল-কে জানিয়েছিলেন, ''পিছন থেকে ধাক্কার অর্থ এই নয় যে কেউ শারীরিক ধাক্কা মেরেছে, এর অর্থ মুখ্যমন্ত্রী সেইসময় অনুভব করেছিলেন কেউ যেন তাঁকে ধাক্কা মেরেছেন।'' এখন বড় কৌতূহলের বিষয় হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে? তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ফলে এর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি ওতপ্রতভাবে জড়িত। তাই প্রশ্ন উঠেছে যে, কোনও বৈরীতা থেকে কেউ পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে কিনা? নাকি অনিচ্ছাকৃত ভাবে ধাক্কা লেগে গিয়েছে, তার ফলে পড়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বন্ডের নম্বর কই? অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছে এসবিআই, নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চঃ নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য প্রথমে ৪ মাস সময় চেয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। সুপ্রিম কোর্টের ধমক খাওয়ার পর, অবশ্য একদিনের মধ্যেই সেই তথ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছে এসবিআই। বৃহস্পতিবার বিকেলে সেই সকল তথ্য তাদের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশও করেছে কমিশন। তাতে, কোন কোন সংস্থা কবে, কত টাকার নির্বাচনী বন্ড কিনেছে এবং কোন কোন দল কবে সেই বন্ড ভাঙিয়েছে, তার হিসেব পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু, নির্বাচনী বন্ডের নম্বর প্রকাশ করা হয়নি। ফলে, দাতাদের সঙ্গে প্রাপকদের সংযোগ করার কোনও উপায় নেই। কোন সংস্থা বা ব্যক্তি, কোন রাজনৈতিক দলকে অনুদান দিয়েছে, তা জানার উপায় নেই। নির্বাচনী বন্ডের নম্বর না প্রকাশ করার জন্য, এবং আদালতের আগের রায় সম্পূর্ণরূপে মেনে না নেওয়ার জন্য, শুক্রবার (১৫ মার্চ), এসবিআই-কে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন, প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারকের বেঞ্চ জানিয়েছে, নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত যে তথ্য এসবিআই ভাগ করে নিয়েছে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে, তা অসম্পূর্ণ। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এই ত্রুটির ব্যাখ্যা চেয়েছে শীর্ষ আদালত। সোমবার (১৮ মার্চ) এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, তারা (এসবিআই) বন্ডের নম্বর প্রকাশ করেনি। এটা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে প্রকাশ করতে হবে। এর আগে, ১১ মার্চ, নির্বাচনী বন্ড মামলায় যে আদেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত, তার অপারেটিভ অংশ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছিল নির্বাচন কমিশন। এদিন, সেই আবেদনের শুনানি হয়। কমিশন আদালতে জানায়, আদালতের আদেশে বলা হয়েছিল, শুনানির সময় মুখবন্ধ খামে যে নথিগুলি তারা আদালতে জমা দিয়েছে, সেগুলির প্রতিলিপি কমিশনের অফিসে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। কমিশন জানিয়েছে, জমা দেওয়া নথিগুলির কোনও প্রতিলিপি তাদের কাছে নেই। তাই তারা আদালতের কাছে ওই নথিগুলি ফেরত চেয়েছিল। এই শুনানি চলাকালীনই এসবিআই সম্পর্কে এই পর্যবেক্ষণ করে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ। এই আবেদন মেনে নিয়ে, আদালত এদিন বিচার বিভাগীয় রেজিস্ট্রারকে ওই নথিগুলি নির্বাচন কমিশনকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে, তার আগে যাবতীয় তথ্যাবলী স্ক্যান করে ডিজিটাল ফর্ম্যাটে রেখে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবের বিরুদ্ধে রুল ইস্যু বিচারপতি মান্থার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চঃ দাড়িভিটকাণ্ডে আদালত এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। ১০ মাস আগের ঘটনা। কিন্তু সিআইডি সে সংক্রান্ত নথি এখনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেয়নি বলে অভিযোগ। উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে পুলিশের গুলিতে দুই যুবকের মৃত্যুর অভিযোগে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ ১০ মাস পরও কার্যকর হয়নি। এতদিনেও সেই নথি এনআইএর হাতে সিআইডি না তুলে দেওয়ায় হাইকোর্টের ক্ষোভের মুখে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রদফতর। অভিযোগ, একইসঙ্গে এই ঘটনায় নিহতদের ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ পালন করেনি রাজ্য। তাই রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে রুল ইস্যু করল হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, আগামী শুনানিতে ওই অফিসারদের হাজির হয়ে জানাতে হবে কেন তাঁদের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট পদক্ষেপ করবে না। ৫ এপ্রিল পরবর্তী শুনানি হবে। গত বছরের মে মাসে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয় এই আদালত। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের ঘটনা। উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে এক স্কুলে বাংলার শিক্ষকের দাবিকে সামনে রেখে অশান্তি বাধে বলে অভিযোগ ওঠে। সেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোরও অভিযোগ ওঠে। এরইমধ্যে স্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্রের মৃত্যুর খবর সামনে আসে। এরপরই পরিবার অভিযোগ করে, পুলিশের গুলিতে এই মৃত্যু। যদিও পুলিশ তা অস্বীকার করেছে আগেই। সেই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত।

বিজেপিতে ফিরলেন অর্জুন সিং, তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিব্যেন্দুর

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চঃ বিজেপিতে ফিরলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। একইসঙ্গে বিজেপিতে যোগ দিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। শুক্রবার দিল্লিতে এই যোগদান পর্ব হয় দুষ্মন্ত গৌতম, অমিত মালব্যের উপস্থিতিতে। অর্জুন সিং প্রসঙ্গে অমিত মালব্য বলেন, মাঝে কিছু কারণে পার্টির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতে পারেননি। এখন আবার পার্টির মুখ্য ধারায় যুক্ত হতে চান। অন্যদিকে বিজেপিতে যোগ দিয়ে দিব্যেন্দু অধিকারী বলেন, ''আজ আমার জন্য খুব শুভ দিন। আমি আজ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হলাম।'' শুভেন্দু অধিকারীর নামও এদিন শোনা গেল দিব্যেন্দুর মুখে। বলেন, ''উনি বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে লড়ে যাচ্ছেন। আমাদের লক্ষ্য নিয়ে অমিত মালব্য বলেছেন। আমরা বাংলা বাঙালি মা দুর্গা, মা কালীর পুজো করি। সন্দেশখালিতে যা হয়েছে মহিলাদের প্রতি এর নিন্দার কোনও ভাষা নেই। সারা দেশের ইস্যু এখন সন্দেশখালি। বিজেপির কর্মী হিসাবে মাঠে নেমে বিজেপিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য।'' অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং 'ঘরওয়াপসির' পর এদিন বলেন, ''২০২১ সালে যেভাবে ভোট পরবর্তী অশান্তি বাংলায় হয়েছে, যেভাবে খুন রাহাজানি হয়েছে সেখানে সবথেকে বেশি আমার এলাকায় লোকজন অত্যাচারিত হন। বিজেপি কর্মীদের বাঁচাতে অল্প সময়ের জন্য আমাকে দল থেকে দূরত্ব রাখতে হয়েছিল। খুব কষ্ট করে তাঁদের রক্ষা করতে হয়েছে। তবে বাংলায় তৃণমূলের সরকারের এসব নিয়ে কিছু আসে যায় না। ক্ষমতায় থাকতে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে অত্যাচার করতে জানে ওরা। সন্দেশখালি তার প্রমাণ। প্রতি বিধানসভায় এরকম সন্দেশখালি আছে। প্রতিবাদ করতে পারবেন না কেউ। এমন অত্যাচার বিশ্বে কোথাও হয় না।'' অর্জুনের দাবি, সন্দেশখালির ঘটনার পর তিনি বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বলেন, এভাবে চুপ করে তিনি বসে থাকতে পারছেন না তাই আবারও বিজেপিতে যুক্ত হতে চান। অর্জুন বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী বাংলাকে বাঁচাতে চান সবরকমভাবে। চেষ্টাও করছেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলা উদ্ধার হবে আগামিদিনে।''

লোকসভা ভোটে এখনও পর্যন্ত ৪৮ প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চঃ লোকসভা ভোটে এখনও পর্যন্ত ৪৮ আসনে প্রার্থী দিচ্ছে তৃণমূল। ব্রিগেডের জনগর্জন সভার মঞ্চ থেকেই বাংলার ৪২ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে তৃণমূল। নবীন প্রবীণের মিশেলে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্য উভয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রার্থী তালিকায়। তবে শুধু বাংলাতেই নয়, জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা বিস্তারের লক্ষ্যে অন্যান্য একাধিক রাজ্যেও প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। যেমন গতকালই বিজেপি শাসিত অসমে চারটি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। অসমের চারটি আসন- কোকরাঝড়, বারপেটা, লখিমপুর ও শিলচরে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে ঘাসফুল শিবির। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি উত্তর প্রদেশেও ভোটে লড়ছে তৃণমূল। সেখানেও একটি লোকসভা আসনে প্রার্থী দিয়েছেন মমতা। উত্তর প্রদেশের ভদোহী লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন ঘাসফুলের প্রার্থী। সেখানে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টির সমর্থন নিয়ে ভোটে লড়বে তৃণমূল।

ভোটের আগে একধাক্কায় দাম কমল পেট্রল ডিজেলের! কলকাতায় কত হল জ্বালানির দর, দেখে নিন তালিকা

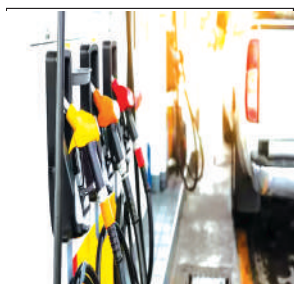

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে আরও একটি বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ২ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১৫ মার্চ সকাল ৬টা থেকে নতুন দর প্রযোজ্য হয়েছে। জাতীয় রাজধানীতে পেট্রোলের দাম এখন প্রতি লিটার ৯৪.৭২ টাকা হবে, যা বর্তমানে প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা। একইভাবে, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকায় পাওয়া যাবে, যা বর্তমানে প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকা।ভ্বাকি ৩টি মেট্রো শহরে জ্বালানির দামমুম্বইতে জ্বালানির দাম ১০৬.৩১ টাকা এবং ৯৪.২৭ টাকা প্রতি লিটার। কলকাতায় পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৭৬ টাকায। চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৭৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.৩৩ টাকা প্রতি লিটারে পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি টুইট করেছেন যে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম ২টাকা কমিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবারও প্রমাণ করেছেন যে কোটি কোটি ভারতীয় এবং তাদের পরিবারের কল্যাণ এবং সুবিধা সবসময়ই তাঁর লক্ষ্য।তেল সংকট সত্ত্বেও দাম বাড়েনিভ 'বিশ্ব যখন কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পেট্রোলের দাম ৫০-৭২ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে মোদীর পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। গত আড়াই বছরে ভারতে পেট্রোলের দাম বাড়ানোর বদলে ৪.৬৫ শতাংশ কমেছে! 'উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে, ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম বৃহস্পতিবার (১৪ মার্চ) ০.০৪ শতাংশ বেড়ে ০.০৩ ডলারে পৌঁছেছে ব্যারেল প্রতি ৭৯.৭৫ ডলারে। যেখানে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ০.১০ শতাংশ অর্থাৎ ০.০৮ ডলার বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৮৪.১১ ডলারে পৌঁছেছে।

সেম-সাইড গোল! শাহকে পাল্টা আক্রমণ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) তীব্র বিরোধিতা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই রাজ্যের সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'এখন যাঁদের দরখাস্ত (সিএএ পোর্টালে) করতে বলা হচ্ছে, দরখাস্ত করা মাত্র তাঁরা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন।' বৃহস্পতিবার সংবাদসংস্থা এএনআইকে সিএএ-র বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সিএএ-র পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে শাহ অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে এই অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। এর পাল্টা তৃণমূলের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ হচ্ছে বলে অভিযোগ করে অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আসলে নিজের ব্যর্থতাই তুলে ধরলেন।একই সঙ্গে লোকসভা ভোটের মুখে সিএএ-র বিধি তৈরি করে তা নিয়ে শাহদের সওয়ালকে আদতে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি বলে মনে করছে জোড়াফুল। তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বৃহস্পতিবার বলেন, 'অনুপ্রবেশের কথা বলে অমিত শাহ তো সেম-সাইড গোল করেছেন। অনুপ্রবেশ রোখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কারণ, সীমান্তে তো রয়েছে বিএসএফ। কলকাতা পুলিশ অথবা রাজ্য পুলিশ সীমান্ত দেখে না। বিএসএফ অনুপ্রবেশ রুখতে পারছে না মানে অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ব্যর্থ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ওঁর পদত্যাগ করা উচিত।'কেন্দ্র সাম্প্রতিক অতীতে রাজ্যে বিএসএফের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার পরিধি বাড়িয়েছে। বিএসএফের ক্ষমতা বা।ড়ানোর পরেও কী ভাবে অনুপ্রবেশ হয়, সেই প্রশ্নও তুলেছে তৃণমূল। কুণালের কথায়, 'আপনারা তো বিএসএফের ক্ষমতা বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করেছেন। তা হলে রাজ্যের ভূমিকা কোথায়? রাজ্যে কোন দল ক্ষমতায় রয়েছে, এর সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষার কী সম্পর্ক?'সিএএ-র সঙ্গে

আবার বাইডেন-ট্রাম্প লড়াই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ল।তে দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের ভোটাভুটিতে (প্রাইমারি) জয় নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মনোনয়ন চূড়ান্ত হলে ৭০ বছরের মধ্যে এই প্রথম আগের নির্বাচনের দুই প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা। ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে মনোনয়ন পেতে প্রাইমারিতে ১ হাজার ৯৬৮ জন দলীয় প্রতিনিধির ভোটের প্রয়োজন ছিল বাইডেনের। স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারির ফলাফল আসতে শুরু করলেই প্রয়োজনীয় ভোট নিশ্চিত হয়ে যায় তাঁর।এদিন মিসিসিপি ও ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্য এবং নর্দান মারিয়ানা আইল্যান্ডস ও বিদেশে অবস্থানরত ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধিরাও প্রাইমারিতে অংশ নিয়েছেন। তবে এসব স্থান থেকে ফলাফল আসার আগেই মনোনয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটারের সমর্থন পেয়ে যান বাইডেন।রিপাবলিকান পার্টি থেকে মনোনয়ন পেতে ট্রাম্পের ১ হাজার ২১৫ জন দলীয় প্রতিনিধির ভোট প্রয়োজন ছিল। মঙ্গলবার জর্জিয়াসহ চার অঙ্গরাজ্যের ভোটে বাইডেনের কয়েক ঘণ্টা পরই ট্রাম্পও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট নিশ্চিত করেন। ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে জর্জিয়ায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলমান।প্রাইমারিতে নিশ্চিত হওয়ার পর বাইডেন ও ট্রাম্প উভয়ে এখন ৫ নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন।' রক্ষার সিদ্ধান্ত ভোটারদের হাতে'শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বাইডেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে নামমাত্র বাধার মুখে পড়েছেন। তবে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিরঙ্কুশ সমর্থন দেওয়ায় তাঁর ব্যাপারে হতাশা জানিয়েছেন দলের উদারপন্থী কর্মীরা।প্রাইমারিতে মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার পর একটি বিবৃতি দেন ৮১ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট বাইডেন। সেখানে তিনি ' মূল ধারণাকে' হুমকির মুখে ফেলা ট্রাম্পের ' প্রতিশোধমূলক প্রচারণা' মোকাবিলার বিষয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন।বাইডেন বলেন, ' দেশের ভবিষ্য গড়তে ভোটাররা এখন কী করবেন, সে বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি উঠে দাঁড়াতে ও আমাদের গণতন্ত্র রক্ষা করতে যাচ্ছি, নাকি অন্যদের হাতে তা ভেঙে দিতে চলেছি? আমরা কি আমাদের পছন্দের অধিকার পুনরুদ্ধার ও স্বাধীনতা রক্ষা করব, নাকি চরমপন্থীদের এসব কেড়ে নিতে দেব?'' কিছু করব যা আগে কেউ দেখেনি'রিপাবলিকান পার্টি থেকে ট্রাম্পের মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়টিও অনেকটা পূর্বনির্ধারিত ছিল। গত সপ্তাহে ' টুয়েসডে'তে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে তিনি ১৫ অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ১৪টিতেই জেতেন। এতে তাঁর সর্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী ও সাউথ ক্যারোলাইনার সাবেক গভর্নর নিকি হ্যালি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা থেকে সরে দাড়ান।প্রাইমারিতে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেন ট্রাম্প। এতে তিনি বলেন, উদ্যাপনের সময় নেই। তার চেয়ে বাইডেনকে পরাজিত করার ওপর জোর দিন। বাইডেনকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ' খারাপ' প্রেসিডেন্ট বলেও আখ্যা দিয়েছেন ট্রাম্প। অভিবাসনবিরোধী পদক্ষেপের জন্য আলোচিত সাবেক এই প্রেসিডেঃট বলেন, ' আমাদের সীমানা বন্ধ করতে যাচ্ছি। আমরা এমন কিছু করতে যাচ্ছি, যা আগে কেউ দেখেনি। আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে সর্বকালের সেরা করতে যাচ্ছি।ভোটারদের আগ্রহ কমআগের নির্বাচনের দুই প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয়বার এ ধরনের দ্বৈরথ সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৫৬ সালে। ওই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যাডলাই স্টিভেনসনকে দ্বিতীয়বারের মতো হারান রিপাবলিকান প্রার্থী ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার। ২০২০ সালের নির্বাচন ঘিরে সৃষ্ট তিক্ততা এ বছর আবার দেখতে কম আগ্রহী ভোটাররা। রয়টার্সইপসোস জনমত জরিপে দেখা গেছে, বাইডেন ও ট্রাম্প অধিকাংশ ভোটারের কাছেই অজনপ্রিয়। বিভিন্ন ফৌজদারি অভিযোগে জর্জরিত ট্রাম্প। এই প্রথম সাবেক কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২৫ মার্চ একটি ফৌজদারি মামলায় নিউইয়র্কের আদালতে বিচারের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন তিনি।

ব্যর্থ বিএসএফ',অনুপ্রবেশ নিয়ে অমিতকে পাল্টা তোপ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশের সুরক্ষা নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। সিএএ নিয়ে সাক্ষাকার দিতে গিয়ে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার পালটা দিয়ে ঘাসফুল শিবিরের কটাক্ষ, অনুপ্রবেশ আটকানোর দায়িত্ব বিএসএফের। অমিত শাহের বিএসএফ ব্যর্থ বলেই এখন সিএএ প্রসঙ্গ তুলছেন। রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরীওয়ালের মতো বিরোধী নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ জানালেও শাহের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত, শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন বিএসএফ ব্যর্থ বলেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্টো কথা বলছেন বলে আক্রমণ শানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল।ভশাহ দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্রই ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। অসমের প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান যে, এ রাজ্যেও বিজেপি অনুপ্রবেশ বন্ধ করবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগে তিনি বলেন, যদি আপনি (মমতা) জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে এই ধরনের রাজনীতি করেন, তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে অনুপ্রবেশ চলতে দেন, তা হলে মানুষ আপনার সঙ্গে থাকবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন না, কাকে শরণার্থী বলে আর কাকে অনুপ্রবেশকারী বলে। একই সঙ্গে শাহ জানান, সিএএ-তে নাগরিকত্ব যাওয়ার কোনও সংস্থান নেই। সিএএ নিয়ে মমতার উদ্দেশে শাহি বার্তা, হাতজোড় করে বলছি, রাজনীতি করবেন না।এই বিষয়ে শাহকে পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, সীমান্ত পাহারা দেয. বিএসএফ। বিএসএফ অমিত শাহের অধীন। অনুপ্রবেশের দায. অমিত শাহের। তাঁর বিএসএফ ব্যর্থ বলেই এখন উল্টো কথা বলছেন। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের রাজনীতি করছেন। উনি পরোক্ষে মেনে নিলেন বিএসএফ ব্যর্থ। ' মমতার সঙ্গে থাকবে না'- শাহের এই কটাক্ষের জবাব দিয়ে কুণাল বলেন, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের সময়েও অমিত শাহ অনেক কথা বলেছিলেন। বাংলায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছিলেন। মানুষ কার পাশে আছেন, উনি ভালই জানেন।শাহকে আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষও। তাঁর অভিযোগ, ভোটের আগে বিভাজনের রাজনীতি করতে এবং নির্বাচনে ফয়দা তুলতেই চার বছর তিন মাস পরে সিএএ কার্যকর করেছে কেন্দ্র। অসমে এনআরসি-র কারণে নাগরিকত্ব হারানো মানুষদের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী করেছেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।সিএএ-তে বলা হয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে যদি সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উপীড়নের কারণে এ দেশে আশ্রয় চান, তা হলে তা দেবে ভারত। কিন্তু সিএএ-তে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধী দলগুলি। এই প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, ধর্মীয় উপীড়ন হলে তা সর্বত্র নিন্দনীয়। কোথাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, কোথাও অন্য ধর্মের উপর অত্যাচার হচ্ছে। মায়ানমারে তো একাংশের মুসলিম সাংঘাতিক ভাবে নিপী।নের শিকার। এটাকে মানবিকতা এবং বিশ্ব আঙ্গিকে দেখতে হবে।সিএএ-র বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো অব্যাহত রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাও। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার প্রশাসনিক সভা থেকে তিনি সিএএ-র বিরুদ্ধে সরব হয়ে বলেছিলেন, এটা বাংলাকে আবার ভাগ করার খেলা। মুসলিম, নমঃশূদ্র, বাঙালিদের তাড়ানোর খেলা এটা। আমরা এটা করতে দিচ্ছি না। দেব না। আমরা সবাই নাগরিক। সিএএ করলে যাঁরা নাগরিক, তাঁরা অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবে।'' বুধবার শিলিগুড়িতেও মমতার আক্রমণের সেই সুর বজায় থেকেছে।

বাড়িতেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, অবস্থা এখন স্থিতিশীল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মুখ্যমন্ত্রীর চোটের কারণ হিসেবে হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছিল, 'পুশ ফ্রম বিহাইন্ড'।।অর্থাৎ পিছন থেকে ধাক্কা। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল বিভিন্ন মহলে। বৃহস্পতিবার রাতে এই তথ্য জানিয়েছেন এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা ড. মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন বড় কৌতূহলের বিষয় হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে? তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ফলে এর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি ওতপ্রতভাবে জড়িত। তাই প্রশ্ন উঠেছে যে, কোনও বৈরীতা থেকে কেউ পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে কিনা? নাকি অনিচ্ছাকৃত ভাবে ধাক্কা লেগে গিয়েছে, তার ফলে পড়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভএসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা ড. মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় রাতে দ্য ওয়ালকে বলেন, এর অর্থ এই নয় যে কেউ শারীরিক ধাক্কা মেরেছে, এর অর্থ মুখ্যমন্ত্রী সেইসময় অনুভব করেছিলেন কেউ যেন তাঁকে ধাক্কা মেরেছেন।এসএসকেএমের অধিকর্তা জানিয়েছেন, সন্ধে সাড়ে ৭টা নাগাদ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি আরও জানান, বাড়ির পরিসরের মধ্যেই কোথাও পড়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পিছন থেকে ধাক্কা খাওয়ার ফলে তিনি পড়ে যান। তাঁর সেরিব্রাল কনকাশন ছিল (cerebral concussion- মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে ব্যাথা)। তাঁর কপালে গভীর ক্ষত তৈরি হয়। তাই গল গল করে রক্ত পড়ছিল। চিকিৎসক আরও জানিয়েছেন, এসএসকেএম হাসপাতালের নিউরো সার্জারির প্রধান, মেডিসিনের প্রধান এবং কার্ডিওলজিস্টরা তাঁকে পরীক্ষা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কপালে ৩টি ও

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শিল্পোদ্যোগে উৎসাহদান

সৌরভ গর্গ (সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সচিব) ঃ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন উদ্যোগপতি তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের মাধ্যমে অর্থনীতিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, পাশাপাশি চিরাচরিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে তাঁদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়ার মতো বিভিন্ন কর্মসূচীর বিষয়ে প্রচার চালিয়ে মানুষকে এগুলির সুবিধা নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে, সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা উপকৃত হবেন। সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হ'ল - সকলকেই এর সুফল দেওয়া। তাই, কৌশলগত ও উদ্ভাবনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক ২০১৫ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গড়ে তোলে। এই তহবিল থেকে তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত উদ্যোগপতিদের সুবিধাজনক হারে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট জাতিভুক্ত শিল্পপতিরা এই তহবিল থেকে ১০-১৫ কোটি টাকার ঋণ পেতে পারেন। এর জন্য বছরে তাঁদের মাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা শিল্পপতি এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য সুদের হার ৩.৭৫ শতাংশ। এর ফলে, তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পপতিদের বিনিয়োগে সুবিধা হবে। সরকার এই তহবিলের জন্য ৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আম্বেদকর সোশ্যাল ইনোভেশন ইনক্যুবিশন মিশন (এএসআইআইএম) সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি হাতিয়ার। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের মতোই ২০২০ সালে এই মিশনের সূচনা হয়েছে। এর মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীরা তাঁদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেন। মূলত, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের কথা ভেবেই সরকারের এই উদ্যোগ। একজন উদ্ভাবক এর থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এই কর্মসূচির আওতায় ২০টি রাজ্যে ২০০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পোদ্যোগীকে সহায়তার জন্য ৪৮৩ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে, বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের বিকাশ নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, প্রথম প্রজন্মের তপশিলি জাতিভুক্ত উদ্যোগপতিরা সরকারি প্রকল্প থেকে সহায়তা লাভের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের উদ্যোগপতি হওয়ার সম্ভাবনার দিকটি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে তাঁদের জন্য আরেকটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করেছে। ১৪৩ কোটি টাকার এই তহবিল থেকে অনগ্রসর শ্রেণীর শিল্পপতিরা ২০ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এর মাধ্যমে তাঁরা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার নতুন নতুন প্রকল্পে যুক্ত হতে পারেন। এইভাবে আমরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এক উদ্যোগের দিকে এগিয়ে চলেছি। ইতোমধ্যেই উপাদন, পরিষেবা এবং কৃষি-ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প সংস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পপতিদের ২৯টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তার প্রস্তাবকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অটল বয়ঃঅভ্যুদয় যোজনার আওতায় ২০২১ সালে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সিনিয়র এজিং গ্রোথ ইঞ্জিন বা সেইজ প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে সেইজ ভেঞ্চার ফান্ড গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করা হবে। এই তহবিলের সাহায্যে প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য স্টার্টআপ সংস্থাগুলিকে সহায়তা করা হয়।সমাজের প্রান্তিক মানুষদের ক্ষমতায়নে এই প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে, আমাদের অর্থনীতিতে ৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৩ হাজারেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ৪০০রও বেশি প্রান্তিক মানুষ আজ সফল উদ্যোগপতি, যাঁরা মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এভাবে ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক পিছিয়ে পা। মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই, মন্ত্রক শিল্প স্থাপনের জন্য এদের উসাহ দিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, এদের জন্য নানাধরনের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এইভাবে সমন্বিত উন্নয়নের ধারণাকে বাস্তবায়িত করে তোলার মধ্য দিয়ে একটি সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রগতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি।

গলাকাটা দামে সরকারি চাকরি বিক্রি হয়েছে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন বললেন বিচারপতি সিনহা?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নিয়োগ দুর্নীতির রিপোর্ট অনেকটা মৌচাকের মতো বহুমুখী। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর রিপোর্ট দেখে মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেখানে বলা হয়েছে, সিবিআই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং নথি সংগ্রহ করেছে। আরও তদন্ত চলছে। সিবিআইয়ের বিস্তারিত রিপোর্ট যেন মৌচাকের মতো বহুমুখী। ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আরও তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। নির্দেশনামায় আরও বলা হয়েছে, ' দামে বিক্রি হয়েছে সরকারি চাকরি। এই মামলায় যে টাকার পরিমাণ প্রকাশ্যে এসেছে, তা চমকে ওঠার মতো।ভ্প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত নিয়ে বুধবার আবারও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি সিংহ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, ' তদন্ত শেষ হবে?'' এত দিন পরেও কেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ' কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা বিশ্লেষণের রিপোর্ট ইডি-সিবিআই হাতে পায়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত নির্দেশনামায় বলা হয়েছে, চমকে ওঠার মতো টাকার পরিমাণ প্রকাশ্যে এসেছে। টাকা বিভিন্ন পর্যায়ে নানা হাত ঘুরেছে। এক হাত থেকে অন্য হাতে গিয়েছে। এক দফতর থেকে অন্য দফতরেও। এমনকি, পড়শি রাজ্যেও এই দুর্নীতি পৌঁছে গিয়েছে। অপরাধের এই গভীরতা দেখে আদালত স্তম্ভিত।গলাকাটা দামে সরকারি চাকরি বিক্রি হয়েছে। আদালত আশা করছে, চার্জশিট পেশ করে দ্রুত বিচার শুরু হবে। নয়তো, সময় যত গা।াবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ তত হালকা হয়ে যাবে। নির্দেশনামা অনুযায়ী, ইডির রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে, পিএমএলএ (টাকা তছরুপ)-এর মামলায় ইডিকে আরও সক্রিয় পদক্ষেপ করতে হবে। এক অভিযুক্তের কণ্ঠস্বরের নমুনা সিএফএসএল থেকে দ্রুত আনার জন্য ইডিকে পদক্ষেপ করতে হবে। আদালতের নির্দেশ, অপরাধ কী ভাবে এগিয়েছে, বিশেষত ' অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থা, তার ডিরেক্টর এবং কর্মীরা কী ভাবে এত টাকা সঞ্চয় করেছেন, যা ইডির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। যত দ্রুত সম্ভব দুই তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্ত শেষ করতে হবে। আগামী ২৪ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বাড়ানো হল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনের নিরাপত্তা,তদন্তে সিট গঠন লালবাজারের

ভ্ভ্দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বৃহস্পতিবার রাতে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাড়িতেই পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যান তিনি। এসএসকেএম-এর তরফে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় গভীরভাবে কেটে গিয়ে গল গল করে রক্ত বেরোতে থাকে। নাকেও কেটে যায়। ফলে পড়েছে একাধিক সেলাই। এই ঘটনার পরই তাঁর বা।রি সামনে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল এই ঘটনার তদন্ত করবে বলে সূত্রের খবর। এর মাথায় রয়েছেন স্বয়ং কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। আছেন গোয়েন্দা প্রধান ওয়াকার রাজা-সহ কলকাতা পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। সায়েন্টিফিক উইং, ফরেন্সিক উইং, ফটোগ্রাফি সেকশনকেও যোগ করা হয়েছে এই সিটে। হতে পারে থ্রি-ডি ক্যামেরার ব্যবহারও।ভ্খোদ মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে জানিয়েছেন, তাঁকে পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দিয়েছিল। সেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করে দেখতে চায় পুলিশ। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, যে সময়ের ঘটনা তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর সবসময় দেখভাল করার জন্য যে থাকেন, তিনিই প্রথম দেখতে পান। শুক্রবার সকালেই এই বিষয়ে তদন্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাবেন সিটে'র তদন্তকারী অফিসারেরা। প্রথমে বা।রি সব সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। ঘটনার দিন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা ছিলেন, তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করা হবে।ভ্একই সঙ্গে, এই সকল বিষয়ে ভালোভাবে তদন্ত করে দেখার জন্যই এই বিশেষ তদন্তকারী দল তৈরি করা হয়েছে লালবাজারের তরফে। সবদিক খতিয়ে দেখবে সিটের সদস্যরা। এই মুহূর্তে যাবতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে সবদিক খতিয়ে দেখতে চাইছে পুলিশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক জানান, এই বিষয়ে স্থানীয় কালীঘাট থানা ও লালবাজার যৌথভাবে তদন্ত করবে।এর আগেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এবার মুখ্যমন্ত্রীকে ধাক্কা দেওয়ার মতো অভিযোগ এসএসকেএম হাসপাতালের তরফ থেকে আসার পরই নড়েচড়ে বসেছে লালবাজার। বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় আনা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানে তাঁর মাথার সিটি স্ক্যান হয়। পাশাপাশি সেলাইও পড়েছে তাঁর কপালে। এছাড়াও পরে এসএসকেএম হাসপাতালের তরফে দাবি করা হয়, মুখ্যমন্ত্রীকে পিছন থেকে ধাক্কা মারা হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় বড়সর গাফিলতি ছিল কি না। এর সঙ্গেই, একজন জেড-প্লাস নিরাপত্তা পাওয়া ব্যক্তির বাড়িতে কেন প্রাথমিক মেডিকেল চিকিসার বঃেদাবস্ত ছিল না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

চাপ-হুমকি-গুন্ডামির অভিযোগ শুনলেন, সবকিছু 'কেয়ারফুলি দেখা হচ্ছেঃঅ্যাটর্নি জেনারেল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভিসি নিয়োগের মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি থেকে কলকাতায় উড়ে এসেছেন দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি। আচার্য-রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন এই সংক্রান্ত সমস্যার কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পক্ষের কাছ থেকে শুনতে। অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেলের ওই বৈঠকেই রাজ্যপাল সি ভি আনঃদ বোস অ্যাটর্নি জেনারেলকে ' অ্যাওয়ার্ড অব এক্সেলেন্স' দেন। এক লক্ষ টাকার পুরস্কার দিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলকে ' কৃষ্ণের' মতো বরণ করে রাজ্যপাল বলেছেন, প্রভু কৃষ্ণ যেমন কোনও পক্ষকে দু ঃখিত না-করে সমস্যার সমাধান করেন, আপনিও সেই ভাবেই সব কিছুর নিষ্পত্তি করবেন। আপনি তো এখানে বেড়াতে আসেননি। অনেক বড় দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়েছে। এ দিনের বৈঠকে অবশ্য অ্যাটর্নি জেনারেলের তরফে কোনও সমাধান-সূত্র মেলেনি।ভ্সুপ্রিম কোর্ট দ্রুত স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য তথা রাজ্যপালের অবস্থান জানতে চাওয়ার পরেই অ্যাটর্নি জেনারেল সর্বোচ্চ আদালতকে তাঁর কলকাতা যাত্রার কথা জানান। দু'সপ্তাহ বাদে সুপ্রিম কোর্টে এ বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন অ্যাটর্নি জেনারেল।ভ্এ দিনের বৈঠকে ভবিষ্যতের দিশা স্পষ্ট না-হলেও রাজ্যপাল কেরলের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশ মনে করিয়ে দেন। বলেন, কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, উপাচার্য নিযোগের ক্ষেত্রে আচার্যই সব। আমি অবশ্যই সহযোগিতা করব। তবে বোস এ দিনও মনে করিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনও সংঘাত নেই। এ দিন দুপুরেই রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত ও উপাচার্য-জট প্রসঙ্গে জিপিও-র একটি অনুষ্ঠানের পরে রাজ্যপাল বলেছিলেন, যা ঘটে গিয়েছে, তা সবই অতীত। সমস্ত মতানৈক্য সরিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে একযোগে কাজ করা হবে। বাংলা নতুন ভোর দেখবে। কেঃেদ্রর অ্যাটর্নি জেনারেল এ শহরে আসার পরে ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজভবনে উপাচার্য নিযোগের বিষয়ে রাজ্যপাল এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন।ভ্অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে বৈঠকে রবীন্দ্রভারতী এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁদের নানা অসহযোগিতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, চূড়ান্ত অসহযোগিতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। ঘেরাও হতে হচ্ছে। এমনকি আমাদের বাড়িতেও আক্রমণ করা হচ্ছে। কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় উঠে যাওয়ার অবস্থা। রাজ্যপাল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কখনওই কনফ্লিক্ট জোন (সংঘাত ক্ষেত্র) হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এখন এটাই বাস্তবতা। মনে রাখতে হবে পড়ুয়াদের

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৬মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২চৈত্র মাস মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার। জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃহৃদরোগীদের জন্য কফি ছাড়ার পক্ষে এটি সঠিক সময়। পরবর্তী যে কোন ব্যবহার আপনার হার্টে অহেতুক (অপ্রয়োজনীয়) চাপ সৃষ্টি করবে।
বৃষভ রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
মিথুন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি যদি বেড়াতে
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান
সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযোগ করে থাকেন
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিযন্ত্রণের
কুম্ভ রাশিঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। দীর্ঘ স্থায়ী সম্ভাবনাসহ বিনিয়োগ
মীন রাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। আজ, আপনার অর্থ অনেক কিছুতে ব্যয় করা যেতে পারে। সুতরাং, সমস্ত চ্যালেঞ্জ এবং অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় আপনার আজ একটি দক্ষ বাজেট পরিকল্পনা করা দরকার।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গঙ্গার নীচ দিয়ে শুরু হলো মেট্রো পরিষেবা, প্রথম দিনেই পরিষেবা ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মার্চ ঃ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১৫ই মার্চ থেকে গঙ্গার নীচ দিয়ে শুরু হলো মেট্রো পরিষেবা। প্রথম দিনেই মেট্রো পরিষেবা ঘিরে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। হাওড়া ময়দান থেকে মেট্রো চালু হওয়ার পরে যাতে কোনও সমস্যা না হয় এবং যাত্রীদের কোনও সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে বাসস্ট্যান্ড, পার্কিং এবং কিছু হকারের দোকান আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়। হাওড়া ময়দানের ২ নম্বর মেট্রো গেট সংলগ্ন অনেক দোকান সরিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া শরৎ সদনের সামনের গেটের সামনে বসা অস্থায়ী দোকানপাট ও অন্যান্য যানবাহনও সরানো হয়। স্থানীয় হকাররা জানান, হাওড়া ময়দান থেকে মেট্রো চালু হওয়ায় তারা খুবই খুশি। আনন্দের বিষয়। কিন্তু এখানে হকারদের জীবিকার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। তাদের প্রজন্মের অনেকেই এখানে ব্যবসা করে আসছেন। এমন সময়ে হঠাৎ করে তাদের দোকান সরিয়ে নিলে সমস্যা হবে। তারা চান যাত্রীদের সুবিধার পাশাপাশি হকারদের জীবন-জীবিকার কথাও মাথায় রাখতে হবে। শুক্রবার প্রথম দিনে প্রচুর ভিড়ের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় পুলিশ এবং আরপিএফ মোতায়েন করা হয় যাতে সাধারণ মানুষ কোনও সমস্যায় না পড়েন। পুলিশ ও আরপিএফ সবদিক দিয়ে পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন। এদিন এক যাত্রী বলেন, গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রোর ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে ভীষণ খুশি। হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা পরিষেবা চালু হওয়ায় সময় বাঁচবে। ইতিহাসের সাক্ষী থাকতেই দেশের প্রথম আন্ডার ওয়াটার মেট্রোয় সফর করলাম। যাত্রী পুরবী সিনহা বলেন,

এই ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী থাকতে পেরে খুব ভাল লাগছে। এদিনের জন্য গর্ব অনুভব করছি। অপর এক যাত্রী রাজীব বলেন, আমি স্বপ্নেও কোনও দিন ভাবিনি যে বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে সুন্দর যাতায়াত ব্যবস্থার অন্যতম এই হাওড়া ময়দান মেট্রো। মেট্রোয় চড়ে এমন অনুভব করছি যে আমি প্রথম শ্রেণির শহরে রয়েছি। এখন দেখতে হবে পরিষ্কার যাতে থাকে। এরজন্য সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। এতে আমাদের এই স্টেশন সুন্দর ও স্বচ্ছ লাগবে। হাওড়ার জন্য গর্ব লাগছে। মেট্রো রেলের আধিকারিক বি এন মুস্তাফি বলেন, যেদিন থেকে নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে এখনও পর্যন্ত হাওড়া সিটি পুলিশের কাছে থেকে সম্পূর্ণ সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে মানুষকে সহায়তা সব কাজে আমাদের পাশে ছিল। এখানকার প্রশাসনকে অকুন্ঠ ধন্যবাদ। তাদের ঐকান্তিক সহায়তা না থাকলে আজকে এতব। কর্মকাণ্ড সফল হত না। এদিন এত মানুষ হাসি মুখে মেট্রোয় চাছে তার জন্য তার কৃতিত্ব হাওড়া সিটি পুলিশের প্রাপ্য। হাওড়া সিটি পুলিশের জনৈক আধিকারিক বলেন, হাওড়া সিটি পুলিশ সব সময় মানুষের সঙ্গে আছে। আজ মেট্রোর শুরু। আজ সকাল থেকেই আধিকারিকদের সঙ্গে আছি। সিপি'র নির্দেশে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন কেন্দ্রীয় সরকারের! অভিযোগ তুলে চিঠি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সামনেই লোকসভা ভোট। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও পর্যন্ত প্রকাশ না পেলেও রাজনৈতিক দলগুলি তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এই আবহে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এ। অভিযোগ এনেছে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংবাদমাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একাধিক সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে দাবি করা হয়েছে, বাংলায় বিভিন্ন প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং রাজ্যের অনীহায় কোন কোন প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে। ওই বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গেই টুইট করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেতৃত্বকে সরাসরি তাঁর সঙ্গে তর্কে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপরই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিল তৃণমূল। কী বলা হয়েছে এই চিঠিতে? সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এই বিজ্ঞাপন দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তাঁদের দাবি, দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যখন কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তখন তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা উচিত। সেটা না করে এই বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট সরকারের পক্ষপাতিত্ব করছে। একই সঙ্গে, বিরোধী সরকারগুলিকে নেতিবাচক দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন কী রয়েছে সেটিও চিঠিতে উল্লেখ করেছে শাসক দল। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে লাগাতার সরব হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। গত রবিবারের ব্রিগেড সভা থেকেও এই নিয়ে আওয়াজ তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই বৃহস্পতিবার একাধিক সংবাদমাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিজ্ঞাপন দেখা গেছে। উন্নয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গে কী উন্নয়ন করেছে সরকার, তার খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, শেষ ৫ বছরে বাংলার সরকারকে কেন্দ্রের তরফে ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণের মতো একাধিক সমস্যায় পদক্ষেপ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের কাজ নিয়ে তথ্য দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিজ্ঞাপনকে চূড়ান্ত মিথ্যাচার বলে দাবি করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।বিজ্ঞাপন ইস্যুতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, 'করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জনগণের টাকা নষ্ট করছে। আমি বিজেপি নেতৃত্বকে আমার সঙ্গে মুখোমুখি তর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।'' ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের মাঠের সভায় বিজেপির প্রতিনিধিদের আসতেও বলেছিলেন তিনি। যদিও সেখানে বিজেপির তরফে কেউই যাননি।

গোসাবায় মোটরচালিত ইঞ্জিন ভ্যান উল্টে মৃত্যু ঠাকুরদা ও নাতির

দুরন্ত বার্তা,গোসাবা, ১৫ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা থানার অন্তর্গত বালি ১ পঞ্চায়েতের বালি বাজার এলাকার মোটরচালিত ইঞ্জিন ভ্যান উলটে মৃত্যু হল ঠাকুরদা ও নাতির। তাঁরা হলেন গোপাল বেরা (৫৫) ও সুদীপ বেরা (১৪) ওরফে আকাশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপাল বেরা পেশায় মুদি। এলাকার বিভিন্ন হাটে ঘুরে ব্যবসা করতেন তিনি। বুধবারে দশম শ্রেণীর ছাত্র নাতিকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্থানীয় হাটে। হাট শেষে ওই রাতেই বালি বাজার থেকে মালপত্র নিয়ে নিজেদের ইঞ্জিন ভ্যানে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে আচমকা ইঞ্জিন ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়নাজুলিতে উলটে যায়। গুরুতর জখম হন দুজনে। ঘটনাস্থল থেকে বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি না হওয়ায় খবর যায় বাড়িতে। এলাকার লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা দুজনকে নয়ানজুলির জল থেকে তুলে চিকিসার জন্য তড়িঘড়ি স্থানীয় এক নার্সিংহোমে যায়।

নেটদুনিয়া তোলপাড়, মমতার দুর্ঘটনা ঢেকে গেল মিম, ব্যঙ্গ, অবিশ্বাসে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার রাত গভীর হওয়ার আগে থেকেই নেটদুনিয়া তোলপাড় হতে থাকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ঘটনা নিয়ে। বলাই বাহুল্য, মিম, ব্যঙ্গ, অবিশ্বাসে ভরা সেসবের প্রায় ১৫ আনা। রাতভর অজস্র মন্তব্যের পর শুক্রবারও তার বিরাম নেই। ডালিয়া ঘোষ লিখেছেন, প্রতিটা ভোট আসে, পিসুমনি হাত, পা ভাঙে এবার নাকি মাথা। তা ভালো এবার যদি মাথার পোকা গুলো মরে! এই পোস্টে বেলা ১২টা পর্যন্ত এসেছে ১৮টি মন্তব্য। সৌম্য দত্তগুপ্ত লিখেছেন, পোকা তে নাড়া পড়লে আরও মুস্কিল। সুদীপ্তা দত্ত লিখেছেন, একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে হাসি ঠাট্টা করিসনা। আমার তো মনে হচ্ছে বিষয়টা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের। মনে হয় বাড়িতে ভাই বোনের মারামারি হয়েছে। এর জন্য রাজ্য সরকারের এসআইটি গঠন করা উচিত। রাজশ্রী লাহিড়ি লিখেছেন, বাবুন বাবুর কীর্তি। বিধান চন্দ্র মণ্ডল লিখেছেন, নাটকের শেষ কবে হবে? সৈকত বিশ্বাস লিখেছেন, পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে! পৃথক পোস্টে প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস বৃহস্পতিবার রাতে বড় হরফে লেখেন, ছবিটা দরকার ছিল। তাতে বেলা ১২টা পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে ১৪টি মন্তব্য। দেবব্রত মুখার্জি লিখেছেন, কপাল যে ফেটে গেছে সত্যই তা বোঝাযাবে ভোটের ফলে গোয়েন্দা রিপোর্ট পেয়ে। নবকুমার সিনহারায় লিখেছেন, ছবিটা কে তুললেন ? কেও কি জানতেন যে মূখ্যমন্ত্রী পড়ে যাবেন ? রক্ত এইভাবে গাল বেয়ে নেমে আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে ভাইরাল করে দেবো এটা কি পূর্ব পরিকল্পনার অঙ্গ! বিষয়টি গোলমেলে। উৎসব চক্রবর্তী লিখেছেন, আমি ফটো দেখে ভেবেছিলাম মাথায় কেউ গুলি করেছে। অচিন্ত্যবাবু সকালে সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, উপেক্ষা করুন, রক্ত কেন মোছেনি? কে ধাক্কা দিল ? হাসপাতালে থাকতে এত আপত্তি কেন? আসলে সন্দেশখালি ভুলিয়ে দেবার কৌশল। একদম আলোচনা করবেন না। প্রতিক্রিয়ায় স্বামী আদিদেবানন্দ লিখেছেন, শিল্পী ভালোই সাজিয়েছে। তবে যদি শাড়িতে একটু কৃত্তিম রক্ত লাগাতো, make up টা নিখুঁত হতো। ক্ষমার অযোগ্য দুস্কর্ম থেকে attention divert করাতে আবেগতাড়িত বাঙালিকে বিভ্রান্ত করার কৌশল ,এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইনি তো ঢপেশ্বরী রানী (বেগম সাহেবা)। সবটাই সাজানো নাটক। হরেন্দ্রনাথ কোলে লিখেছেন, গুরুত্ব পেতে চাইছে। গৌতম কর্মকার লিখেছেন, অস্কার প্রাপ্য। সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার রাতে বড় হরফে লেখেন, দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। আমরা দেখে নিয়েছি। রক্তটা এবার মুছুন, রক্ত শুকিয়ে কাঠ। তাতে বেলা ১২টা পর্যন্ত লাইক, প্রতিক্রিয়া ও শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ৩হাজার ৯০০, ৫২৩ ও ১১৮টি। এর পর রাত তিনটে নাগাদ সন্ময়বাবু লেখেন, পুশড ফ্রম বিহাইন্ড নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। মণিময় পিজির ব্রিফিংয়ে বলেছেন, কাজরী বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন। এখন সেই ঠেলাটা তাহলে ঠেলল কে? অন্য দিন এই সময় বাড়িতে বাচ্চা গুলো থাকে। এদিন ছিল না। তাহলে ? ঘর নির্জন, ফোনে কথা বলছিলেন ফিরহাদের সঙ্গে। রিপোর্ট, খুব সিরিয়াস এক সাংবাদিকের, ইলকট্রনিক্স মাধ্যমে। এরপরই সেই ঠেলা। এবং তারপর ভাইপো নিজের গাড়িতে করে পিজিতে নিয়ে গেলেন। অ্যাম্বুলেন্সে নয়। খেয়াল করলাম যে রক্ত বাড়িতে ঝরেছে সেটা মোছাতে পিজির বেড পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল! কেন? উত্তর নেই। ছবি তোলার পর তারপর রক্ত মোছা হল, চিকিৎসা শুরু হল। কেন? রক্ত ঝরা সেই ছবি প্রতীক দিওয়ানের কাছে চলে গেল। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও হয়ে গেল, মুহূর্তে। তারপর নিউরো, কার্ডিয়াক, মেডিসিন একে একে ডাক্তারদের ডাক। এবং তারপর পরীক্ষা, স্টিচ। দেখা গেল কপাল পোড়েনি, ফেটেছে। ফাটলো কপাল, নাকেও হল স্টিচ! লক্ষ্য করলাম বেরোবার সময় মুখটা গম্ভীর, বিষণ্ণ, নীচু। সাংবাদিক, মন্ত্রী কারুর দিকে তাকালেন না। হুইল চেয়ারে গাড়ি পর্যন্ত, তারপর গাড়ি ছুটল কালীঘাট।
প্রশ্ন অনেক। এতবড় হাই প্রোফাইল মহিলার বাড়িতে কোন ডাক্তার বরাদ্দ নেই। কেন? একজন এই মাপের নেত্রী (যিনি যে কোনোদিন) প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তাঁর বাড়িতে কেন থাকবে না ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্স? থাকলেও সেটা ব্যবহার করা হল না কেন? রক্ত মোছার জন্য একটা কাপড়ও জুটল না! বিশ্বাসযোগ্য? এমন হাজারো প্রশ্ন আছে। উত্তর নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ ? উত্তর - এই ঠেলা (পুশ) আসলে সেই মারাদোনার ভগবানের হাতের ঠেলা। গোল হয়েছে, খুশী থাক। ভুলেও প্রশ্ন করো না কার হাত, কেন হাত, কিসের জন্য এই হাত। চিত্রনাট্য পরিষ্কার। কিন্তু বেশ কাঁচা। এলোমেলো। কার হাত, কার ঠেলা, পরিষ্কার হল? বেলা ১২টা পর্যন্ত লাইক, প্রতিক্রিয়া ও শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ১হাজার ৭০০, ১৩৭ ও ২০৩টি।

মেট্রোতেই জনসংযোগ-প্রচার হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী রথীনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মার্চ ঃ গত ৬ মার্চ হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে মেট্রো চলাচলের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি। ন'দিন পর, শুক্রবার যাত্রীদের জন্য পরিষেবা শুরু করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। প্রথমদিনই হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে সদলবলে হাজির হয়ে লোকসভা ভোটের প্রচার করলেন রথীন চক্রবর্তী। নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁদের বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন করেন। রথীনবাবু এবার হাওড়া সদর লোকসভা আসনে বিজেপির প্রার্থী। লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত না হলেও তিনি প্রচারে নেমে পড়েছেন। শুক্রবার ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর এই অংশে যাত্রী পরিষেবা শুরু হওয়ায় তিনি প্রচার সারেন। যেহেতু হাওড়ার বাইরের অনেক মানুষ মেট্রোতে উপস্থিত ছিলেন, তাই তিনি বিজেপির অন্য প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানান। রথীনবাবু বলেন, 'আজকের দিনটি ঐতিহাসিক। আমরা গর্বিত নরেন্দ্র মোদী এটা সকলের জন্য করেছেন। আমাদের কাছে কোনও বাধাই বাধা নয়। আমরা নরেন্দ্র মোদীর গর্বিত সৈনিক।''তাঁর সঙ্গেই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা উমেশ রাই । তিনি বলেন, ' মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম মেট্রোর সূচনা হয়েছিল। এরপর অনেক সরকার এসেছে, বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়েই প্রথম গঙ্গার নিচ দিয়ে মেট্রো চালু হল। মোদী যেটা বলেন, সেটাই করে দেখান। এটাই মোদীর গ্যারান্টি।''

বিক্ষোভের মুখে ব্লক প্রশাসন

সৌরভ দাশ, বসিরহাট,১৫ মার্চ ঃ বসিরহাটের ঘোড়ারাস গ্রামে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে ব্লক প্রশাসন। পিছু হোটতে বাধ্য হল ব্লক প্রশাসন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের ঘোড়ারাস এলাকায় রাস্তার পাশে একটি মটর ট্রেনিং স্কুল তৈরি করে এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বাপি পাল নামে এক ব্যক্তি । বাপি পাল ঘোড়ারস কুলিন গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। ওই স্কুলটি অবৈধভাবে নির্মাণ হয়েছে এই মর্মে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়।এরপর আদালতের নির্দেশে শুক্রবার জেসিবি নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা ওই নির্মাণ ভাঙতে আসলে গ্রামবাসীরা প্লাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

ধুলাগড় টোল ট্যাক্স এর কাছে বাকি আরোহীকে ধাক্কা দিল বাস

দুরন্ত বাতা৩, হাওড়া, ১৫ মার্চ ঃ ধুলাগড় টোল ট্যাক্স এর কাছে কলকাতা বাউন্ডে ঘটনাটি ঘটে পিছন দিক থেকে এসে একটি বাস বাইক চালক কে ধাক্কা মারে বাইক চালক বাসের নিচে চলে যান ওই সময় বাস চালক গাড়ি থামিয়ে দিলে ওই যুবককে উদ্ধার করেন ধুলাগড় ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা । পায়ে গুরুতর চোট পেয়েছেন তাকে নিয়ে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। যুবকের নাম প্রবীর পরামানিক বাগনানের বাসিন্দা । হেলমেট থাকার জন্য প্রাণে বাঁচেন ওই যুবক। আমতা ধর্মতলা রুটের বাসটিকে আটক করেছে ধুলাগড় ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ।

১১ তম ফটোগ্রাফি এবং ডিজিটাল টেকনিক এর ওপর একটি ওয়ার্কশপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ ১১ তম ফটোগ্রাফি এবং ডিজিটাল টেকনিক এর ওপর একটি ওয়ার্কশপ হয় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট রিপ্রোগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি ইউনিট-এর লাইব্রেরী ডিভিশনের পরিচালনায়। একটি আলোক চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয় ১৪ই মার্চ থেকে আগামী ১৮ই মার্চ পর্যন্ত চলবে দপ্তরে । বহু ছাত্র-ছাত্রী এই আলোকচিত্রে অংশগ্রহণ করে। প্রথম স্থান অধিকার করেন বিশিষ্ট আলোকচিত্রশিল্পী ও বিধানসভার চিত্র সাংবাদিক শ্রী সুবল সাহা। এই ওয়ার্কশপে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন শ্রী মৌসুমী চক্রবর্তী 'সুব্রত বসাক, রাজীব দাস ও অরুণাভ কুন্ডু। সমগ্র বিষয়টির তত্ত্বাবধায়ন ছিলেন শ্রী তাপস বসু। এই আলোকচিত্রী এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে অনেক ছেলেমেয়েরা তাদের সমৃদ্ধি ঘটে। আলোকচিত্রী ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে আরো বিশেষভাবে আলোকপাত করবে এবং আরো বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করতে পারে তার আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্য গ্রন্থকারী ডক্টর কিশোর চন্দ্র সতপতি।

রাজ্য সরকার গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে রাজ্যের সমস্ত আরটিএ বোর্ড ভেঙে তা নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলার আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষই বাস মিনিবাস সহ অটো সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক গাড়ির পারমিট প্রদান করে। তবে করনা অতিমারির পর থেকে অনেক বোর্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। যার ফলে করোনা পরবর্তী সময়ে জেলায় জেলায় বাস, মিনিবাস, অটো সহ যাত্রী পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত গাড়ির সংখ্যা ক্রমেই কমছে। গোটা রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার পারমিটের আবেদন

জমা পড়ে রয়েছে। এই জট ছা।তেই এবার বোর্ড গুলি ভেঙে দিয়ে নতুন করে গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মানুষকে সুষ্ঠু পরিষেবা দিতেই রাজ্যে নতুন করে আরটিএ বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। নবগঠিত বোর্ড নিয়মিত বৈঠক করে যাবতীয় আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে। পারমিট কিংবা রাস্তায় আরও বেশি গাড়ি নামানোর যাবতীয় প্রক্রিয়া সরল করে গোটা ব্যবস্থাকে যাত্রীবান্ধব করতেই এই উদ্যোগ বলে তিনি জানান।

টিকিট ছাড়া ভ্রমণ করা যাত্রীর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার

কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার আসানসোলে ডাউন গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেসের বি-৬ বগিতে টিকিট ছাড়াই ভ্রমণ করা একজন যাত্রীর কাছ থেকে একটি ট্রলি উদ্ধার করা হয় যাতে নগদ ৫০লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। যাত্রীর অস্বাভাবিক আচরণ দেখে আরপিএফের সন্দেহ হয়, পরে তাকে ধরা হয়। বিপুল পরিমান টাকা উদ্ধারের পর আয়কর দফতর তদন্ত শুরু করেছে। শুক্রবার আরপিএফের তরফে জারি করা সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে,যখন তার ট্রলি ব্যাগটি খোলা হয়েছিল, তখন ৫০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছিল। কেন এত বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে ওই ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন, টাকার উৎস কী, এসব বিষয় খতিয়ে দেখছেন আয়কর কর্মকর্তারা। আরপিএফ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মোহিত কুমার (২১)। তিনি বিহারের বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি দাবি করেন, তিনি গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেসে করে হাওড়া যাচ্ছিলেন। আরপিএফের আসানসোল ডিভিশনের কমান্ড্যান্ট রাহুল রাজ বলেন, উদ্ধার হওয়া টাকা গোনার পরে দেখা গেছে,ব্যাগে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা ছিল। এরপর আরও তদন্তের জন্য মোহিত নামের ওই যুবককে আয়কর বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আয়কর দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কী ভাবে টাকা পেলেন তা নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি মোহিত। তদন্তকারীদের ধারণা, ওই যুবককে কাউকে টাকা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

বানতলা চর্মনগরী সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার বানতলা চর্মনগরী সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিচ্ছে। সেখানে নতুন করে লেদার হাব তৈরি হবে। কলকাতা এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, বানতলায় লেদার কমপ্লেক্সে আর জায়গা খালি নেই, যেখানে নতুন করে কোনও শিল্প সংস্থা বিনিয়োগ করতে পারে। অথচ চর্মশিল্পে রাজ্যে আরও বিনিয়োগ আসতে চাইছে এবং শিল্প সংস্থাগুলি চর্মনগরীতে জায়গা চাইছে। তাদের ঠাঁই দেওয়ার জন্য বানতলায় নতুন করে শিল্পতালুক গড়া হবে।

একাধিক সরকারি প্রকল্পকে সামনে রেখে ভোট প্রচার মথুরাপুরে

দুরন্ত বার্তা, মথুরাপুর, ১৫ মার্চ ঃ মাত্র ৩৮ বছর বয়সে লোকসভার প্রার্থী শাসক তৃনমূল দলের বাপি হালদার। মথুরাপুর তফসিলি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। ঘোষনা ব্রিগেড থেকে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর এলাকার সদিয়ালে বাড়ি, দীর্ঘদিন কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সেখান থেকে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ আসনে দাঁ।য়ে জয়লাভ ও জেলা পরিষদের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষের পাশাপাশি জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি। আর শেষ পর্যন্ত ২০২৪ এর লোকসভায় মথরাপুর তপশিলি কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। নাম ঘোষণার পরে গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার কাজ শুরু। তার পর থেকে টানা ছুটে বেড়াচ্ছে বাপী প্রচারের কাজে। তুলে ধরছে মুখ্যমন্ত্রী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ একাধিক প্রকল্প। বামনগাছি স্কুল মাঠ থেকে মথুরাপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত পায়ে হেঁটে প্রচার করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের দাবি চার লক্ষ অধিক ভোটে জয়ী হবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেসরকারি বাস ধাক্কা মারল হাওড়া ব্রিজের পিলারে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মার্চ ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেসরকারি বাস ধাক্কা মারল হাওড়া ব্রিজের পিলারে, জখম ৭। শুক্রবার দুপুরে হাওড়াগামী একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাওড়া ব্রিজের পিলারে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ওই বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। এদের মধ্যে ৭ জনকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কলকাতার নর্থ পোর্ট থানার পুলিশ। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পৈলান থেকে হাওড়ায় আসছিল বেসরকারি বাসটি। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে খুব সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি ব্রিজের পিলারে গিয়ে সরাসরি ধাক্কা মারে। বাসটির সামনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাসযাত্রীরা জানান, দুর্ঘটনার সময় বাসে জনা কুড়ি যাত্রী ছিলেন। বাসের সামনের দিকে যারা ছিলেন তারাই বেশিরভাগ গুরুতর জখম হন।

বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু পাচার বিষয়ে সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৫ মার্চ ঃ বাল্য বিবাহ,নারী পাচার, শিশু পাচার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এগুলো বন্ধ করার জন্য একাধিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। মূলত সু ন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েদের কাজের লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে দিয়ে যৌন ব্যবসায় নামানো হচ্ছে। যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আর এই সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সু ন্দরবনের কুলতলির একটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শুক্রবার এই বিষয়ের উপর একটি সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন বহ।ড় ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, উপপ্রধান সংগীতা মন্ডল সহ একাধিক সরকারি আধিকারিক এবং বেসরকারি সংস্থার আধিকারিকরা। এদিনের এই আলোচনা সভায় বহু এলাকার আশা কর্মী, আই সি ডি এস কর্মীরা অংশ নেন। মূলত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিটা পঞ্চায়েত এলাকায় এই সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহন করা হচছে। যার মধ্যে দিয়ে সাধারন মানুষকে সচেতন করা হচছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works:–

1. NIT No.: KMC/WS/W77-32/T-67/23-24
Name of work: Jacketing of the Damaged portion of existing 675 mm dia U.F.W. C.I. Main near 68/1, D.H. Road in Ward-77. Estimated Amount: ₹1,96,991.00. Earnest Money: ₹ 3,950.00. Period of Completion: 5 days.

2. NIT No.: KMC/WS/W77-44/T-65/23-24
Name of work: Jacketing of the Damaged portion of existing 675 mm dia F.W. C.I. Main near 25, D.H. Road in Ward-77. Estimated Amount: ₹1,95,956.00. Earnest Money: ₹ 3,950.00. Period of Completion: 4 days.

3. NIT No.: KMC/WS/W78-33/T-69/23-24
Name of work: Replacement of old and Worn Out 100 mm dia F.W. Main by New 100 mm dia D.I. Pipe from 42/H/10 to 42/H/1/1 and 42/H/3 to 42/H/1 of Ekbalpur Lane in Ward-78. Estimated Amount: ₹1,65,115.00. Earnest Money: ₹ 3,350.00. Period of Completion: 15 days.

4. NIT No.: KMC/WS/W78-32/T-66/23-24
Name of work: Maintenance of existing service main to restore the F.W. Supply as Damaged by the drainage work near 11, 28 Shah Aman Lane in Ward-78. Estimated Amount: ₹2,44,784.00. Earnest Money: ₹ 4,900.00. Period of Completion: 15 days.

5. NIT No.: KMC/WS/WEST/083/T-04/23-24
Name of work: Restoration of disturbed 300 mm dia F.W Reserve main at 35A, 37A, 39A Kali Temple Road in Ward No.-83. Estimated Amount: ₹1,96,184.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 7 days.

6. NIT No.: KMC/WS/PG_67/T-07/23-24
Name of work: Relaying of Filter Water Supply Main of 100 mm dia against Contamination at 28 (Plot), 49 (Plot) Swinhow lane with in Ward-67. Estimated Amount: ₹2,46,771.00. Earnest Money: ₹ 4,950.00. Period of Completion: 9 days. Last Date of receipt/opening of Tender (online): 26.03.2024 at 11.00 a.m./28.03.2024 at 11.00 a.m. (for Sl. No. 1 to 4) & 27.03.2024–5.00 p.m. / 30.03.2024 –11.00 a.m. (for Sl. No. 5) & 28.03.2024 – 1.00 p.m. / 30.03.2024 – 1.00 p.m. (for Sl. No. 6). The bid forms and other details are available on and from the https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 to 5) & https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 6).

The Executive Engineer (Water Supply/ GRWW), KMC invites e-Tender for the following works :–

1. NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/E13/ES9/2023-24
Name of work: Replacement of Nozzles with Allied Works at Filter Bed No. A-8 at WTP-IV, GRWW. Estimated Amount: ₹4,88,167.00. Earnest Money: ₹ 9,763.00. Period of Completion: 14 days. Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): 23.03.2024 at 1.00 p.m. / 30.03.2024 at 1.00 p.m.

2. NIT No.: KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-26/2023-24
Name of work: Operation of Delivery and suction side Sluice Valves, PDV & Butterfly Valves inside CWPS PH-I Pump House under GRWW. Estimated Amount: ₹1,37,520.00. Earnest Money: ₹ 2,750.00. Period of Completion: 30 days. Last date and time of receipt of Tender (Online): 28.03.2024 at 2.00 p.m. Last Date and time of opening of Tender (Online): 30.03.2024 at 2.00 p.m.

3. NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/23-24/24
Name of work: Jacketting by MS Plate of Damaged portion on 750 mm dia PSC, Primary Grid Opposite Tractor India Ltd on Taratala with other allied works. Estimated Amount: ₹2,46,795.00. Earnest Money: ₹ 4,936.00. Period of Completion: 7 days.

4. NIT No.:KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/35
Name of work: Replacement of Damaged and Worn out old Alum Dosing Line by Changing of PVC Pipe and Accessories at WTP-III, GRWW. Estimated Amount: ₹2,44,720.00. Earnest Money: ₹ 4,900.00. Period of Completion: 10 days.

5. NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/23-24/Ph-II/22
Name of work: Renovation with Replacement of Worn out spare parts, testing and commissioning of Chlorination system for chlorinator (20 kg/hr.) No. 1 at WTP-III, GRWW. Estimated Amount: QUOTATION. Earnest Money: ₹ 5,160.00. Period of Completion: 15 days.

6. NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/39
Name of work: Renovation of Compressor Air Control System with Replacement of Worn out spare parts of control desk of filter Bed No. 2 at WTP III, GRWW. Estimated Amount: QUOTATION. Earnest Money: ₹ 3,055.00. Period of Completion: 10 days.

7. NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/40
Name of work: Renovation with Replacement of Damaged Spare Parts, Testing and Commissioning of 750 mm dia. PDV and other Allied works of Pump unit No. 5 at CWPS-II, GRWW. Estimated Amount: QUOTATION. Earnest Money: ₹ 5,690.00. Period of Completion: 15 days.

8. NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/43
Name of work: Renovation of Lighting Arrangement with Replacing damaged LED Fitting by New one and other Allied Works of Clear Water Pump House Phase-II, GRWW. Estimated Amount: ₹1,78,096.00. Earnest Money: ₹ 3,565.00. Period of Completion: 10 days.

9. NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/26
Name of work: Supply, Fitting-Fixing of New Spare parts as Replacement for 2700 Cu.M/Hr. Capacity Centrifugal Pump unit No. 2 at CWPS-III, GRWW. Estimated Amount: QUOTATION. Earnest Money: ₹ 4,535.00. Period of Completion: 15 days.

10. NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/R08
Name of work: Improvement of Electrical System of Control Desk for Operation of Gate Valves, Backwash and Air Blower Motors for Bed No. 4 with Replacement of Defective Electrical Accessories and Allied Works at WTP-III, GRWW. Estimated Amount: ₹2,55,768.36. Earnest Money: ₹ 5,120.00. Period of Completion: 15 days.

11. NIT No.: EE/WS/GRWW/22-23/PH-II/R12
Name of work: Dismantling, Repairing and Re-Fixing of 700 mm dia actuator operated rising type Delivery Sluice Valve of Pump unit No. 3 with Allied works at CWPS-III, GRWW. Estimated Amount: QUOTATION. Earnest Money: ₹ 5,896.00. Period of Completion: 15 days. Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): 28.03.2024 at 2.00 p.m. / 30.03.2024 at 2.00 p.m. (for Sl. No. 3) & 27.03.2024 at 2.00 p.m. / 30.03.2024 at 2.00 p.m. (for Sl. No. 4 to 11). The bid forms and other details will be available shortly from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 11)

The Executive Engineer(WS)/North, KMC invites tender online in two bid system for the following work :–

1. NIT No.: KMC/WS/N/23-24/02/108
Name of work: Improvement of Filter Water Supply by Replacement of Old and Wornout 100 mm dia C.I. Pipe by 100 mm DI D.I Pipe from B/57/7/H/33 to B/57/7/H/53, B.T. Road, Ramlila Bagan in Ward No.-2. Estimated Cost: ₹2,33,530.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00. Time of Completion: 15 days. Last date and time of submission of Bid: 02.04.2024 up to 9.00 a.m. The tender will be opened on: 04.04.2024 at 9.00 a.m. The bid forms and other details will be available on and from: 19.03.2024 after 2.00 p.m. from the website https://wbtenders.gov.in

1594/23-24

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১০৫ সংখ্যা, শনিবার, ২ চৈত্র, ১৪৩০

ইউক্রেন যুদ্ধে রুশের শেষ অস্ত্র পরমাণু জেনেই আমেরিকা, ভারত এবং পোপ সতর্ক

রবীন্দ্র কুমার শীল

রাশিয়ার শেষ অস্ত্র পরমাণু। এছাড়া রাশিয়ার আর কোনও গতি নেই সেটা আমেরিকা জানে। সেই কারণে আমেরিকা এখন সতর্ক হয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। যদি রাশিয়া পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করে তাহলে সবাই তখন পরমাণু অস্তস্তবের করতে শুরু করবে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা পৃথিবীটা ধ্বংসে পরিণত হবে। মানব সমাজ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা সেই কারণে সতর্ক হযে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যে এর রোখা মানুষ সেটা সবাই জানে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে কেউ ঠাণ্ডা করতে পারছে না। খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ বলেছিলেন রাশিয়াকে যুদ্ধ থামাতে। কিন্তু পুতিন পোপের কথায় কর্ণপাত করেননি। পোপ রাশিয়া সফর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি রাশিয়া সফর করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাতে সায় দেন নি পুতিন। রাশিয়া সফর করা এটা সময় নয় বলে দেওয়া হয়েছিল পোপকে। এদিকে রাশিয়া যে ভাড়াটে সেনা দিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। ভারত থেকে তরুণদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাশিয়াতে চাকরির লোভ দেখিয়ে। সেখানে ভারতের তরুণরা চাকরি লোভ এবং শিক্ষা গ্রহণ করা মতো পাতা ফাঁদে পা দিয়ে মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। রাশিয়ায় সেই সব তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে ভারতীয় দূতাবাস। যার ফলে রাশিয়া এখম মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। ভারতে যারা এজেন্ট হয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সিবিআই জানতে পেরেছে এই সব এজেন্ট ভুয়ো কোম্পানি খুলে রাশিয়ায় চাকরি পাওয়ার লোভ দেখিয়ে ভারতীয় তরুণদের সংগ্রহ করা হচ্ছিল। রাশিয়া গিয়ে ভারতীয় তরুণরা উপস্থিত হলে তাদের কাছ থেকে ভিসা এবংপাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয় এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ইজরায়েল আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু ইজরায়েলের প্রতি রাশিয়ার কোনও সমর্থন নেই বলে জানতে পারা গিয়েছিল। রাশিয়া পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তারা ইউক্রেনকে তাদের অধীনে রাখবে। সেই কারণে এইন ইউক্রেন ব্যাপারে কোনও রাষ্ট্র কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। এদিকে ২০২৪ সালটা হচ্ছে নির্বাচনের বছর। প্রয় অধিকাংশ দেশে নির্বাচন। বাংলাদেশের নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। সেখানে প্রধানমনন্ত্রী হয়ে ফিরে এসেছেন শেখ হাসিনা। তিনি আবার নতুন করে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন। বিদেশ মন্ত্রী নতুন করা হয়েছে। এদিকে পাকিস্তানের নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। সেখানে নির্বাচন নিয়ে বিস্তর ঝামেলা তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এখন কারাগারে। তাঁর দল তেহরিক -ই-ইনসাফ এর সমর্থকেরা নির্দল প্রার্থী হয়ে বহু আসন লাভ করেছে। ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে না বলেই তাকে জেলে রাখা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে তোষাখানা মামলা করা হয়েছে। তোষাখানা মামলা করার কারণ খুঁজতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে ইমারান খান রাশিয়া সফর করে এসেই ভারতের হয়ে কথা বলতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা কতখানি সত্য তা বলা খুবই মুশকিল। তবে ভারতের পক্ষে যারাই কথা বলবে তারাই পাকিস্তানে থাকতে পারবে না। আগে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির খুবই ভাব জমতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে নওয়াজকে পাকিস্তান থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তিনি আবার পাকিস্তানে ফিরে এসেছেন বটে। তবে ভারতের হয়ে কোনও কথা বলছেন না। এদিকে পাকিস্তানে নওয়াজ শরিফের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি। তার ফলে বিলাবল ভুট্টো সহ অন্যান্য দলের সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করেছেন শাহবাজ শরিফ। তিনি প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ কালেই প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে এসেছেন। পাকিস্তানেকর কাশ্মীর ছাড়া আর কোনও কথা নেই। বিদেশ নীতিতেও কাশ্মীর ইস্যু রয়েছে পাকিস্তানের। প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো জারদারি আমেরিকা সফর কালে ওয়াশিংটন গিয়ে ভারতের কাশ্মীরের অনেক কথা বলেছিল। আমেরিকা বিলাবলের কথা কর্ণপাত করেনি। তার ফলে বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল বিলাবল আবার ভারতে গোয়াতে এসেছিলেন একটি বৈঠকে যোগ দিতে। সেখানেও কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করলে তাতে আপত্তি করেছিলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তার ফলে বিলাবল ভুট্টো দ্রুত সম্মেলন ত্যাগ করে বিমান ধরে পাকিস্তানের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকা কোনও চাপ সৃষ্টি করছে না। কারণ আমেরিকাতে শুরু হয়েছে নির্বাচনের প্রাথমিক কাজ। আগামি নভেম্বর মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। বর্তমান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং প্রাক্তন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সম্ভবত প্রেসিডেন্ট পদ নিয়ে লড়াই হবে। যদিও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রয়েছে। তাঁকে এর আগে একটি প্রদেশের আদালত পরিস্কার করে বলে দিয়েছিল রাষ্ট্র বিরোধিতা কাজের জন্য ট্রাম্প আর প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াতে পারবেন না। যদিও আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত চুপ করে বসে রয়েছে। ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন। তবে ট্রাম্পকে কালো আদমিরা ভোট দেবে না এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। তার আমলেই কালা আদমি বলে একজন পুলিশ অফিসার কালা আদমি ফয়েডকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। সেই পুলিশ অফিসার এখন কারগারে রয়েছে। তার শাস্তি হয়েছে। আর্থিক জরিমানা পর্যন্ত হয়েছে। ট্রাম্পের আমলে কংগ্রেস ভবনে হামলা করা হয়েছিল। ভাঙচুর করা হয়েছিল। করোনা সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছিল চিন আমেরিকাকে ধ্বংস করতে বলে ট্রাম্প দাবি করতে থাকে। চিনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর করে তোলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন। যদিও চিন আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রী করার চেষ্টা করেছে। চিন দেশের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং আমেরিকার সফর করেছেন এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দেখা করে বৈঠকও করেছেন। কিন্তু জো বাইডেন চিনকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। চিন আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করছে কয়েকটি উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য। তার মধ্যে রয়েছে তাইওয়ানকে অধিগ্রহণ করা যেখানে আমেরিকা প্রধান বিরোধী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়ত অরুণাচল প্রদেশকে আমেরিকা ভারতের অংশ বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে চিন বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছে। বারবার চিন ভারতকে অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে বিব্রত করার চেষ্টা করছে। এমনকী অরুণাচল প্রদেশের বহু অঞ্চলের নাম চিন তাদের মানচিত্রে বদলে দিয়েছে। এদিকে আমেরিকার বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম বলতে শুরু করে দিয়েছে চিন যেভাবে ভারতকে হেনস্থা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত চিন যুদ্ধ আবার না শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধবাজরা এখন ইউরোপ পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়াতে যুদ্ধ লাগিয়ে গিয়ে অর্থ উপায় করার পথ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। এক একটি যুদ্ধে যুদ্ধবাজরা কোটি কোটি ডলার আয় করে প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে। করোনার সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়ে ছিল এই আর্থিক ধান্দাবাজরা কোটি কোটি ডলার আয় করেছে শুধু মাত্র ইন্টারনেট থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ বিক্রি করে। তার ওপরে আবার করোনার সংক্রমণের টিকা ব্যবসার করে কোটি কোটি ডলার রোজগার করেছে। এখন শিল্প থেকে কোনও আয় হচ্ছে না। যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক সংঘাত থেকে কীভাবে উপার্জন করা যেতে পারে তার পরিকল্পনা রচনা করতে শুরু করে দিয়েছে এই সব ধান্দাবাজ আনতর্জাতিক স্তরের উচ্চাঙ্গের ব্যবসাদাররা। এদিকে মলদ্বীপের সঙ্গে বারতের সুসম্পর্ক নষ্ট করতে চিন এগিয়ে এসেছে। পাকিস্তান, মলদ্বীপ, নেপাল, বাংলাদেশকে ভারত বিরোধী করে তোলার একটি গোপন কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। তার সঙ্গে আবার ভূটানকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। যার ফলে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা মনে করছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারত চিন বিরোধ দেখা দিতে পারে। ভারতের চারপাশে অন্যান্য দেশগুলিতে চিন তাদের ঘাঁটি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে পকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত চিন সীমান্তে বাড়তি দশ হাজার সেনা নিয়োগ করেছে চিন সরকার। আমেরিকার রিপোর্ট ভারতের পাকিস্তানের সীমান্ত নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের পর ভারত চিন সীমান্তে কোনও রকম অন্তঃসীমান্ত সংঘর্ষ দেখা যায়নি বটে। তবে বিপুল সংখ্যাক সেনা মোতায়েন করেছে সীমান্তে চিন। তবে বিচ্ছিন্ন ঘটনার পাশাপাশি হাতাহাতি থেকে বড় ধরনের যুদ্ধও শুরু হয়ে যেতে পারে। এদিকে অরুণাচল প্রদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের আর্থিক বরাদ্দ ঘোষণা করার চিন ক্ষুব্ধ হয়েছে। চিনের সেনা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা, সাইবার হামলা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ভারতের নির্বাচনের দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত নরেন্দ্র মোদি অরুণাচল প্রদেশে ১৩,০০০ ফুট সুড়ঙ্গের উদ্বোধন করেছেন। তার ফলে তাওয়াং -এ দ্রুত সেনা এবং সামরিক সরঞ্জাম আনা নেওয়া করা সম্ভব হবে। এদিকে আমেরিকার গোয়েন্দা দফতর মনে করছে বেজিং ২০৩৫ সালের মধ্যে অত্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত জাতীয় সেনা তৈরি করার দিকে মন দিয়েছে। চিন যখন দ্রুত সেনা বাহিনী সংস্কার করতে শুরু করে দিয়েছে তখন ভারত অভ্যন্তরীন রাজনীতির সমস্যাকে সামাল দিচ্ছে এবং নির্বাচন করার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকছে। এদিকে চিন সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন যে তিনি পরমাণু অস্ত্রের হুমকি দেননি। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই কথা প্রকাশ করেন ক্রেমলিন থেকে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে প্রেসিডেন্ট পুতিনের জয় নিশ্চিত বলা যেতে পারে। পাশাপশি রাশিয়া ইউক্রেনের যেসব স্থান দখল করে নিয়েছে সেখনেও ভোট করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কানাডা সরকার এখন ভারত সম্পর্কতে সুর নরম করেনি। তারা এখন খলিস্তানপন্থীদের রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে চলেছে। যার ফলে ভারত কানাডা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করেছে। এদিকে চিন, রাশিয়া এবং আমেরিকার এখন সারা বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে ব্যস্ত থাকছে। চিন চাইছে এশিয়ার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে। সেখানে রাশিয়াকে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ। আবার রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সুম্পর্ক তৈরি হওয়ার ফলে চিন খানিকটা থমকে রয়েছে। জাপান আবার ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করে রেখে দিয়েছে। জাপানের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সিনজে আবে ভারত প্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন।

পাক শরনার্থীদের নাগরিকত্ব

পাকিস্তান থেকে আসা ১৩ জনকে পুরানো নাগরিকত্ব আইনে গুজরাতে ভারতীয় নাগরিক বলে পরিচয়পত্র দিল। এরা গুজরাতে মোরবীর অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। পাকিস্তান থেকে আরও বেশ কয়েকটি পরিবার গুজরাতে এবং কাশ্মীরেও চলে এসেছে। তাদেরকেও ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জানতে পারা গিয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতর এই সব ব্যাপারে দেখভাল করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভোটের মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুসলিম জগতে সিএএ নিয়ে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল তা দূর করতে বদ্ধ পরিকর। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা যেভাবে সিএএ বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করেছে তার সঙ্গে লড়াই করতে এবারে কেন্দ্রীয় সরকার রাস্তায় নেমে পড়েছে। এদিকে পাকিস্তান থেকে আসা ১৩ জনকে ভারতের নাগরিকত্ব দিয়ে পাকিস্তানে বঞ্চিত সংখ্যালঘুদের ভাবত আশ্বাস দিতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান থেকেই বঞ্চনার শিকার হতে শুরু করেছিল। বঞ্চিতরা ইচ্ছা করলে ভারতে আসতে পারে এবং ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে। ভারত সব কিছু খতিয়ে দেখে তারপরে তাদেরকে ভারতের নাগরিক করা যায় কিনা তা জানাবে। পাকিস্তান থেকে চলে এসেছিল যেসব পরিবার প্রায় তাদের মধ্যে অধিকাংশ পরিবার গুজরাতের মোরবীতে বসবাস করছে। কাশ্মীরে এই রকম বেশ কিছু পরিবার রয়েছে। তারাও ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া আবেদন করলে দেওয়া হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত কাউকে বঞ্চিত করছে না। সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে যদি তারা নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে ভারতে এসে বসবাস করে। তবে সব কিছু খতিয়ে দেখেই তবেই শংসাপত্র দেওয়া হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। গুজরাতে মোরবীতে ১০৯৫ জন পাক শরনার্থী রয়েছে। এর মধ্যে ৯৫ জনকে আগেই ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানে এখন কোনও হিন্দুরা বসবাস করতে চাইছে না। তারা সেখানে থাকতে ভয় পাচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাংলাদেশেও বহু হিন্দু পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাতে শুরু করেছে। এই সব নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সরকারের কথা হয়েছে। বহু আতঙ্কিত পরিবার সীমান্ত পার হয়ে বারতে এসে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশে নির্বাচনের সময়ে এটা ঘটেছে। বিএনবি বা জামায়েতে ভয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছিল। এদিকে বাংলাদেশের নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে সেই সব আতঙ্কিত পরিবার তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে অবগত করা হয়েছে। বাংলাদেশের হাসিনা সরকার থেকে বলা হয়েছে যে আতঙ্ক তৈরি করে বাংলাদেশের নির্বাচনকে রুখে দিতে পারেনি বিএনবি বা জামায়েতে ইসলাম। এদিকে পাকিস্তানের নির্বাচনে আবার ভারত বিরোধী গোষ্ঠীরা সরকার গঠন করেছে। তারাই আবার কাশ্মীর নিয়ে উস্কানি দিতে শুরু করেছে। ভারতের বিষ ফোড়া হয়ে উঠতে শুরু করেছে পাকিস্তান। এদিকে চিন পাকিস্তানকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে পাকিস্তান এখন আবার কাশ্মীর নিয়ে সুর চড়াতে শুরু করেছে। এদিকে ১৩ জন পাক হিন্দুকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হল।

পাকিস্তানের কৌশল

ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারত বন্দনা। পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধানদের ভারত বিরোধী হতে হবে। না হলে তাঁর গদি চলে যাবে। সেটাই দেখতে পাওয়া গেল ইমরান খানের বেলায়। ইমরান যেই ভারত বন্দনা করতে শুরু করে দিয়েছে এমনি সেনারা তাঁর গদি কেড়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হল। এর আগে নওয়াজ শরিফের গদি কেড়ে নিয়েছিল পাক সেনারা। পাকিস্তানের গুপ্তরচর সংস্থা আইএসআই একই পথ ধরে হাঁটে। তারাও ভারত বিরোধী গোয়েন্দা। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইরা পাক প্রশাসনকে পরিচালনা করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির কূটনীতিতে পাকিস্তান বেশ বিপাকে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফের সঙ্গে কূটনীতি সম্পর্ককে ভালো করতে গিয়ে পাক নেতারা তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। যেভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করছিলেন সেটা পাকিস্তান কূটনীতিকরা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফ বেশি দিন আর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারেননি। সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ইমরান খান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সবচেয়ে বেশি ভারত বিদ্বেষী ছিলেন। তারপরে তিনি যখন ভারত প্রশংসা শুরু করলেন তখন তাঁকে গদি ছাড়তে হল। এবারে পাকিস্তানে এসেছে তদারকি সরকার। তদারকি সরকার এসেই কাশ্মীরের ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিন গালওয়ান সীমান্ত থেকে তাদের সেনা সরাই নি। উপরন্তু লাদাখে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল ঘিরে বসে রয়েছে। সেখান থেকে চিনারা সেনা সরানোর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না। গালওয়ান উপত্যকায় ১৬ টি চিনা সেনা ছাউনি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যেসব স্থান আগে ভারতের ছিল সেই সব স্থান চিনা সেনারা অধিকার করে বসে গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্র থেকে পরিস্কার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে চিন সেখানে পাকা রাস্তা তৈরি করছে এবং সেনা প্রস্তুতি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। গালওয়ান নিয়ে যখন ভারতীয় সেনারা ব্যস্ত তখন পাকিস্তান আবার সীমান্ত এলাকা সেনা বাহিনী বৃদ্ধি শুরু করেছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

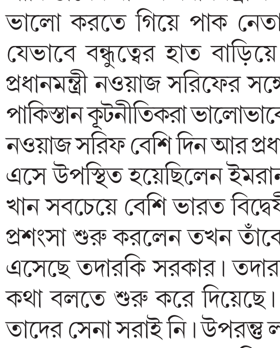

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন সেত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। জ্ঞান দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

রানি রাসমণির সময় থেকে। তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে মা ভবতারিনীকে দেবী দুর্গা রূপে পুজিত করতে হবে। আবার জগদ্ধাত্রীর পুজোর সময়ে মা ভবতারিনীকে জগদ্ধাত্রী রূপে পুজা করা হয়ে থাকে। দক্ষিণেশ্বরের মা বহু রূপ ধারনকারানী। তিনি কোনও সময়ে একটি রূপ ধারন করে এই ধরনীতে আসেন নি। তিনি এসেছেন বহু মধ্যে এক হয়ে লীন হয়ে যাওয়া রূপ নিয়ে। সেই কারণে তিনি ভবতারিনী রূপ নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি আসলে মায়ের বহু রূপ ধারী। তিনি সব পুজা গ্রহণ করে থাকেন। তিনি একদিকে মা ভবতারিনী, আবার তিনি অন্য রূপে মা দুর্গা। তিনি আবার মা মহাকালী পাশাপাশি তিনি আবার জগদ্ধাত্রী। তিনি সব রূপ ধারন করে ভক্তদের পুজো গ্রহণ করে থাকেন। তিনি সর্বরূপী মা হিসাবে বিরাজিত। কিন্তু মা এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ভিন্ন নন। তিনি ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে তাঁর সন্তানদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন মাত্র। যত মত তত পথ। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কথা

বাংলার কবি, বাঙালির কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিশেষ প্রতিবেদন

উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁ ঐতিহ্যের শেষ বুদ্ধিজীবী হিসেবে যাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়, তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি ১৯২৭ সালে আইসিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান ইংল্যান্ডে। সেখানে তিনি লন্ডনের 'ইউনিভার্সিটি কলেজ', 'কিংস কলেজ', 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস', 'লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' -এ পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর ফাঁকে ঘুরে বেড়ান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। ফলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে তাঁর সাহিত্যে। দেশে ফিরে ১৯২৯ সালে অন্নদাশঙ্কর রায় যোগ দেন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে অ্যাসিসট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে। অবিভক্ত বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, নদীয়া, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, হুগলি এবং হাওড়ায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন কখনো শাসন বিভাগে, কখনো বিচার বিভাগে যথাক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ হিসেবে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তিনি উচ্চতর পর্যায়ের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের (আইএএস) সদস্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ও বিচার বিভাগে কাজ করেন। চাকরি ছাড়ার পর অন্নদাশঙ্কর বসবাস শুরু করেন শান্তিনিকেতনে। ১৯৫৩ সালে এক ঐতিহাসিক 'সাহিত্য মেলা'র আয়োজন করেন তিনি শান্তিনিকেতনে। ষাট দশকের শেষ দিকে পারিবারিক কারণে বসবাস শুরু করেন কলকাতায় এসে এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান তিনি। অন্নদাশঙ্কর ওড়িয়া সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন মাত্র ২০ বছর বয়সেই। তাঁর প্রথম কবিতা রচিত হয়েছে ওড়িয়া ভাষায়। বাংলা, ইংরেজি, ওড়িয়া, সংস্কৃত, হিন্দি- সব ভাষায় পারদর্শী হলেও বাংলাকেই তিনি সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' ছিল অন্নদাশঙ্করের লেখক হয়ে ওঠার প্রেরণা। সবুজপত্র পত্রিকার দুই প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরীর জীবনদর্শন ও শিল্পাদর্শ তার সাহিত্য-মানস গঠনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের ওপর যে প্রবন্ধ লেখেন, তা রবীন্দ্রনাথকেও আলোড়িত করে। দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রায় সত্তর বছর ধরে প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, ছড়া, কবিতা, নাটক, পত্রসাহিত্য, আত্মজীবনীমূলক রচনা প্রভৃতি লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাংলা ছড়াসম্ভার বিষয়বৈচিত্র্যে তাৎপর্যপূর্ণ। একসময়ের ছেলেভুলানো ছড়াকে তিনি উপেক্ষিত স্তর থেকে উন্নীত করেন অভিজাত সাহিত্যের শৈল্পিক স্তরে। তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছড়া 'খোকা ও খুকু' (১৯৪৭)। এতে সুর দিয়েছেন বিখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরী। দেশবিভাগজনিত বেদনা তীর্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই ছড়ায়- 'তেলের শিশি ভাঙল বলে/ খুকুর 'পরে রাগ করো,/তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ ভারত ভেঙে ভাগ করো। তার বেলা?" বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে এবং ১৯৯৬ সালে অন্নদাশঙ্কর দুইবার বাংলাদেশে আসেন সরকারের অতিথি হিসেবে। সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হন।

বাংলার প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ার-ইলা মজুমদার

বিশেষ প্রতিবেদন

-১৯৪৭ সাল। দেশ স্বাধীন হল। প্রযুক্তিবিদ্যার অধ্যয়নে তখন পুরুষদের একচ্ছত্র আধিপত্য। পশ্চিমবাংলার বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তখন প্রযুক্তিবিদ্যার অধ্যয়নের অন্যতম পীঠস্থান।১৯৪৭ সালেই পশ্চিমবাংলার তৎকালীন নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দরজা খুলে দিলেন মহিলাদের জন্যে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন দুইজন ছাত্রী। ভর্তি হলেন দুজনেই। কিন্তু একজন দ্বিতীয় বর্ষেই কলেজ ছাড়লেন। রইলেন একজন ছাত্রী। ১৯৫১ সালে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলেন। তিনিই ছিলেন বাংলার প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। গোটা ব্যাচে তিনিই ছিলেন একমাত্র ছাত্রী। বাকি সকলেই ছিলেন ছাত্র। তিনি ইলা মজুমদার। জন্ম ১৯৩০ সালের ২৪শে জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর গ্রামে উ পিতা যতীন্দ্র কুমার মজুমদার ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উ মা ছিলেন গৃহবধূ। যতীন্দ্রবাবু ছোট থেকেই মেয়েকে মুক্ত পরিবেশে বড় করে তোলেন। ১২ বছর বয়সেই ইলা সাইকেল চালাতে পারত উ মাত্র ১৬ বছর বয়সে শিখেছিলেন জিপ চালানো উ খুলনায় তিনি নবম শ্রেণী অবধি পড়াশোনা করেন উ এরপর ১৯৪৫ সালে ইলাদের পুরো পরিবার কলকাতায় চলে আসে। সেই বছর ইলা স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি। ভর্তি হন পরের বছব। দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন আশুতোষ কলেজে। সেখান থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি তে উত্তীর্ণ হন উ এরই মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইলা ভর্তি হন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। প্রচন্ড শারীরিক পরিশ্রম দরকার বলে অধ্যক্ষ তাকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে নিষেধ করেন। শেষে ইলা ভর্তি হন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি ডাক্তারি পড়ার সুযোগও পেয়েছিলেন কিন্তু যাননি। তিনিই ছিলেন ওই কলেজের প্রথম মহিলা ছাত্রী তথা বাংলার প্রথম ইঞ্জিনিয়ার।প্রথম প্রথম মানিয়ে নিতে অসুবিধা হলেও ধীরে ধীরে ছাত্রদের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায় তাঁর। তখন ছাত্রীদের জন্যে আলাদা হোস্টেল ছিল না তাই ইলা মজুমদার থাকতেন লাইব্রেরির বাম প্রান্তের একটি ঘবে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পুলিন বিহারী ঘোষ এই সময় তার পাশে দাঁড়ান। কলেজে তিনিই ছিলেন ইলার অভিভাবক।১৯৫১ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হলেন ইলা। তারপর ট্রেনিং করতে যান গ্লাসগো। ট্রেনিং শেষে ভারতে ফিরে এসে দেরাদুনের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজে যোগ দেন। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা যিনি ভারী যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানায় কাজ করেছেন। সেই সময় ইলা থাকতেন স্টাফ কোয়ার্টারে। ওখানে ছয় মাস চাকরি করার পর দিল্লি পলিটেকনিক কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।এর পর কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ জুট টেকনোলজিতে লেকচারার ছিলেন তিনি। কলকাতার প্রথম মহিলা পলিটেকনিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। ইলা মজুমদার ছিলেন ওই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল। তার কর্মকান্ডে মুগ্ধ হয়ে ১৯৮৫ তে জাতিসংঘের তরফ থেকে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ঢাকা শহরে একটি মহিলা পলিটেকনিক কলেজ খোলার। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ছাড়তে রাজি ছিলেন না। পরে অবশ্য তিনি সাফল্যের সঙ্গেই কাজটি সম্পন্ন করেন। ইলা মজুমদার ছিলেন ব্যতিক্রমী এক মহিলা। পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম উ গড়ে তুলেছেন ইতিহাস। শ্রদ্ধা জানাই। বাংলায় বহু প্রতিভাবান মহিলাা জন্ম গ্রহণ করেছেন। যেমন কাদম্বনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম মহিলা ডাক্তার হয়েছিলেন। মহিলারা সংগ্রাম করে জীবনে দাঁড়ায়।

কৃষ্ণচন্দ্র নির্মিত নদীয়ার 'শিবনিবাস' বিখ্যাত

নবেন্দু সাহা, নবদ্বীপ

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃগয়া করিতে যাওয়া ও ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই নদীয়ার শিবনিবাস তৈরী। 'বাঙলার কাশী' বলে কথিত শিবনিবাস মন্দির ও সংলগ্ন অঞ্চলটি নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত। মাজদিয়া স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। 'শিবনিবাস' কীভাবে কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় নিবাসভূমি হল? একদিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করলেন, তিনি মৃগয়া করতে যাবেন, তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হল। সেই মতো রাজা অশ্বারোহণে গমন করে নিবিড় বনে মৃগয়া করেন। ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হয়ো দেখেন - অতিরম্য স্থান। চারিদিকে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে স্থানে অনেক পশুপক্ষী আছে। নানাপ্রকার শব্দ হচ্ছে। রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁর কাছে এ এক অপূর্ব্ব স্থান মনে হওয়ায় তিনি এইখানে কিছু দিন বিশ্রাম করবেন বলে ঠিক করলেন। রাজা আজ্ঞা করলেন এই স্থানে পুরী নির্মাণ করিতে। রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়ে পাত্রকে আনল। পাত্রকে দেখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বললেন ,এই স্থানে অপূর্ব্ব এক পুরী প্রস্তুত করিতে হইবে যেন কোন রূপে কেহ নিন্দা না করে।' পাত্র বললেন, 'মহারাজ আপনি রাজধানীতে গমন করুন। পুরী নির্মাণের কাজ হলে মহারাজ তখন এসে দেখবেন।' পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানী কৃষ্ণনগরে গেলেন। পাত্র সেই স্থানে থেকে পুরী নির্ম্মাণ তকতে থাকলেন। চারিদিকে যে নদী থাকায় সেখানে গড় হল। দক্ষিণদিকের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করলেন এবং সৈন্যদের থাকবার স্থান করলেন। বড় বড় কামান দুই পার্শ্বে রাখলেন যাতে হঠাৎ শত্রু প্রবেশ করতে না পারে। সেই পুরীর নামই 'শিবনিবাস', শিবের বাসস্থান হিসাবেও এই নতুন রাজধানীর নাম রাখা হয় 'শিবনিবাস' এবং নদীর নাম 'কঙ্কনা' রাখলেন,এই নদী আসলে চুর্ণী। শিবনিবাসে শিবমন্দির ছাড়াও একটি রামসীতার মন্দির আছে। রামসীতা বিগ্রহের ছবি তোলা নিষেধ। ইতিহাস আরও বিস্তৃত। নদীয়া জেলার সুপ্রাচীন ইতিহাসখ্যাত ও পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ গ্রাম হল শিবনিবাস। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকাল ছিল ১৭২৮-১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ। সেই সময়ে 'নসরত খাঁ' নামের এক দুর্ধষ ডাকাত রাজ্যবাসীর ত্রাসের কারণ হয়ে উঠলে, তাকে দমনের উদ্দেশ্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই মাঝদিয়া অঞ্চলে এসে পৌঁছান বলেও জানা যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তিনি তাঁর দেওয়ান রঘুনন্দন মিশ্রের পরামর্শে চূর্ণী নদীর দ্বারা কঙ্কনের আকারে পরিবেষ্টিত এই জায়গায় একটি সুবিশাল রাজপ্রাসাদ স্থাপন করেন। একই সঙ্গে তিনি এখানে সর্বমোট ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজপ্রাসাদের খুব কাছে দুটি সুউচ্চ মন্দির স্থাপনা করে তার মধ্যে বিশালাকৃতির শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন, এই শিবলিঙ্গ নাকি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম। নদীয়ার অন্যতম গবেষক প্রয়াত মোহিত রায়ের নেতৃত্বে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ থেকে একবার শিবনিবাস গিয়েছিলাম। স্থানীয় গবেষক বুদ্ধিশ্বর ঘোষের কাছে শুনেছিলাম এই শিবনিবাসেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই সময়ে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে 'অগ্নিহোত্র বাজপেয়ী' নামক এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞ শেষে সেখানে উপস্থিত বঙ্গদেশ, কাঞ্চী এবং বারাণসীর বিখ্যাত পন্ডিতগণ ও বিদ্বজ্জনেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে 'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই ধরনের সমৃদ্ধ যজ্ঞ কলিযুগে আর হয়নি। ভীম একাদশীতে এই শিবনিবাসের মন্দির চত্বরে ১৫ দিন ব্যাপী এক বিশাল মেলা বসে।

মুখ্যমন্ত্রীর আরোগ্য কামনায় বিভিন্ন ধর্মস্থানে প্রার্থনা জয়হিন্দ বাহিনীর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনায় শুক্রবার বর্ধমানের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে গিয়ে পুজো ও প্রার্থনা করা হল বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে। এদিন বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা জানান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর নেতা কর্মীরা। এরপর বর্ধমান শহরের খোক্কর সাহেব পীড়ের মাজার, গুরুদ্বোয়ারা ও গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা জানান তারা। বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর প্রেসিডেন্ট যোগেশ্বর দাস বৈরাগ্য জানান, মুখ্যমন্ত্রীর আহত হবার ঘটনায় তারা খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। যাকে দেখে তারা লড়াই করতে শিখেছেন, যাকে দেখে তারা আজও তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন সেই মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা তাদের দলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন তারা। তারা এদিন বর্ধমান শহরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাসনালয়ে যান এবং সেখানে তারা দিদির নামে প্রার্থনা জানান। তাদের প্রার্থনা খুব শীঘ্র দিদি সুস্থ হয়ে উঠুক এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে ভোটের ময়দানে তাদের নেতৃত্ব দিক বলে জানিয়েছেন যোগেশ্বরবাবু। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়িতে পড়ে গিয়ে চোট পান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কপালে ৩ টি এবং নামে ১ টি সেলাই পরে। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব। তার আহত হওয়ার ঘটনায় সারা দেশের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক লকেট, পাল্টা তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ মার্চ ঃ শিয়রে লোকসভা নির্বাচন। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তবে এদিন প্রচারে এসে রাজ্যের শাসক দলের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপি সাংসদ। এদিন ভদ্রেশ্বরে প্রচারে গিয়ে লকেট বলেন, 'এখানে চন্দননগর বিধানসভার গায়ক আছে, বিধায়ক না গায়ক। উনি তৃণমূল গায়ক মঞ্চে মঞ্চে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনন্দ দিয়ে বেড়ান। উনি দুর্নীতি করে বেড়ান কাজ করেন না।' চন্দননগর বিধানসভার ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে পদ্ম শিবিরের নেত্রী আরও বলেন, সিঙুরে মোহর বাড়ি বানিয়েছেন। কোথা থেকে এত সোনার মোহর এল সেটা খোঁজ আমরা রেখেছি। আগামীদিনে মানুষ জবাব দেবে। বিধায়ক এত টাকা কোথা থেকে পায়? বড় বড় মাথা রয়েছে। সিবিআই-ইডির কাছে সব তথ্য রয়েছে। তখন বুঝতে পারবে চন্দননগরের ঘরে ঘরে ঢুকবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। লকেটের অভিযোগের জবাবে চন্দননগর পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল বলেন, লকেট চট্টোপাধ্যায় পাঁচ বছর কোথায় ছিলেন। উনি যে অভিযোগ তুলছেন এটা থেকে পরিষ্কার সিবিআই-ইডি ওনাদের হাতেই আছে। ভারতীয় জনতা পার্টি একটা কেন্দ্রীয় সংস্থাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে সেটা লকেটের কথা থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। উনি ইন্দ্রনীল সেনের বাড়ির প্রসঙ্গে কথা তুলেছেন, বাড়ির সবার আছে কেউ রেল স্টেশনে থাকে না। ২০১৬ সালে এবং ২০২১ সালে যে নির্বাচনী লড়াইয়ের হলফ নামায় যে তথ্য আছে সেখান থেকেই পরিষ্কার হিসেব পাওয়া যাবে চন্দননগর বিধায়কের। উনি যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বলছেন অবশ্যই দলের সঙ্গে কথা বলে আইনি ব্যবস্থা নেব। তাহলে কি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নাম না করে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ করছেন সাংসদ? উঠছে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রচনা ব্যানার্জ্জী।

নৃত্যশিল্পী শুভম ঘোষের গ্রেফতারের প্রতিবাদে মিছিল বিএসপিজি-র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ নৃত্যশিল্পীকে গ্রেফতারের অভিযোগে এবার পথে নামলো শিল্পীরা। শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির এয়ার ভিউ মোড় থেকে থানা মোড় পর্যন্ত এক সুবিশাল মিছিলের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রসঙ্গত গত ২ মার্চ শিলিগুড়ির এক খুবই প্রসিদ্ধ নৃত্যগোষ্ঠী সোনার তরীর মূল নৃত্যশিল্পী শুভম ঘোষের বিরুদ্ধে এক নাবালককে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠে। জানা যায় সেই নাবালক তার ছাত্র। এই অভিযোগের পর শুভম ঘোষকে পক্স আইনের ধারায় গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। তারপর থেকেই পুলিশি তদন্তে রয়েছে এই পুরো ঘটনা। কিন্তু শুভম ঘোষের এই গ্রেফতারি মেনে নিতে পারেন না অনেকেই। অভিযোগ শুভম ঘোষকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, এমনটাই মনে করেন শুভম ঘোষের শুভাকাঙ্খীরা। পাশাপাশি শুভম ঘোষের একাধিক ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা মনে করেন যে শুভম এই কাজ কোনো মতেই করতে পারে না, শুভম অনেক ভালো ছেলে তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে বেঙ্গল স্টেজ পার্ফর্মেন্স গিল্ডের দ্বারস্থ হন শুভম ঘোষের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা। এদিন তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে শুভম ঘোষের সঠিক বিচারের দাবিতে প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক ও বেঙ্গল স্টেজ পার্ফর্মেন্স গিল্ডের সদস্য সদস্যারা মিলে এক প্রতিবাদ মিছিল করে এবং সঠিক বিচারের দাবি জানান।

দেওয়াল লিখন এবং প্রচারে নেমে সন্দেশখালির ঘটনাকে সামান্য এবং সাজানো ঘটনা বললেন প্রতিমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ মার্চ ঃ প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন এবং ভোট প্রচারে নেমে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে সন্দেশখালির ঘটনাকে সামান্য এবং সাজানো ঘটনা বলে আখ্যা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী। সন্দেশখালি সামান্য ঘটনা হলেও মনিপুর নিয়ে সরব রাজ্যের মন্ত্রী। মনিপুরের ঘটনা কে বললেন নক্ক্যারজনক। পাল্টা তীব্র প্রতিক্রিয়া বিরোধীদের। বিজেপির অভিযোগ উনি নিজের ঘরের আগুন না দেখে পাশের ঘরে আগুন দেখছেন। সিপিএমের দাবি এলাকায় এলাকায় সন্দেশখালি হয়েছে। সাথে মনিপুর নিয়ে বিজেপিকেও তোপ সিপিএমের। লোকসভার প্রাক্কালে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় উত্তর মালদা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে দেওয়াল লিখন এবং প্রচার করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। বিজেপির দেওয়াল লিখনের পাশেই দেওয়াল লেখা শুরু করে তৃণমূল। একদিকে লেখা রয়েছে অবকি বার ৪০০ পার। পাশেই তৃণমূলের লেখা ৪২ এ ৪২। সেখান থেকেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন প্রতিমন্ত্রী। বিরোধীদের বলা বহিরাগত প্রার্থী প্রসঙ্গে তিনি বলেন তৃণমূলে প্রার্থী একটাই মমতা ব্যানার্জি। ভোট প্রচারে সন্দেশখালি ইস্যুকে সামনে রাখছে বিজেপি। সেই প্রসঙ্গে তাজমুলের দাবি সন্দেশখালি সামান্য এবং সাজানো ঘটনা। কিন্তু মনিপুরের যে ঘটনা তা নক্ক্যারজনক। আর মন্ত্রীর এই বক্তব্য সামনে আসতেই বিতর্কের ঝড়। বিজেপির অভিযোগ সন্দেশখালিতে নির্যাতিতা মহিলারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। আর মহিলাদের ইজ্জত লুঠ হওয়াকে ছোট ঘটনা বলছেন রাজ্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন মন্ত্রী। বিজেপির আরো অভিযোগ প্রতিমন্ত্রী নিজের বিধানসভার জন্য কোনো কাজ করেন নি। মানুষ ভোট বাক্সে তৃণমূলকে সাফ করে দেবে। সিপিএমের দাবি সন্দেশখালি এবং মনিপুর এই দুই ঘটনায় মুখ পুড়িয়েছে দেশে। একটি তৃণমূল শাসিত রাজ্য এবং অন্যটি বিজেপি শাসিত। সাথে সিপিএমের দাবি হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকাতেও সন্দেশখালির মতো পরিস্থিতি। ভোট ঘোষণার প্রাক্কালেই তুঙ্গে বিতর্কের ঝড়। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, আজ প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু করলাম। উত্তর মালদায় বিপুল ভোটে জিতবে তৃণমূল। মানুষ মমতা ব্যানার্জিকে দেখে ভোট দেবে। সন্দেশখালি হল সাজানো ঘটনা। বিজেপি শাসিত মণিপুরের ঘটনা নক্ক্যারজনক। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য রূপেশ আগরওয়ালের প্রশ্ন, উনি কি মনিপুরের মন্ত্রী। নিজের ঘরের আগুন দেখতে পাচ্ছেন না। সন্দেশখালিতে মহিলারা বিদ্রোহ করছে। আর উনি সাজানো ঘটনা বলছেন। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসের বক্তব্য, সন্দেশখালির ঘটনায় দেশে বাংলার মুখ পুড়েছে। খোঁজ নিলে দেখবেন হরিশ্চন্দ্রপুরেও একই পরিস্থিতি। মনিপুরের ঘটনা সমান নিন্দাজনক। কিন্তু সিপিএম যখন ক্ষমতায় ছিল এসব কিছুই হয়নি।

দলের মধ্যেই অন্তর্ঘাত! ভোটের মুখে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ মার্চঃ তৃণমূল কাউন্সিলররাই ভোটের আগে সমর্থন করেন অন্য দলকে। ভোটের মুখে এমনই অভিযোগ তুললেন খোদ তৃণমূল প্রার্থী। দক্ষিণ মালদার প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রাইহানের দাবি, দলের মধ্যেও হয়ে থাকে অন্তর্ঘাত। এমনকী দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিষয়টি নিয়ে অবগত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ভোটের মুখে তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মালদহের ইংরেজবাজারের তৃণমূল কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধেই কার্যত অন্তর্ঘাতের অভিযোগ জানান শাহনওয়াজ। তাঁর দাবি, এই বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কথা হয়েছে। শাহনওয়াজ আলির কাছ থেকেও রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি। রাইহানের অভিযোগ, ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলররা নিজেদের ভোট করে নেয়, কিন্তু লোকসভা ভোটের ক্ষেত্রে দায়সারা কাজ করেন তাঁরা। সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দলের হয়ে কাজ করে দলের মধ্যে অন্তর্ঘাত করা হচ্ছে কি না তাও খতিয়ে দেখা উচিত বলে মনে করেন তিনি। শুধুমাত্র কাউন্সিলররাই নয়, সুজাপুর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক আবদুল গণির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে মুখ খুলছেন না কোনও তৃণমূল নেতা। এলাকার কাউন্সিলররাও কেউ কিছু বলতে চাননি।

জাতীয় সড়কের পাশে প্লাস্টিকে মোড়া তরুণীর দেহ উদ্ধারে রহস্য

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ মার্চ ঃ সাতসকালে জাতীয় সড়কের পাশে প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে তরুণীর দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের বুদবুদে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। কিন্তু কে ওই তরুণী? ঘটনার নেপথ্যে কে বা কারা, জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার সকালে। বুদবুদ থানার কোটা মোড় এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশে। বুদবুদ থানার পুলিশ প্লাস্টিক সরাতেই ভয়ংকর দৃশ্য। বেরিয়ে আসে এক তরুণীর দেহ। স্বাভাবিকভাবেই প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তরুণীর গলায় রয়েছে দাগ। ফলে মনে করা হচ্ছে, শ্বাসরোধ করে খুনের পর দেহ ফেলে যাওয়া হয়েছে জাতীয় সড়কের পাশে। এবিষয়ে এসিপি কাঁকসা সুমন কুমার জয়সওয়াল বলেন, মৃত যুবতীর বয়স আনুমানিক ২৮ থেকে ৩০। গলায় শ্বাসরোধের চিহ্নও রয়েছে। বাইরে থেকে খুন করে জাতীয় সড়কের ধারে ফেলা হতে পারে। অথবা এই মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে। মৃতের পরিচয়ের সন্ধান পেতে খবর দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন থানায়। তদন্ত শুরু হয়েছে।

আব্দুল গনি সাহেবকে এলাকায় দেখা যায়নি, ক্ষোভ এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ মার্চ ঃ ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুরের মানুষ দু হাত তুলে আশীর্বাদ করে জিতিয়েছিল তৃণমূল প্রার্থী আব্দুল গণিকে। কিন্তু বিধায়ক হয়ে যাবার পর সেই রকম ভাবে এলাকায় দেখা যায়নি আব্দুল গনি সাহেব কে। তার ভূমিকা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ রয়েছে। দলের তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধেই এবারে সরাসরি প্রশ্ন তুলে সোচ্চার হলেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। আজ মালদা প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান, সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার থাকলে আমিও হতাশ হতাম। বিধায়কের পরিষেবা পাচ্ছেন না ওখানকার মানুষ। আমি ক্ষমাপ্রার্থী হিসেবে এলাকায় যাব। তবে এলাকায় মা- মাটি - মানুষের নেতৃত্বে সমস্ত উন্নয়ন পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই বিষয়ে ফোনে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল গনি জানান তিনি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান। প্রায় সাড়ে ৩০০ কিলোমিটারের দূরত্ব। তাই প্রতিদিন তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

আত্মহত্যা যুবকের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ রেলের বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের ৫ নম্বর গুমটি সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মৃত যুবকের নাম রাজা দাস। ২৭ বছর বয়স্ক ওই যুবক পার্শ্ববর্তী নিউটাউনপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা যাচ্ছে পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই যুবক। ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশের কর্মীরা। আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। যদিও রেলের বিদ্যুতের খুঁটি থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে দমকল বাহিনী। জানা গেছে, মৃত যুবক শ্রমিকের কাজ করতেন। অবসর সময়ে টোটো চালাতেন তিনি। শোকে ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন।

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT,
DIST:- PURBABURDWAN

For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 54 D.M/ENGG Date-14/03/2024, E-NIT 55 D.M/ENGG Date-14/03/2024, E-NIT 56 D.M/ENGG Date-14/03/2024**. For Details Visit : **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in** Office ph no **7478003845.**

Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/II/জিআরসি কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। খোলার তারিখে দুপুর ১২টায় টেন্ডার বন্ধ করা হবে। **ক্র. নং, ই-টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) ৪৪৩৬-জিআরসি-সিই-সি-II-৪৮-২০২৩।** দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিসনের ডেপুটি সিই (কন), ঝাড়সুগুদা-র আওতাধীনে (বামরা-টাঙ্গারমুন্ডা শাখায়) এলসি নং ২৩৯-এর অনুষঙ্গে রেলওয়ের অংশে কিমি ৪৭৬/১১-১৩তে (১x৫৪ এম বোস্ট্রিং+২x১৮ এম কম্পোজিট গার্ডার) স্প্যান যুক্ত রোড ওভার ব্রিজ এবং বামরা স্টেশন ইয়ার্ড-এ (ধারুয়াডি-বামরা শাখায়) কিমি ৪৭৭/৩৩-৩৫-এ এলসি নং ২৪০-এ ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের কাজ সম্পাদন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২১.৯৩ কোটি, **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১২,৪৬,৫০০ টাকা **(২) ৮৮৬৪-জিআরসি-সিই-সি-এইচকিউ-২২-২০২৪,** দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের নারায়ণগড়-ভদ্রকের মধ্যে ৩য় লাইন নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে নিকুরসিনি গুডস ইয়ার্ড-এর সার্ভিস লেন সম্পাদন, নতুন ভবন নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮.৭৯ কোটি টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৫,৮৯,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৮ মাস, **বন্ধের তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৫.০৪.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1237)**

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT,
DIST:- PURBABURDWAN

For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 57 D.M/ENGG Date-15/03/2024.** For Details Visit : **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in.** Office ph no **7478003845**

Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

NOTICE

মৌজা- নৌওয়াপারা দাগ-৩০৭ রেনুকা বিশ্বাস স্বামী-হরিপদ বিশ্বাস আপনার ১১৯৭ খতিয়ান থেকে জমি কাটা হবে কোনো আপত্তি থাকলে B.L.L.R.O অফিসে ২১।০৩। ২০২৪ তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন ।

Abridge Tender Notice

NIT NO- WB/PM/CHP/EO/NIT_33/2023-24

E-Tenders are hereby invited by Executive Officer on behalf of Chandipur Panchayat Samity, Last Date of submission of tender is on 01th April, 2024 up to 17:00 hrs. All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/- Executive Officer
Chandipur Panchyat Samity
Purba Medinipur

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Certificate(s) No. 420056 for Equity 141 Shares face value Rs.10/- Folio No. 2219131 Dist. Nos. 1778670 – 1778699, 2108444 – 2108455, 9127015 – 9127040, 2698108 – 2698113, 11902682 – 11902716, 2698106 – 2698107 and 524658 – 524687 of LINDE INDIA LIMITED standing in the name(s) of Harjit Pritam Singh Bhatia has / have been lost or mislaid and the undersigned has / have applied to the Company to issue duplicate Certificate(s) for the said shares. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office LINDE INDIA LIMITED, Oxygen House, P43, Taratala Road, Kolkata - 700088 within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate(s).

Name(s) of Shareholder(s)
HARJIT LALIT CHADA

Place : Kolkata **Date : 16-3-2024**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএনজিজি-১১/২৩-২৪ (ওপেন), তারিখ ১২.০৩.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব). নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষত রেলওয়ে/সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/ এমইএস/সেচ বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় পূর্বে সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ডব্লুটি-২৭-২৩-২৪। কাজের বিবরণ :** কেপিএডব্লু-তে - কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে লোকো কমপ্লেক্স ও ক্যারেজ কমপ্লেক্সের ভিতর রাস্তার মেরামতি/সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য :** ৪,৬৬,২৯,৯৮৫.২৫ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩,৮৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। এলওএ জারির তারিখ থেকে কাজ শেষের মেয়াদ :** ১৫ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০৫.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। কাজের পরিধি সঙ্কেতমাত্র। যদিও, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা :** টেন্ডার খোলার ১৫ দিন আগে থেকে। টেন্ডার ০৫.০৪.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে এবং ওই তারিখেই দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোনও সময়ে খোলা হবে।

(MISC-274/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১২-০৩-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ ১৫-এপি-I-২০২৪। কাজের নাম ঃ** এডিইএন/II/নিউ কোচবিহারের অধীনে নিউ কোচবিহার-গোলোকগঞ্জ সেকশনে নিউ কোচবিহার-গোলোকগঞ্জ-ব্যালাস্ট রিকুপমেন্ট। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৯,৪৫,২৬৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৭৮,৯০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৩-০৪-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০৩-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for **Construction Of Plastic Waste Management Unit & Sanitary Community Complex under Pursurah Panchayat Samity. NIT No. 33/PUR/23-24, Tender ID No 2024_ZPHD_686478_1 to 2**, Last date for submission of Tender: **30/03/24 up to 4.00 P.M. & NIT No 32/PUR/23-24, Tender ID No 2024_ZPHD_685841_1 TO 2**. Last date for submission of Tender: **21/03/24 up to 4.00 P.M. wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender

Ref: 1.DHLYN/Amrut2.0/59/23-24
2.DHLYN/Amrut2.0/60/23-24

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors.
Last date of Bid submission: **13.04.2024 up to 14.00 PM.**
For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

EGRA MUNICIPALITY
Office of the Councillors
EGRA :: PURBA MEDINIPUR
Notice inviting Quotation

Paper Quotations are invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible quotationers vide (1) NIQ No. 291/ Quotation (stationery materials)- 1/24, Date 15/03/24 (2) NIQ No. 292/ Quotation (computer & electronics accessoris)-1/24, Date-15/03/24. Last date of submission of quotation 30/03/24 upto 2 pm (I.S.T.). Others details can be seen from the Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in.

Sd/-
Chairman
Egra Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide **NIT No.: 18/MGP/5th SFC/2024 (1no of CULVERT), Dated 11.03.2024**. Bid Submission Start Date (Online)-**12.03.2024 (12.00 hrs)**, Closing Date(Online): **18.03.2024 (14.00 hrs)**. Bid Opening Date (Online):**20.03.2024 (14.00 hrs)**. Please look for details on **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Thanking You.

Sd/-Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

এ. টি ওয়েল্ডিং পোর্শনের সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/৪২ অব ২০২৪, তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিনি. ডিইএন/সি/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে এ. টি ওয়েল্ডিং পোর্শনের সরবরাহ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫২,১৩,৭৩৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,০৪,৩০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৮-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ০৯-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হাওড়া পৌর নিগম

বোরো -৭
৫৭, শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি রোড, হাওড়া- ৭১১১০৪
ফোন নংঃ ০৩৩ ২৬২৭ ০১৮২
কাগজ প্রকাশের জন্য ই-টেন্ডার নোটিশ

ক্রম নং	কাজের নাম	এনআইটি নং. ও তারিখ
১	বিভিন্ন রোড এবং লেনের সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ দ্বারা কাঙ্খা রোডের উন্নতি, ওয়ার্ড নং -৪৫-তে বাই লেন, Br-VII, এইচ.এম.সি. এর অধীনে ৪৬ থেকে ৫০।	টিএন / ০১৩/ এ.ই./ Br-VII/ ২০২৩-২৪ তারিখ ঃ ১৪.০৩.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ এবং Br-VII, এইচএমসি / www.wbtender.gov.in এর বিভাগ। বিড সাবমিশন ক্লোজিং (অনলাইন) ০৫.০৪.২০২৪, বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ এবং যুক্তি ছাড়াই কোনও আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

319(3)/ 23-24
15.3.24

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

Office of the
INDPUR GRAM PANCHAYAT
Indpur :: Bankura

Notice Inviting e-Tender E-NIT NO. 25/15 th F.C/2023-24(2 nd Call), Dated-13/03/2024
Notice Inviting e-Tender E-NIT NO. 26/15 th F.C/2023-24, Dated-15/03/2024
Notice Inviting e-Tender E-NIT NO. 27/15 th F.C/2023-24, Dated-15/03/2024
Notice Inviting e-Tender E-NIT NO. 28/15 th F.C/2023-24, Dated-15/03/2024

Pradhan, Indpur Gram Panchayat invites percentage rate e-Tenders for the total 13(Thirteen) Nos. similar works at different places. Last date of submission of Bid 23/03/2024 (19/03/2024 for only E-NIT No. 25) up to 6.00 PM. Technical Bid opening date: 27/03/2024 (22/03/2024 for only E-NIT No. 25) at 12:00 P.M. All information is available www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Indpur Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-583/2023-24 (Sl No. 1-2)	01/04/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Habra Municipality

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১ ১০১
টেলঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

HMC/HWW/P-30/23-24 **Date: 13.03.2024**

ই-টেন্ডার নোটিশ

নির্ধারিত ফর্মের ই-টেন্ডারকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি দ্বারা বার্ষিক অপারেশন, গার্ডিং, দৈনিক / পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য ৩.৬ মিলিগ্রাম ইউজিআর কাম ক্লিয়ার ওয়াটার বুস্টিং পাম্পিং স্টেশন এইচএমসির অধীনে পাম্পিং স্টেশন দ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। খ্যাতিমান, রিসোর্সফুল এবং বোনাফাইড ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাজের অনুরূপ প্রকৃতির পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। সম্পর্কিত সম্পর্কিত তথ্যগুলি ই-টেন্ডার নোটিশ এবং হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগ, পদ্মপুকুর **HMC/https://wbtenders.gov.in** বিড জমা (অনলাইন) সমাপ্তির তারিখ থেকে পাওয়া যাবে ২৮.০৩.২০২৪ অবধি সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই কোনও আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। টেন্ডার আইডি ঃ- **2024_MAD_685059_1**

313(3)/ 23-24
15.3.24

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

NIET No: WB/HZP/BAG-I/NIET-22/2023-24, WB/HZP/BAG-I/NIET-23/2023-24 and WB/HZP/BAG- I/NIET-24/2023-24 dated: 13.03.2024 and 14.03.2024 Following e-tender notices regarding various construction works in the area of Bagnan-I Panchayat Samity under 15 th CFC, MDW & BCW Fund 2023-24, has been published as per NIETs referred above. Details are available in https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan, Howrah

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. Chief Engineer (SWM-II), KMC invites tender online item/percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : SWM-II/DH/21/2023-24
Tender ID : **2024_KMC_685373_1.** Name of the work: **Thorough repairing of cabin & load body of the tipper truck vehicle no.-WB-03C-9749 (TATA-LPT 1613/42) under Dhapa Garage/SWM-II.** Estimated amount: ₹ **1,81,706.00.** Earnest money: ₹ **3,700.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : SWM-II/DH/23/2023-24
Tender ID : **2024_KMC_685373_2.** Name of the work: **Repairing & maintenance for the tipper truck (TATA 1613) vehicle no.-WB-03C-9729 & WB-03C-9739 including spare parts under Dhapa Garage/SWM-II.** Estimated amount: ₹ **1,98,830.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : SWM-II/DH/16/2023-24
Tender ID : **2024_KMC_685387_1.** Name of the work: **Repairing and restoration of TPS make 10.5 cum capacity stationery compactor vide no.-112 of Dhapa Garage under SWM-II.** Estimated amount: ₹ **2,48,224.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : SWM-II/DH/24/2023-24
Tender ID : **2024_KMC_685400_1.** Name of the work: **Repairing & maintenance for the vehicle vide no.-WB-02AL-8445 (Mahindra SX, Earth Master) including spare parts under Dhapa Garage/ SWM-II.** Estimated amount: ₹ **1,96,010.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.** The bid forms and other details are available on and from **14.03.2024 (1 p.m.) (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : SWM-II/DH/22/2023-24
Tender ID : **2024_KMC_685804_1.** Name of the work: **Repairing and running maintenance of water sprinkler vide no.-WB-03D-5691 under Dhapa Garage, SWM-II.** Estimated amount: ₹ **2,40,190.00.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **15 days.** The bid forms and other details are available on and from **14.03.2024 (5 p.m.).**

(6) NIT No. : SWM-II/DH/26/2023-24
Tender ID : **2024_KMC_684983_1.** Name of the work: **Repairing with fitting, fixing of auxiliary parts of 15 nos. 1100 liters capacity M.S. garbage bins by Dhapa Garage under SWM-II.** Estimated amount: ₹ **2,96,547.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** The bid forms and other details are available on and from **13.03.2024 (5 p.m.).** Last date and time of submission of bid: **26.03.2024 up to 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 6).**

(7) NIT No. : KMC/SWM-II/E/23-24/36
Name of the work: **New installation of the BOHD charging system at Ward-124 of BR-XVI & Ward-120 of BR-XIII, Ward-133 of BR-XV in South Kolkata area under SWM Department, KMC.** Estimated amount: ₹ **2,86,752.13.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **28.03.2024 (5 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **18.03.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. Chief Engineer (M)/SWM-II, KMC invites tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : SWM-II/DIST-IV/34/23-24
Name of the work: **Supply and delivery of spare parts for Leyland BS IV vehicle (18% GST) under Dist-IV Garage/SWM-II.** Estimated amount: ₹ **2,96,975.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **180 days.** The bid forms and other details are available on and from **15.03.2024 (5 p.m.).**

(2) NIT No. : SWM-II/DIST-IV/38/23-24
Name of the work: **Repairing and restoration of TPS make 10.5 cum capacity stationery compactor TPS/PC/16E232 under Dist-IV Garage/SWM-II.** Estimated amount: ₹ **2,69,550.00.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **21 days.** The bid forms and other details are available on and from **15.03.2024 (1 p.m.).** Last date and time of submission of bid: **25.03.2024 up to 1 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/448 (1st Call)
Name of the work: **Raising pit covers at B. P. connector and its surrounding area under BR-XII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,96,747.10 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid(s): **01.04.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.03.2024 (12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply/CBPS), KMC invites tender online quotation two bid system for the following works:

NIT No. : KMC/WS/CHETLABPS/23-24/14/1st Call
Name of the work: **Supply and delivery of CG make vacuum contactor for soft starter at Chetla BPS.** Estimated cost: ₹ **1,39,494.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date of submission of bid: **03.04.2024 - 2 p.m.** Tender will be opened on: **05.04.2024 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.03.2024 - 2 p.m.** The website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Water Supply/BPS), KMC invites tender online percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/CHETLABPS/23-24/13/1st Call
Name of the work: **Installation of 300 mm diameter bypass line on 900 mm diameter inlet line at Chetla BPS.** Estimated cost: ₹ **2,65,660.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **07 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/CHETLABPS/23-24/12/1st Call
Name of the work: **Restoration of 300 mm dia sluice valve, replacement of short piece on delivery line along with improvement of gear box of 900 mm dia BFV at Chetla BPS.** Estimated cost: ₹ **1,96,867.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date of submission of bid: **03.04.2024-2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **05.04.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **19.03.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Water Supply/Central), KMC invites online percentage rate tender under two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/08/23-24
Name of the work: **Development of un-filtered water supply by replacing 100 mm dia service main at Dr. Rajendra Prosad Sarani in Ward No.-45.** Estimated cost: ₹ **1,58,512.00.** Earnest money: ₹ **3,170.00.** Time of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **15.04.2024 at 12 noon.** Date and time of opening of tender: **18.04.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on the website **https://etender.wb.nic.in** (1598/23-24)

গৃহকোণ

ঘরেই তৈরি করুন দোলের ভেষজ রং!

দোল আসলেই বাংলা বা হিন্দি সিনেমার নানা ছবি মনে পড়ে যায়। তাই এবার দোলে রং খেলার প্রস্তুতি

সেরে ফেলতেই পারেন। বাড়িতেই এবার বানিয়ে ফেলুন হোলির রং!

১) জবা ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে, গুঁড়ো করে ময়দার সঙ্গে মেশালেই তৈরি লাল রং! কিংবা ১ লিটার জলে ২ চা চামচ লাল চন্দনের গুঁড়ো মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা করে পিচকিরিতে ভরে নিন। ফুটিয়ে নিতে পারেন বেদানার খোসা। টম্যাটো বা গাজরের রসের দিয়েও লাল রং বানাতে পারেন।

২) গুঁড়ো হলুদ মিশিয়ে নিন বেসন, ময়দা, চালের গুঁড়ো বা আটার সঙ্গে। গাঁদা ফুলের শুকনো পাপড়ির গুঁড়ো একটু বেশি পরিমাণে বেসনের সঙ্গে মিশিয়েও হলুদ রং বানাতে পারেন।

৩) ২ চা চামচ মেহেন্দিগুঁড়ো ১ লিটার জলে মিশালেও মিলবে সবুজ রং । এর একটা আলাদা মজাও রয়েছে! প্রথমে সবুজ, পরে রং হবে লালচে, খয়েরি। এই রং কিছুদিন থাকলেও কোনও ক্ষতি নেই! কিংবা জলে ফুটিয়ে নিন পালং, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা। বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে ছেঁকে নিলেই তৈরি সবুজ রং।

৪) নীল রং তৈরি করার জন্য বেশ কয়েকটা অপরাজিতা ফুল সারারাত গরমজলে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে নীল রং তৈরি! ঠান্ডা করে পিচকিরিতে ভরে নিন। আবির, জল রং, পিচকারি, জল ভরা বেলুন, হইহুল্লোড়, জমজমাট রঙিন উৎসব। এখন আর শুধু বাড়ি বসে রং খেলা নয়, বরং হোলি পার্টি বেশ মজারও। বন্ধুবান্ধব, কোলিগরা বা আত্মীয়স্বজন মিলে রঙিন গেট টুগেদার। রইল সেই রঙিন পার্টি ব্যবস্থা করার কিছু কথা তুলে ধরা হল-

১. দোলে যাঁদের নিমন্ত্রণ করবেন, সেই নিমন্ত্রণ পত্রে রঙের ছোঁয়া রাখুন। নানা রঙের কার্ড প্রিন্ট করতে পারেন। অন্যথা কার্ডের সঙ্গে ছোট এক প্যাকেট আবির আর কিছু হোলি স্পেশাল মিষ্টির বক্স পাঠাতে পারেন। এগুলো কোনওটা সম্ভব না হলে কালারফুল ই-কার্ড পাঠান বা জিআইএফ পাঠান। ২. রঙের উৎসব, তাই রংই প্রধান অনুষঙ্গ। কেমিক্যাল যুক্ত রং না রেখে ভেষজ রঙের ব্যবস্থা করুন। ৩. হোলি পার্টি অথচ মিউজিক নেই, তা তো অসম্ভব। পুরনো নতুন সমস্ত হোলি স্পেশাল স্পেশালি বলিউডি হোলির গান একসঙ্গে কমপাইল করে রাখুন। মাঝে মাঝে সেটাও বাজাতে পারেন।

৪. বেশ কিছু লোভনীয় ধরনের চাট, ফুচকা, ভেল, শিঙাড়া, খাস্তা নিমকি, ছোট ছোট কাবাবের ব্যবস্থা রাখুন। শুকনো মিষ্টির আয়োজন রাখুন। ৫. হোলি পার্টি করছেন অথচ ঠান্ডাই রাখবেন না, তা তো হবেই না। নানা ফ্লেভারের ঠান্ডাই পাওয়া যায়। কিনে আনুন অথবা বাড়িতে নানা ফ্লেভারের ঠান্ডাই বানান। ৬. অ্যালকোহলের আলাদা কাউন্টার করুন। বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং কালারফুল ককটেল সার্ভ করতে পারেন। ৭. পুরনো রংচটা জামাকাপড় না পরে একটা কালার কোড ঠিক করুন। নিজে এবং অতিথিদের সেই কালার স্কিমের পোশাক পরতে বলুন। যদি কোনও থিম ভেবে থাকেন তবে অবশ্যই তা অতিথিদের জানিয়ে রাখুন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে সন্দেশখালির মহিলারা

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতে কী বললেন তাঁরা

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চঃ সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে শুধু বাংলা নয়, হইচই সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় স্তরেও। সেখানকার নির্যাতনের ঘটনা শুনে ইতিমধ্যেই একাধিকবার দাবি উঠেছে রাষ্ট্রপতি শাসনের। এবার সন্দেশখালির মহিলারা দিল্লি গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে

দেখা করলেন। মোট ১১ জন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যাঁদের মধ্যে ৫ জন মহিলা এবং বাকিরা পুরুষ। সেন্টার ফর এসসি এসটি সাপোর্ট অ্যান্ড রিসার্চের ডিরেক্টর ড. পার্থ বিশ্বাসের নেতৃত্বে সন্দেশখালির 'নির্যাতিত'রা শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে যান। সেখানে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন। পরে সংবাদমাধ্যমে পার্থ জানান, সন্দেশখালির মহিলা এবং নির্যাতিত পুরুষদের কথা মন দিয়ে শুনেছেন রাষ্ট্রপতি। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে দুঃখ প্রকাশও করেছেন। পার্থ এও জানান, সন্দেশখালির মহিলার এই ইস্যুতে দ্রুত প্রতিকার চেয়েছেন রাষ্ট্রপতির কাছে থেকে। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠেছে, তা নিয়ে দ্রৌপদী মুর্মু কোনও মন্তব্য করেছেন কিনা, সে ব্যাপারে কিছু জানাননি পার্থ বিশ্বাস। সন্দেশখালির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সেখানে একাধিক প্রতিনিধি গেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সকলেই রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেছে। জাতীয় তফসিলি জাতি এবং জনজাতির কমিশনের পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং মহিলা কমিশন ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি ভবনে রিপোর্ট দিয়ে বাংলায় দাবি

সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি

করেছে রাষ্ট্রপতি শাসন। শুক্রবার দিল্লি গিয়ে সরাসরি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন সন্দেশখালির মহিলারা। তবে যে সময়ে পরপর রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠছিল সে সময়ে গ্রেফতার হয়নি মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান। বর্তমানে অবশ্য সে গ্রেফতার হয়ে সিবিআই হেফাজতে আছে। শাহজাহান ছাড়াও তার বাকি অনুগামী তথা অন্যতম অভিযুক্ত শিবু হাজরা এবং উত্তর সর্দারও গ্রেফতার হয়েছে। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়াতে শুরু করেছিল বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধীরা। আসলে মূল অভিযুক্ত শাহজাহান ৫০ দিনের উপর ফেরার থাকায় রাজ্য পুলিশ এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। তাদের প্রতিনিধিদের সন্দেশখালি যেতেও বাধা দেওয়া হয় বহুবার। সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি করা নিয়েও তোলপাড় হয়েছিল রাজ্যে। গোটা ঘটনা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিরোধীরা। পরে শাহজাহান গ্রেফতার হলে স্থানীয় মানুষদের ক্ষোভ কিছুটা হলেও কমে। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যু যে শাসক দলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের ব। হাতিয়ার, তা অস্বীকার করা যায় না।

'ভিনিসিউস শিপাঞ্জি', আবারও আতলেতিকো সমর্থকদের বর্ণবাদী স্লোগান

মিলান, ১৫ মার্চ ঃ'ভিনিসিউস শিম্পাঞ্জি', ভিনিসিউসের প্রতি আতলেতিকো মাদ্রিদের উগ্র সমর্থকদের বর্ণবাদী আচরণ যেন থামছেই না। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে এই তারকাকে আবারও বর্ণবাদী স্লোগান শুনতে হলো আতলেতিকোর সমর্থকদের থেকে। এ নিয়ে স্পেনের প্রসিকিউটর অফিসে অভিযোগ দায়ের করার কথা জানিয়েছে লা লিগা। স্প্যানিশ লিগ কর্তৃপক্ষ জানিযেছে, ভিনিসিউসকে ' শিম্পাঞ্জি' স্লোগান দেওয়া হয় এবং তা সামাজিক মাধ্যমে আসা একটি ভিডিওতে শোনা যায়। এমন একটি ভিডিও এক্স-এ শেয়ার করে ওই সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উয়েফার কাছে দাবি জানিয়েছেন ভিনিসিউস। এই ঘটনা যদি স্টেডিযাম্ অঞ্চলে ঘটেছে বলে রিপোর্ট করা হয, তাহলে উয়েফা ব্যবস্থা নিতে পারে। এদিকে লা লিগা বলেছে,খেলার মাঠে খেলোযাড়দের প্রতি ঘৃণা ও বৈষম্যমূলক অপরাধের জন্য তারা প্রসিকিউটর অফিসে অভিযোগ দায়ের করবে।

পূর্ব রেলওয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ মাল লোডিং

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে ১৩.৩.২০২৪ তারিখে অর্থাৎ চলতি আর্থিক বছর ২০২৩-২৪ শেষ হওয়ার ১৮ দিন আগে ৮০.৪৫ মিলিয়ন টন মালবাহী লোডিং অর্জন করেছে। এই অর্জন পূর্ব রেলওয়েতে কোনো আর্থিক বছরে সর্বোচ্চ লোডিং এমনকি রেলওয়ের বিভাজন হওয়ার পূর্বের সময়কাল বিবেচনা করে যখন পূর্ব রেলে সাতটি (০৭) বিভাগ ছিল শুধুমাত্র চারটি বিভাগে বিস্তৃত বর্তমানের পরিবর্তে। বিভাজনের পূর্বে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৮০.০৪ মিলিয়ন টন লোডের পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ লোডিং অর্জন করা হয়েছিল। যদিও ইস্টার্ন রেলওয়ে যাত্রী বহনকারী রেলওয়ে হিসেবে পরিচিত কিন্তু পূর্ব রেলওয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ মাল লোডিংয়ের এই অসাধারণ কৃতিত্ব পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকরের নির্দেশনায় এবং সদর দফতর এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের সমন্বিত কার্যক্রমের অধীনে সম্ভব হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের ট্রাফিক কমার্শিয়াল ডিরেক্টরেটও এই ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জনে পূর্ব রেলওয়েকে তাদের ক্রমাগত সহায়তা ও নির্দেশনা প্রসারিত করেছে। শ্রী আর. মীনা, ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার বলেছেন যে ইস্টার্ন রেলওয়ে মাল লোডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর সমস্ত সম্ভাবনা অন্বেষণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করছে। গতিশক্তি প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি বেশ কয়েকটি মালবাহী টার্মিনাল এসেছে। ইস্টার্ন রেলওয়ের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ) নতুন ধরনের মালবাহী পণ্যের জন্য আলোচনা করছে। সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলাফল ইস্টার্ন রেলওয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ মাল লোডিংয়ের এই অর্জন।

যৌন নিগ্রহের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুখ খুললেন ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ১৫ মার্চ ঃ কর্নাটকে এ বার এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে। ১৭ বছরের ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ৮৫ বছরের ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে বেঙ্গালুরুর সদাশিবনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ ফেব্রুয়ারি ওই নাবালিকা এবং তার মা একটি প্রতারণার মামলায সহাযতা চাইতে ইয়েদুরাপ্পার কাছে গিয়েছিলেন। সে সময়ই যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ সম্পর্কে মুখ খুলেছেন ইয়েদুরাপ্পা। তিনি শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, কয়েকদিন আগে একজন মহিলা আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন এই বলে যে কিছু সমস্যা আছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা কী এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে পুলিশকে ফোন করলাম। বিষয়টি কমিশনারকে জানিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে বলি। পরে ওই মহিলা আমার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন। আমি বিষয়টি পুলিশ কমিশনারের নজরে এনেছি। গতকাল পুলিশ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। দেখা যাক এরপর কী হয়, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে তা বলা যাবে না। ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ প্রসঙ্গে কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বলেছেন, গতকাল রাত ১০টা নাগাদ এক মহিলা ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ মামলাটি নথিভুক্ত করেছে। যতক্ষণ না আমরা সত্যটি জানি, আমরা কিছু বলতে পারছি না। এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়, কারণ এতে একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জড়িত। আমি মনে করি না এর কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ওই মহিলার সুরক্ষার প্রয়োজন হলে তা দেওয়া হবে।

'লটারি কিং' নির্বাচনী বন্ডে একাই দিয়েছেন ১৩৬৮ কোটি টাকা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সুপ্রিম কোর্টের ধমকে নির্বাচন কমিশনের হাতে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সকল তথ্য তুলে দিয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার (১৪ মার্চ), সেই তথ্য নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। একের পর এক আর্থিক দুর্নীতি, অর্থ তছরুপের অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নজরে। বেশ কয়েকবার ইডি তল্লাশিও চলেছে তাঁর ঘরে। শেষবার গত ৯ মার্চ তাঁর জামাইয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এহেন প্রচার-প্রদীপের আড়ালে থাকা সান্তিয়াগো মার্টিন থুড়ি 'লটারি কিং' নির্বাচনী বন্ড কেনায় পিছনে ফেলে দিয়েছেন দেশের তাবড় শিল্পপতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে। আইন ও বিচারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যাওয়া ফিউচার গেমিং নামে এক অখ্যাত সংস্থার মালিক লটারি কিং ১৩৬৮ কোটি টাকার চাঁদা দিয়েছেন রাজনৈতিক দল বা দলগুলিকে।সান্তিয়াগো মার্টিনের দাতব্য সংস্থার ওয়েবসাইট বলছে, মায়ানমারের ইয়াঙ্গনে দিনমজুর হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৮৮ সালে তিনি ভারতে চলে আসেন এবং তামিলনাড়ুতে একটি লটারি এন্টারপ্রাইজ তৈরি করেন। তারপর থেকে লটারি কোম্পানির বপু বৃদ্ধি ঘটে ছড়িয়ে পড়ে কর্নাটক, কেরল ও উত্তর-পূর্ব ভারতেও। এরপর তিনি সরকারি লটারি প্রকল্পগুলির সঙ্গে হাত মেলান। তখন তাঁর ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে ভুটান ও নেপালেও।লটারি জগতের রাজদণ্ড একহাতে রেখে সান্তিয়াগো এরপর প্রবেশ করেন ইমারতি, বস্ত্র এবং হোটেল ব্যবসায়। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্মান বাড়াতে তিনি লটারি সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি হন। তাঁর ফিউচার গেমিং সলিউশনস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড লটারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করায় সান্তিয়াগোকে লটারি কিং নামে ডাকতে শুরু করে লোকজন। এরপর লটারি কিং ঢুকে পড়েন অনলাইন গেমিং, ক্যাসিনো এবং স্পোর্টস বেটিং ব্যবসায়। স্টেট ব্যাঙ্কের দেওয়া নির্বাচন কমিশনকে তথ্যে দেখা যাচ্ছে লটারি কিং ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৩৬৮ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড কিনেছেন। অর্থ তছরুপ দমন আইনে (পিএমএলএ) ২০১৯ সাল থেকে ইডির নজরে রয়েছেন সান্তিয়াগো মার্টিন।২০২৩ সালের মে মাসে ইডি আধিকারিকরা কোয়েম্বাতুর এবং চেন্নাইয়ে তল্লাশি চালান। সিবিআইয়ের চার্জশিটেও তাঁর নাম রয়েছে। তাতে অভিযোগ, ফিউচার গেমিং সিকিম সরকারের লটারিকে কেরলে খুচরো ব্যবসায় পরিণত করেছিলেন। এরফলে সিকিম সরকারের ৯১০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।নির্বাচনী বন্ড খরিদ করার মধ্যে রয়েছে হায়দরাবাদের মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। যারা ৯৬৬ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে। অন্যান্য নামগুলি হল, অ্যাপোলো টায়ার্স, ভারতী এয়ারটেল, সিয়েট টায়ার্স, সিপলা, ডিএলএফ কমার্শিয়াল ডেভেলপার্স, ডঃ রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ, এডেলউইজ, গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্ডিগো, আইটিসি, জিন্দাল গ্রুপ, কেভেন্টার, কেপি এন্টারপ্রাইসেজ, ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক, পিরামল এন্টারপ্রাইসেজ, পিভিআর, স্পাইসজেট, সুলা ওয়াইনস, সান ফার্মা, টোরেন্ট পাওয়ার, আলট্রাটেক সিমেন্ট, বর্ধমান টেক্সটাইলস, বেদান্ত এবং ওয়েলস্পান।

রামপুরহাটের কমিশনিং-মুরারাই রেল ট্র্যাফিকের পথ চালু

কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন বিভাগে মাল্টি ট্র্যাকিংয়ের জন্য নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, আরও ট্রেন চালানোর সুবিধার্থে বিভাগীয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বিভাগে ডাবলিংট্রিপল লাইন স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করেছে। সম্প্রতি চালু করা হয়েছে রামপুরহাট - মুরারাই ৩য় লাইন (২৯.৪৮ কিমি) এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যা দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন চলাচলের পাশাপাশি পণ্য ট্রেনের পথ প্রশস্ত করে।আনুমানিক ২৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত, এই ২৯.৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রামপুরহাট-মুরারাই ৩য .লাইন সেকশনটি হাওড়া বিভাগের ব্যস্ত রামপুরহাট-গুমানি রেলপথের যানজট মুক্ত করবে। এই ৩য় লাইনের প্রকল্পটি শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বগামী ট্রেনগুলির গতিশীলতা এবং সময়ানুবর্তিতাকে উন্নত করবে না বরং পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি করে আরও বেশি রাজস্ব উপাদনের পথও খুলে দেবে। লজিস্টিক এবং শিল্প ইনপুট এবং শিল্প আউটপুট চলাচলের সুবিধাজনক যোগাযোগের সংযোগ, কারিগরদের জন্য এক স্থান থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত পরিবহনের মোড উন্নত চাকরির বাজারে অ্যাক্সেস সক্ষম করে যা ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও বয়ে আনবে।

আবগারী দুর্নীতি মামলায় সাময়িক স্বস্তি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ আবগারি দুর্নীতি মামলায় ক্ষণিকের স্বস্তি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। শুক্রবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত ইডির সমনের প্রেক্ষিতে আপাতত অন্তবর্তী স্বস্তি দিয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রসঙ্গত, এর আগে আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিঃদ কেজরিওয়ালকে ৮ বার সমন পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু প্রতিবারই হাজিরা এড়িয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, এই একই মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন আমি আদমি পার্টির মণীস সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিংয়ের মতো নেতা ও মন্ত্রীরা। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে রয়েছে আমি আদমি পার্টির একাধিক নেতারা।

উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার ০৪

মালিগাঁও, ১৫ মার্চঃ রেলওয়ে টিকিটের অবৈধ বিক্রির অভিযোগে বিগত কয়েকদিনে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে পৃথক পৃথক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ০৪ জন দালালকে গ্রেপ্তার করে। ৯ ও ১৪ মার্চ, ২০২৪-এর মধ্যে একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) প্রায় ৭৮ হাজার টাকা মূল্যের ২৪টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। রেলওয়ে আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আরপিএফ রঙিয়ার সিআইবি টিম মিসামারি, অসমে অবস্থিত ' তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০,০৮৫ টাকামূল্যের ০৬টি ই-টিকিট উদ্ধার করে এবং এর সাথে জড়িত একজন দালালকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য রাঙাপাড়া পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১২ মার্চ, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আরপিএফ কাটিহারের সিআইবি টিম মালিগাঁও ও বারসোইয়ের আরপিএফ টিমের সাথে যৌথভাবে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং ১০,৬৫৫ টাকা মূল্যের ০২টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আরপিএফ পোস্ট বারসোইয়ে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।১০ ও ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ একাধিক স্থানে এমন ধরনের আরও কয়েকটি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুজন দালালকে গ্রেপ্তার করে এবং আনুমানিক ৫৭৮৯০ টাকা মূল্যের ১৬টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পোস্টগুলিতে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১০ ও ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ একাধিক স্থানে এমন ধরনের আরও কয়েকটি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুজন দালালকে গ্রেপ্তার করে এবং আনুমানিক ৫৭৮৯০ টাকা মূল্যের ১৬টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পোস্টগুলিতে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল ও অবৈধক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিকঠোর নজরদারি রাখার পাশাপাশি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ নিজেদের অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের মতো সংঘটিত অন্যান্য অপরাধ মূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ওনিয়মিত তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ০৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আরপিএফ গোয়ালপাড়ার একটি টিম ০৫৬৪০ নং. (কলকাতা-শিলচরস্পেশাল) ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য গোয়ালপাড়া টাউন থেকে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আরপিএফ গোয়ালপাড়া পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৫৪ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

Name Change

I, Prolay Das (Old Name) S/o Gopal Chandra Das Residing at Kalitala, Naskarpara, Haora (M. Corp), Howrah W.B.- 711113, India shall henceforth be known as Pralay Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15/03/2024. Prolay Das (Old Name) and Pralay Das (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Meghna Singh (পুরাতন নাম) পিতা Ameeta Devi Sarungbam ঠিকানা Bhagat Apartment, Flat-D1, 121, Selimpur Road, P.O.- Dhakuria, Kolkata-700031 Ld. ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর Dated 29-09-2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Meghna Singh Sarungbam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Meghna Singh Sarungbam (নতুন নাম) ও Meghna Singh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I , SK SALIM @ SELIM SEKH S/O- SEKH GARIB resident of Krishnapur (PaschimPara), P.O.- Rajbati, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713104, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH SELIM' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 15/03/2024. That SK Salim @ Selim Sekh and Sekh Selim all are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) CHANCHAL KUMAR DAS S/o- PRALAY DAS, Residing at Vill- Malatipur, Post- Malatipur, Ps - Chanchal, Dist- Malda, Pin- 732123, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from CHANCHAL KUMAR DAS To CHANCHAL DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) CHANCHAL DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, CHANCHAL DAS and CHANCHAL KUMAR DAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, RAHANA BIBI W/o- NAJIMUDDIN SEIKH, Residing at Vill- Vill-Durlovepur Post- Durlovepur, Ps - Islampur, Dist- Murshidabad, Pin-742302, West Bengal. That my Daughter's (Old name) NASUFA KHATUN, Do hearby declare that I have Changed my Daughter's name from NASUFA KHATUN To NAFISA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as my Daughter's (New name) NAFISA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, NAFISA KHATUN and NASUFA KHATUN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD DABIRUDDIN SARKAR S/o- LATE DHANIBULLA, Residing at Vill- Paul, Post- Pakuahat, Ps - Bamangola, Dist- Malda, Pin-732138, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD DABIRUDDIN SARKAR To DABIRUDDIN SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DABIRUDDIN SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, DABIRUDDIN SARKAR and MD DABIRUDDIN SARKAR both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ATTAR ALI S/o- LATE ANESH SEIKH, Residing at Vill- Ashariadaha, Post- Ashariadaha, Ps - Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ATTAR ALI To MD AKTAR ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD AKTAR ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, MD AKTAR ALI and ATTAR ALI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) PRASANTA MUKHERJEE S/o- PATITPABAN MUKHERJEE, Residing at Vill- 2No Govt colony, Post- Mokdumpur, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PRASANTA MUKHERJEE To PRASANTA KUMAR MUKHERJEE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) PRASANTA KUMAR MUKHERJEE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, PRASANTA KUMAR MUKHERJEE and PRASANTA MUKHERJEE both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ROHENA BIBI W/o- SK TULU, Residing at Vill- Bhagabanpur, Post- Niamatpur, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROHENA BIBI To ROYNA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ROYNA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, ROYNA KHATUN and ROHENA BIBI both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ameeta Singh (পুরাতন নাম) স্বামী Manoaba Singh Sarungbam ঠিকানা Bhagat Apartment, Flat-D1, 121, Selimpur Road, P.O.- Dhakuria, Kolkata-700031 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 15-03-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ameeta Devi Sarungbam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ameeta Devi Sarungbam (নতুন নাম) ও Ameeta Singh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Kusal Chakraborty (Old Name) S/o Goutam Chakraborty Residing at Subarnoparva Apartment 18/1/1 Dakshin Para Road, South Dumdum(M), North 24 Parganas, W.B.- 700028, India shall henceforth be known as Kushal Chakraborty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no. 108/2024 Dated 15/03/2024. Kusal Chakraborty (Old Name) and Kushal Chakraborty (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Poulomi Das (Old Name) D/o Gopal Chandra Das Residing at Dhopar Math, Baltikuri, Kalitala, Naskarpara, Haora Corporation, Haora, W.B.- 711113, India shall henceforth be known as Poulami Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15/03/2024. Poulomi Das (Old Name) and Poulami Das (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Urmila Mallick S/o Late Broja Bashi Mallick R/o 12 and Debipur Illambazar, P.O.+ P.S. – Illambazar, Dist.- Birbhum, Pin-731214 shall henceforth be known as Urmila Rani Mallick. I declare that Urmila Rani Mallick and Urmila Mallick is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 15-03-2024.

Name Change

I, (Old Name) RABIYA BIBI W/o- SK HAIYUL, Residing at Vill- Gafur sekhpara(Milki), Post- Milki, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732211, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RABIYA BIBI To RABEYA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RABEYA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, RABEYA BIBI and RABIYA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, SHRAVANA KUMAR SINGH S/O Late Hari Narayan Singh resident of 7/H/6, Rustamjee Parsee Road, PS & PO- Cossipore, Kolkata-700020 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SHRAVANA KUMAR SINGH instead of SHRAVANA SINGH which is wrongly recorded in my son Sourav Singh's educational certificate being no. TF 80155431 1185662/119 155431 Unique ID 6633285, issued from ISCE, New Delhi, year 2018, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Calcutta on 14/03/2024. SHRAVANA SINGH and SHRAVANA KUMAR SINGH both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SHIPRA PAUL W/o- BISWAJIT BASAK, Residing at Vill- Tarapur road, Post- Old malda, Ps - Malda, Dist- Malda, Pin- 732128, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SHIPRA PAUL To SHIPRA PAUL BASAK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SHIPRA PAUL BASAK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, SHIPRA PAUL BASAK and SHIPRA PAUL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD MAHA RAM ALI S/o- LATE MD MASHARUDDIN, Residing at Vill- Shimultali baladanga, Post- debattar baksiganj, Ps - Haldibari, Dist- Cooch behar, Pin-735122, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MAHA RAM ALI To MAHARAM ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAHARAM ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, MAHARAM ALI and MD MAHA RAM ALI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) TANUSHRI JHA W/o- ABHIJIT JHA, Residing at Vill- Bipin Ghosh road abhirampur, Post- mokdumpur, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TANUSHRI JHA To TANUSRI JHA AGARWALLA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TANUSRI JHA AGARWALLA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, TANUSRI JHA AGARWALLA and TANUSHRI JHA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) PRONOY KUMAR SINGHA S/o- PARITOSH SINGHA, Residing at Vill- Netaji park, Post- Malda, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PRONOY KUMAR SINGHA To PRANAY KUMAR SINGHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) PRANAY KUMAR SINGHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, PRANAY KUMAR SINGHA and PRONOY KUMAR SINGHA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MANTU ROY S/o- SUDHIR ROY, Residing at Vill- Dhala, Post- Jibanti, Ps - Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANTU ROY To MINTU ROY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MINTU ROY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, MINTU ROY and MANTU ROY both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ASHOK MONDAL S/o- DURGAPADA MONDAL, Residing at Vill- Bara baidyapur, Post- Tenya, Ps - Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin- 742404, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASHOK MONDAL To ASHOK KUMAR MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASHOK KUMAR MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, ASHOK KUMAR MONDAL and ASHOK MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SHAIK HAIYUL S/o- ABDUL AZIZ, Residing at Vill- Gafur sekhpara(Milki), Post- Milki, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732211, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SHAIK HAIYUL To SK HAIYUL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SK HAIYUL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, SK HAIYUL and SHAIK HAIYUL both are Same and one identical person.

ঐতিহ্যবাহী মা পোড়ামা মন্দিরে পুজো দিয়ে শহরে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন রানাঘাট কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৫ মার্চ ঃ ঐতিহ্যবাহী মা পোড়ামা মন্দিরে পুজো দেওয়া পাশাপাশি মিছিল ও রাধাবাজারে সভার মাধ্যমে চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ শহরে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুট মণি অধিকারী। শুক্রবার বিকেলে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে থেকে শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ডাকা এনআরসি ও সিএএ বিরোধী মিছিলে অংশ অংশ নিতে দেখা যায় রানাঘাট কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীকে। এরপর নবদ্বীপের অন্যতম প্রাচীন ঘোষিত ঐতিহ্যবাহী বিবদ্ধ জননী মা পোড়ামা ও ভবতারিণী মন্দিরে পুজো দিয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল প্রার্থী বলেন, মা পোড়ামার কাছে রানাঘাট কেন্দ্রের সকল বাসিন্দাদের জন্য মঙ্গল কামনার পাশাপাশি তার প্রতিপক্ষ বিজেপির প্রার্থী জগন্নাথ সরকারকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করার আহ্বান জানান চৈতন্য ভূমি আপামর বাসিন্দাদের। এছাড়াও তিনি বলেন, আমার প্রতিপক্ষ একজন আপাদ মস্তক দুর্নীতিবাজ। এই কেন্দ্রে জনপ্রতিনিধি হয়ে বিগত পাঁচ বছরে জগাবাবু একটি কাজও করেননি, যা মানুষের হিতকর। এছাড়াও বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে একজন জগাবাবু বলে তীব্র কটাক্ষ করেন তৃণমূল প্রার্থী। পাশাপাশি এই কেন্দ্রেই শুধু নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করতে রানাঘাটের মতো প্রতিটি কেন্দ্রেই বিপুল ব্যবধানে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান। এছাড়াও জগাবাবুকে বধ করতে সমস্ত মানুষকে এক জোট হয়ে লড়াই করতে হবে। শুক্রবার সকাল থেকে চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপে শুরু হয় রানাঘাট কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার অভিযান। প্রথমে মায়াপুরের বেশ কিছু এলাকার পাশাপাশি স্বরূপগঞ্জ, সিএমসিবি পঞ্চায়েত, মহিশুড়া, বাবলারি পঞ্চায়েত হয়ে নবদ্বীপ শহরের প্রাণকেন্দ্র পোড়ামাতলায় এসে পৌঁছান বিকেলে। সেখানে পুজো দিয়ে রাজাবাজারে নির্বাচনী জনসভায় যোগদান তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী, রাজাবাজার বিবেকানন্দ সভা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপস্থিত কর্মী সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আগামী লোকসভা ভোটে আপনাদের একটাই লক্ষ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জগাবাবুকে বধ করা। তৃণমূল প্রার্থী ছাড়াও এদিন রাধাবাজারে সহ নবদ্বীপে বিভিন্ন এলাকায় মিছিল ও নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন, নবদ্বীপের পৌরসভার বিধায়ক পুণ্ডরী কাক্ষ সাহা, নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি কল্লোল কর, প্রাক্তন নদীয়া জেলা সভাধিপতি বাণী রায়, নবদ্বীপ পুরসভার পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ, নবদ্বীপ শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি সুজিত সাহা, শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাজদীপ চট্টোপাধ্যায়, নদীয়া জেলা সাংগঠনিক দক্ষিণ তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আকমল সর্দার, জেলা পরিষদের দুই সদস্য যথাক্রমে অজয় কর ও আরজু বানু খাতুন সহ নবদ্বীপ পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর প্রমুখ।

প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুতের অনুরোধ রাখলো না বিশ্বভারতী, ফেরত দিতেই হবে তিনটি মোবাইল

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৫ মার্চ ঃ প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুতের অনুরোধ রাখলো না বিশ্বভারতী, ফেরত দিতেই হবে তিনটি মোবাইল। এমনটাই চিঠি দিয়ে প্রাক্তন উপাচার্যকে জানালো বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিদ্যু জমানায় অকারণে অনেককেই তদন্তের নামে হেনস্তার শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এবার প্রাক্তন উপাচার্যের বিরুদ্ধে কোনো তদন্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে? মোবাইল তিনটি কী খুবই গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের জন্য? কেন বিদ্যুৎ সেগুলো সঙ্গে নিয়ে গেলেন? স্বাভাবিক ভাবে সেই প্রশ্ন উঠেছে। এভাবেই মেয়াদ শেষে অবসর গ্রহণের পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে দেওয়া তিনটি মোবাইল ফেরত না দিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে যাওয়ায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী নিয়ে বিতর্কে ওঠে তাঁর অবসরগ্রহণের পরও। জানা গেছে, এই মুহূর্তে তাঁর হয়ে তরফে কেউ নেই। তাঁর পছন্দের অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। এবার সেই তিনটে মোবাইল ফেরত চাইলো কর্তৃপক্ষ। ১৪ মার্চ এক চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব এক চিঠিতে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর তরফে গত বছর ২৩ ডিসেম্বরে বিশ্বভারতীকে পাঠানো ই- মেইলের প্রাপ্তি স্বীকার করে জানান, আপনার অনুরোধ কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি মোবাইলের পরিবর্তে অবমূল্যায়িত মূল্যে কোনো সমন্বয় সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ওই তিনটি মোবাইল ফেরত দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোন তিনটি মোবাইলের ক্রয়মূল্যের সঙ্গে তা কোনোভাবে সমন্বয় বা এডজাস্টমেন্ট করা যাবে না। বিশ্বভারতী সূত্রে খবর, উপাচার্য হিসাবে যোগ দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বিদ্যুৎকে ব্যবহারের জন্য তিনটি ফোন দেওয়া হয়েছিল। সেই তিনটি ফোন থাকত বিদ্যুত চক্রবর্তীর কাছেই। গত বছরের ৮ নভেম্বর উপাচার্য হিসাবে বিদ্যুতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার আগে ওই তিনটি ফোন তাঁর বিশ্বভারতীকে ফেরত দিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ, সেই ফোনগুলি তিনি ফেরত দেননি। এর পরে অভিযোগ ওঠে, ফোনগুলি সঙ্গে নিয়ে 'পালিয়েছেন' তার প্রেক্ষিতে প্রাক্তন উপাচার্যের শেষ মাসের বেতন থেকে মোট ৪৫ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয় বলে প্রাথমিক সূত্রে জানা যায়। কিন্তু ওই তিনটি মোবাইল উপাচার্যর বিরুদ্ধে তদন্তে লাগতে পারে। এখন দেখার মোবাইল তিনটি বিশ্বভারতীকে তিনি ফেরত দেন কিনা। বা ফেরত না দিলে বিশ্বভারতী পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেয়?

দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করল সিপিআইএম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করল সিপিআইএম। জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআইএম প্রার্থী করেছে ডিওয়াইএফআই এর তরুণ নেতা দেবরাজ বর্মনকে। সিপিআইএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মনের সমর্থনে শুক্রবার সকালে ধূপগুড়ির সিপিআইএমের দলীয় কার্যালয়ে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে শুরু হল প্রার্থীর প্রচার। প্রার্থীর প্রচারের পাশাপাশি দেওয়াল লিখনে রয়েছে কাজ এবং শিক্ষার অধিকার বুঝে নেওয়ার স্লোগান। তৃণমূল বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে লড়াইয়ে থাকবে সিপিআইএম প্রার্থী পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থে তৃণমূল বিজেপিকে পরাজিত করা যায় সেই প্রচেষ্টা থাকবে দাবি বাম কর্মীকর্মী সমর্থকদের। দেওয়ার লিখনের পর বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাবেন বাম সমর্থকরা।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডবাসী পেল নতুন ব্রিজ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ বিগত প্রায় তিন যুগ আগে মানুষের যাতায়াতের জন্য শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের মোড় বাজারে এলাকায় লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ব্রীজ। প্রশাসনের উদাসীনতার ফলে বর্তমানে ব্রীজটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। ওই ব্রিজের উপর দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা। বহুদিন থেকেই প্রশাসনের কাছে বারংবার নতুন ব্রিজের দাবি করে আসছিল এলাকাবাসীরা। আর সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবশেষে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে নতুন ব্রিজের শিলান্যাস হল শুক্রবার। শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেবের হাত দিয়েই এই ব্রিজের কাজের সূচনা হলো। এদিন মেয়র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিমান দফাদার সহ অন্যান্যরা। মেয়র জানান, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে এই বক্স ব্রিজের জন্য। আগামী শারদীয়া উৎসবের আগেই নতুন ব্রীজ উপহার পাবে শহরবাসী। অন্যদিকে নতুন ব্রিজের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি পড়ুয়া থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুই যুবক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ মার্চ ঃ একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুই রাউন্ড কার্তুজ সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ফরাক্কা থানার খোসালপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত যুবকদের নাম কেষ্ট সাহা ও দ্বীপচান ঘোষ। উভয়ের বাড়ি ফারাক্কা থানার বাহাদুরপুর পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া এলাকায়। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টা নাগাদ ধৃত যুবকদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। আগ্নেয়াস্ত্র কারবারের সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে তার তদন্ত করে দেখছে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

গাড়ির ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ মার্চ ঃ খেলার মাঠে গাড়ির ধাক্কায় এক শিশুর মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃত বালকের নাম প্রিয়ম প্রামাণিক (৬)। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ২ জনকে। আটক করা হয়েছে ঘাতক গাড়িটি। ধৃতরা হলেন অভিনন্দন মুখোপাধ্যায় ও চন্দন রায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিষ্ণুপুর শহরের নেতাজি নগর কলোনিতে তারামা খেলার মাঠে বিকেলে খেলা করছিল একদল বালক। খেলার মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটি চার চাকা গাড়ি। গাড়িটি স্টার্ট না হওয়ায় সেটিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য মাঠে খেলারত কয়েকজন যুবককে ডাকেন চন্দন রায়। ওই যুবকরা ঠেলার পরেই গাড়িটি স্টার্ট হয়ে যায়। এই সময় হঠাৎ করেই গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে থাকা চন্দন রায় দ্রুতগতিতে মাঠের মাঝে গাড়ি নিয়ে চলে আসেন। সেখানে কয়েকজন ছোট বাচ্ছা খেলা করছিল। গাড়িটি প্রিয়ম প্রামাণিক নামের বছর ছয়ের বালকটিকে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা তাকে নিয়ে আসে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। মৃত শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ।

বাঁদর তাড়াতে পটকা, পুড়ল খড়ের পালুই

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ মার্চ ঃ বাঁদরের তাড়াতে গিয়ে ব্যবহৃত পটকার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল খড়ের পালুই। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বড়জোড়া থানার মালিয়াড়া গ্রামে। মালিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই প্রশান্ত কর্মকারের বাড়ি। তিনি বলেন, এবছর বর্ষা ভালো হয়নি। কোনোরকমে কিছুটা জমি চাষ করেছিলাম। তাতে যে ধান হয়েছিল তার খড় গৃহপালিত গরু- মোষের খাবারের জন্য পালুই দিয়ে খামারে রাখাছিল। সব শেষ হয়ে গেল বলে তিনি জানান। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শান্তনু তেওয়ারী বলেন, আমি তখন অফিসে বসে কাজ করছিলাম। এলাকায় বন্য বাঁদরের উৎপাত ভীষণ বেড়েছে। সবজি বাগানের ক্ষতি তো করছেই যখন তখন বাড়িতেও চলে আসছে। মালিয়াড়ার অনেকেই জখম হয়েছেন বাঁদরের আঁচড় কামড় খেয়ে। তিনি বলেন, অফিসে বসেই শুনতে পাচ্ছিলাম একদল বাঁদর সবজি খেতে নেমেছে। তাদের তাড়ানোর জন্য অনেকে টিন বাজাচ্ছেন। পটকাও ফাটছিল। সম্ভবত পটকার ছিটকে আসা আগুনের ফুলকি ছিটকে এসে খড়ের গাদায় পড়ে। শান্তনুবাবু বলেন, আমিই প্রথম লক্ষ্য করি প্রশান্ত কর্মকারের খড়ের পালুই থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বড়জোড়ার দমকল কেন্দ্রে ফোন করি। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

‘পার্সোনাল জীবন নিয়ে কথা নয়’, ভোট প্রচারে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন কাঞ্চন

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর, ১৫ মার্চঃ সেই কবেই বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। রাজ্য থেকে দেশ, শাসক-বিরোধী তরজায় তপ্ত হচ্ছে রাজনীতির মাটি। রাত পোহালেই ভোটের দিনক্ষণের ঘোষণা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সব দলের তরফে না করা হলেও ইতিমধ্যেই তৃণমূলের তরফে বাংলার ৪২ আসনের জন্য ৪২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রীরামপুরে যেমন পুরনো মুখে ভরসা রেখেছে দল, তেমনই হুগলিতে রয়েছে বড় চমক। শ্রীরামপুরে যেখানে ফের লড়তে চলেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনই হুগলিতে লড়বেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দু'জনের হয়ে ব্যাট ধরলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। নিজে হাতে লিখলেন দেওয়াল। অংশ নিলেন প্রচারে। কিন্তু, বিয়ের কথা উঠতেই, স্পিকটি নট। সাফ কথা, পার্সোনাল জিনিস নিয়ে এখন কথা বলব না। এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে এসে কোন্নগরে দেওয়াল লিখতে দেখা যায় উত্তরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ককে। কল্যাণের জয়ের ব্যাপারে যে তিনি আশাবাদী তাও বললেন সোচ্চারেই। কাঞ্চনের কথায়, ‘‘কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো জিতবেনই। ওনার কাজ নিয়ে তো নতুন করে বলার কিছু নেই। শ্রীরামপুরের সব মানুষ জানেন উনি কেমন কাজ করেছেন।’’ শুধু কল্যাণ নয়, হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ের বিষয়েও আশাবাদী তিনি। খোঁচা দিলেন লকেটকে। বললেন, ‘‘লকেটকে বোধহয় খুব কম দেখা গিয়েছে গত পাঁচ বছরে। সেখানকার মানুষও সেটা জানে। কিন্তু, টিভিতে হোক বা যেখানেই বলুন, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষকে নিয়ে কাজটা করেন, দিদিদের নিয়ে মায়েদের নিয়ে কাজ করেন, তাতে আমার মনে হয় সহজেই মানুষের কাছে যেতে পারবেন। আমার মনে হয় উনিই জিতবেন।’’ প্রসঙ্গত, সদ্য তৃতীয় বিয়ে সেরে ফেলেছেন কাঞ্চন। কিছুদিন আগেই রীতিমতো জাঁকজমক করে বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজকে। তাঁদের বয়সের পার্থক্য, বিয়ের আমন্ত্রণপত্রে ‘প্রেসে নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে বিস্তর চর্চা-বিতর্কও হয়। এদিন বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই একেবারে আঙুল দেখিয়ে কাঞ্চন বলেন, ‘‘এটা আমার পার্সোনাল লাইফ। আমি তো প্রচারে এসেছি। পার্সোনাল জিনিস নিয়ে এখন কথা বলব না। আমার ব্যক্তিগত বিষয়ের থেকে অনেক বড় একটা লোকসভা ভোট সামনে রয়েছে। তাই মা-মাটি-মানুষের সরকারের দিকে তাকিয়ে আগে সেটা নিয়ে ভাবা উচিত।’’

পারিবারিক অশান্তি, স্ত্রীর নাকে বঁটি চালালো স্বামী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ মার্চ ঃ অশান্তির জেরে স্ত্রীর নাকের উপরেই বঁটি চালিয়ে দিল স্বামী! ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তালপাতা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তালপাতা এলাকার বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক শেখ ওবাইদুলের সাথে তার স্ত্রী সুলতানা খাতুনের অশান্তি লেগে থাকতো প্রায়ই। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারস্থ হয় সুলতানা খাতুন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পাড়ার কয়েকজন মিলে ওই গৃহবধূর স্বামীকে ধমক দেয় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না জানিয়ে ওবাইদুলের কাছ থেকে একটি মুচলেখা লিখিয়ে নেয়। তাতেই স্ত্রীর উপর রাগ চরে স্বামীর। সে সরাসরি সুলতানার নাকের উপর বঁটি চালিয়ে দেয়। গৃহবধূর চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা আসেন এবং তাকে তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে।

মাছের চারা বিলি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের তপশিলী জাতির মাছ চাষীদের মাছ চাষে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি ১০০ জন মাছ চাষীর হাতে তুলে দেওয়া হল বিভিন্ন সামগ্রী সহ চারাপোনা মাছ। শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিদ্যানগর প্রশান্ত দাশগুপ্ত এডুকেশন অফ কলেজে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৎস্য চাষ এবং মৎস্য চাষ বিষয়ে সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, মৎস্য প্রাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামসুন্দর দানা, প্রাক্তন উপাচার্য তপন মন্ডল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডক্টর বিভাস বিশ্বাস প্রমুখ।

পুলিশের হাত থেকে সিভিক ভলান্টিয়ারকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, উত্তেজনা উস্তিতে

দুরন্ত বার্তা, উস্তি, ১৫ মার্চঃ জমি দখল ঘিরে দু'পক্ষের ঝামেলা। পরিস্থিতি শান্ত করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছিল পুলিশ। দুই পুলিশ কর্মীকে পোস্টে বেঁধে রেখে চলে বিক্ষোভ। ফেব্রুয়ারির শুরুতেই এই ছবি দেখা গিয়েছিল নদিয়ার ভীমপুরের পূর্ব ভাতজাংলায়। এবার যেন ওই ঘটনারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তির হরিহরপুরে। পুলিশকে ধাওয়া করে টানা হ্যাঁচড়া করল উত্তেজিত গ্রামবাসী। ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। এদিন সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তির হরিহরপুরে কীর্তনের আসর বসেছিল। সেখান থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত। এক মহিলাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। তাতে ক্ষেপে যায় গোটা গ্রাম। এদিকে ততক্ষণে খবর চলে গিয়েছে পুলিশের কাছে। খবর পাওয়া মাত্রই মারমুখী গ্রামবাসীদের হাত থেকে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সুবর্ণ সর্দারকে বাঁচাতে গ্রামে চলে আসে উস্তি থানার পুলিশ। তাতেই আরও তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশ সুবর্ণকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গ্রামবাসীরা তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশকে ধাওয়াও করে বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী। সুবর্নকে নিয়ে পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে চলতে থাকে টানা হ্যাঁচড়া। শেষ পর্যন্ত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে আটক করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় পুলিশ। আহত মহিলার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, এলাকায় একাধিক বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। অন্যদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাপসী মণ্ডল নামে ওই মহিলা। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন আরও একজন। এখনও থমথমে পরিস্থিতি গোটা এলাকায়। চলছে পুলিশি টহল।

বিজেপির গ্রাম সম্পর্ক অভিযানে বর্ধমানে আসামের মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ মার্চ ঃ এরাজ্যে তৃণমূল ৪২ টি লোকসভা আসনেই প্রার্থী ঘোষনা করেছে দিন কয়েক আগে। বিজেপি এখনও তার সম্পূর্ন প্রার্থী তালিকা ঘোষনা করে নি। বিজেপির প্রার্থী ঘোষনার আগেই গ্রাম সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচি করতে বর্ধমানে এলেন আসাম রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন, নাগরিক ও খাদ্য সরবরাহ এবং আইন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। শুক্রবার এই গ্রাম সম্পর্ক অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির বর্ধমান সদর জেলা সভাপতি অভিজিত তা সহ বিজেপির কার্যকর্তারা। এদিন বর্ধমান- দুর্গাপুর লোক সভা কেন্দ্রের রায়ান এলাকায় গ্রাম সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচি করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত ভারতবাসীকে বিজেপি কে ভোট দিয়ে সবাই যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদির সাথে থাকেন সেই আবেদন করেন। তিনি আরও বলেন, এটা দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন, তাই প্রার্থী কে হল সেটা বড় কথা নয়। মোদিকে দেখে ভোট দেবেন গোটা দেশের মানুষ। মন্ত্রীর দাবী, গতবারের তুলনায় এবার আরও প্রায় ১০ শতাংশ ভোট বেশি পাবে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে দিনক্ষন এখনো ঘোষণা না হলেও ইতি মধ্যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে সিপিএম, তৃণমূল। ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যের বেশকিছু লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেও, বর্ধমান দুর্গাপুর লোক সভা সহ অনেক লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা এখনো পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। এরই মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে সাধারণ মানুষের জনসংযোগ বাড়াতে গ্রাম সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচি শুরু করা হয়। যদিও লোকসভা নির্বাচনে গুটি সাজাতে গত মঙ্গলবার জেলা পার্টি অফিসে গোপন বৈঠক করে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্কালে নেতা মন্ত্রীদের এই আনাগোনা, এতে বিজেপির নেতা কর্মীদের মধ্যে একটা অতিরিক্ত শক্তি জোগাবে বলে মনে করেছেন বর্ধমান বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিত তা। যদিও বুথস্তরে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে না পারলে বিজেপির বিশেষ কোন লাভ হবে না বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই/জি, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম কার্যালয়, টিআরডি ভবন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১ ম্যানুয়াল টেন্ডারে উল্লিখিতমতো বয়ানে নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা এবং আবশ্যক প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন নামী সংস্থা/এজেন্সির থেকে ম্যানুয়াল টেন্ডারের মাধ্যমে রিকোয়েস্ট ফর কোয়ালিফিকেশন (আরএফকিউ) আহ্বান করছেন। **আরএফকিউ নং : ইলেক্ট(জি)-এএসএন-আরএফকিউ-পিপিপি-সোলার-০২-২০২৪-২৫।** **স্থান সহ কাজের নাম :** আসানসোল ডিভিসনে পাওয়ার ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) সহিত আসানসোল ডিভিসনে কেবলমাত্র ডেভেলপার মোডের মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহের লক্ষ্যে ১ এমডব্লুপি ক্ষমতা প্রণালীর (পিপিপি মোড) গ্রিড সংযুক্ত রুফ-টপ সোলার ফটো ভোল্টায়িক মডিউল স্থাপন। **কাজের আনুমানিক মূল্য :** পিপিপি মডেল, দরদাতা দ্বারা দর। **কাজ শেষের সময়সীমা :** নিয়োগের তারিখ থেকে ১২ মাস। **আরএফকিউ-এর বিজ্ঞাপন সময়সীমা :** ১৪.০৩.২০২৪ থেকে ১৮.০৪.২০২৪ তারিখ। **টেন্ডার বাক্স:** সিনিয়র ডিইই/জি, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম কার্যালয়, টিআরডি ভবন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১ কার্যালয়ে টেন্ডার বাক্স পাওয়া যাবে। **আরএফকিউ বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময় :** ১৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (বন্ধ) ও দুপুর ২টো (খোলা)। **টেন্ডার (আরএফকিউ) খোলার স্থান :** সিনিয়র ডিইই/জি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোলের কার্যালয়। **ওয়েবসাইট এবং যেখান থেকে আরএফকিউ ক্রয় করা যাবে তার ঠিকানা :** আরএফকিউ নথিপত্র ওয়েবসাইট http://www.er.indianrailways.gov.in-তে এবং সিনিয়র ডিইই/জি, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম কার্যালয়, টিআরডি ভবন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১, ই-মেল : srdeegasner@gmail.com কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। **আরএফকিউ নথিপত্রের মূল্য :** ৩৪,৮১০ টাকা কলকাতায় প্রদেয় এফএ অ্যান্ড সিএও, পূর্ব রেলওয়ে কলকাতার অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে জমা করতে হবে (টেন্ডার বাক্সে আরএফকিউ নথির সাথে মূল জমা করতে হবে)। **বিড সিকিউরিটি/ইএমডি :** ১০.৬৮ লাখ টাকা/এমডব্লু আরএফকিউ/আরএফপি-র উত্তরের সাথে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি আকারে জমা করতে হবে। বিড সিকিউরিটির জন্য ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির বয়ান আরএফপির অ্যাপেন্ডিক্স-২-তে পাওয়া যাবে। **কর্মক্ষমতার নিরাপত্তা (পিবিজি) :** ১৬.০২ লাখ টাকা/এমডব্লুপি। সফল দরদাতাকে এই পিবিজি রাশি পিপিএ স্বাক্ষরের ৩০ দিনের মধ্যে আঞ্চলিক রেলওয়েকে প্রদান করতে হবে। **অনুমিত প্রকল্প মূল্য :** ৩,৫৮,৮৬,০০০ টাকা (জিএসটি ব্যতীত)। **নাম, পদ, ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ (আরএফকিউ/আরএফপি-র উত্তরে জমা করার জন্য) :** সিনিয়র ডিইই/জি, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম কার্যালয়, টিআরডি ভবন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১। **যোগ্যতা মানদণ্ড : কারিগরী ক্ষমতা :** (১) কারিগরী বিড জমা করার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে ডেভেলপার বা ইপিসি মোডে গ্রিড সংযুক্ত সোলার রুফটপ সিস্টেমের ন্যূনতম মোট ২০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সফল ইনস্টলেশনের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন বিডার। এই ধরনের অভিজ্ঞতা বিডারদের নিজস্ব হতে হবে **অথবা** কারিগরী বিড জমা করার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে আবাসিক, সামাজিক, শিল্প, বাণিজ্য, সরকারির বা অন্য কোনও সেক্টরে ডেভেলপার বা ইপিসি মোডে ন্যূনতম মোট ১০০০ কেডব্লু ক্ষমতার যে কোনও গ্রিড সংযুক্ত প্রণালীর সফল ইনস্টলেশন ও চালুকরণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিডার। এই ধরনের অভিজ্ঞতা বিডারদের নিজস্ব হতে হবে। (২) উক্ত অভিজ্ঞতার সমর্থনে অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ, স্ব-প্রত্যয়িত নথি যেমন অর্ডার, শংসাপত্র, ক্লায়েন্ট/ব্যবহারকারী এজেন্সির থেকে ইনস্টলেশন ও চালুকরণের শংসাপত্র, এসইসিআই/রাজ্য নোডাল এজেন্সির সাথে প্রকল্প/আবেদন নথিভুক্তি নম্বর সহ চালুকরণের প্রমাণস্বরূপ চালুকরণ রিপোর্ট/মিটার ইনস্টলেশন রিপোর্ট অ্যাপেন্ডিক্স-১ অ্যানেক্সার-২-তে উল্লেখ করে কারিগরী অফারের সাথে জমা করতে হবে। **আর্থিক ক্ষমতা :** (১) বিগত ৩টি আর্থিক বছরে আগ্রহী দরদাতার টার্নওভার ১৫০ লাখ টাকা প্রতি বছর হতে হবে। বিগত ৩টি আর্থিক বছরে দরদাতার অবশ্যই ইতিবাচক নেট মূল্য থাকতে হবে। (২) অভিভাবক কোম্পানি : দরদাতার মূল কোম্পানির যোগ্যতার মানদণ্ডও দরদাতার যোগ্যতা মানদণ্ডের জন্য বিবেচিত হবে যদি অভিভাবক কোম্পানি বিডিং কোম্পানিতে ন্যূনতম ২৬ শতাংশ শেয়ার ধারন করে। দরের সাথে প্রমাণস্বরূপ নথিপত্রাদি জমা করতে হবে। (৩) বার্ষিক হিসেবের নিরীক্ষিত ও প্রত্যয়িত কপি সংলগ্ন করতে হবে। পূর্ববর্তী বছরগুলির জন্য, সংবিধিবদ্ধ অডিটর (একক মালিকানাধীন/সংস্থা) দ্বারা প্রত্যয়িত টার্নওভারের একটি সংক্ষিপ্ত শিট অ্যাপেন্ডিক্স-১ অ্যানেক্সার-৩ অনুসারে সংলগ্ন করতে হবে। (৪) একক মালিকানাধীন/অংশীদারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে টার্নওভারের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ আয়কর রিটার্নের অনুলিপি সংলগ্ন করতে হবে। সংবিধিবদ্ধ অডিটর (একক মালিকানাধীন/সংস্থা) দ্বারা প্রত্যয়িত টার্নওভারের একটি সংক্ষিপ্ত শিট সংলগ্ন করতে হবে। (ASN-244/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া–৭১১১০১ এতদ্বারা ৫ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের ডি, ই এবং এফ ক্যাটেগরি স্টেশনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) এবং এ, বি, সি, ডি, ই এবং এফ ক্যাটেগরি স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)–তে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থার জন্য ই–অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই–অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ জিএমইউ–এসএমইউ–১২, ক্যাটেগরিঃ** ক্যাটারিং–জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১২–এর জন্য) এবং ক্যাটারিং–স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) (এসইকিউ নং এবি/১ থেকে এবি/২৯–এর জন্য)। **এসইকিউ নং, লট নং এবং বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপঃ এএ/১,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–টিবিবি–জিএমইউ–৪৭–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **এএ/২,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এমআরআর–জিএমইউ–৪–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–পিএনই–জিএমইউ–১২–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–জিএইচএলই–জিএমইউ–১০–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এমএলভি–জিএমইউ–২–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.১০ মিনিট। **এএ/৬,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–কেএএন–জিএমইউ–১১–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.২০ মিনিট। **এএ/৭,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এলসিএই–জিএমইউ–৫২–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–কেএলপি–জিএমইউ–৪৬–২২–২, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এসডিআই–জিএমইউ–৩–২২–২, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৫০ মিনিট। **এএ/১০,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–সিডব্লুএলই–জিএমইউ–৯–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/১১,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–কেজিএলই–জিএমইউ–৭৩–২৪–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/১২,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–টিআইটি –জিএমইউ–৮–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এবি/১,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–টিওয়াইএই–এসএমইউ–২৫–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এবি/২,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–জিজিএলই–এসএমইউ–২২–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এবি/৩,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এসএইচবিসি–এসএমইউ–৫১–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এবি/৪,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এনজিএফ–এসএমইউ–৪৫–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। **এবি/৫,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–জেএইচবিএন–এসএমইউ–১৫–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এবি/৬,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এমজিএই–এসএমইউ–১৮–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এবি/৭,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিপিএস–এসএমইউ–১৩–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এবি/৮,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–জিআরপি–এসএমইউ–৩৪–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এবি/৯,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–টিএলও–এসএমইউ–৩৭–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এবি/১০,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিপিএই–এসএমইউ–৪৯–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **এবি/১১,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–পিকেআর–এসএমইউ–৪৮–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **এবি/১২,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–কেএনএসএন–এসএমইউ–২৩–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.২০ মিনিট। **এবি/১৩,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিডিএইচ–এসএমইউ–২০–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **এবি/১৪,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিকিউওয়াই–এসএমইউ–৪২–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৪০ মিনিট। **এবি/১৫,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–ডিবিপি–এসএমইউ–৩৩–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৫০ মিনিট। **এবি/১৬,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–সিটিআর–এসএমইউ–২১–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **এবি/১৭,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিওআই–এসএমইউ–৪৩–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.১০ মিনিট। **এবি/১৮,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিজিআরএ–এসএমইউ–৩৯–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.২০ মিনিট। **এবি/১৯,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এনকেএল–এসএমইউ–৩৬–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **এবি/২০,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–কেপিএলই–এসএমইউ–২৪–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৪০ মিনিট। **এবি/২১,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এসিএলই–এসএমইউ–১৯–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৫০ মিনিট। **এবি/২২,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–আরসিডি–এসএমইউ–২৬–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে। **এবি/২৩,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিজেডএলই–এসএমইউ–১৭–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.১০ মিনিট। **এবি/২৪,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিজেডএল–এসএমইউ–৫০–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.২০ মিনিট। **এবি/২৫,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিবিএই–এসএমইউ–৪০–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.৩০ মিনিট। **এবি/২৬,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিজিএফ–এসএমইউ–৩৮–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.৪০ মিনিট। **এবি/২৭,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–এলএপি–এসএমইউ–২৭–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.৫০ মিনিট। **এবি/২৮,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–বিএইচপি–এসএমইউ–২৯–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা। **এবি/২৯,** সিএটিজি–এইচডব্লুএইচ–জিএমএএন–এসএমইউ–৪৪–২২–১, ২০.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫.১০ মিনিট। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (প্রতিটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **ইএমডি (%)ঃ** ৫ (প্রতিটির জন্য)। **টার্নওভার আবশ্যক ঃ** ০(প্রতিটির জন্য)।

HWH-544/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-I/ Br.-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z1/B1/COM/05/23-24

Name of the Work: **Electrical works for Loksabha Election 2024 under Borough-I (166 & 168), KMC.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,176.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of bid submission: **26.03.2024 at 1.30 p.m.** The bid forms and other details are available on **18.03.2024** and from **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-I/ Br.-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: LTG/489/BR-II/INST/Z-1/23-24

Name of the Work: **Electrical works for Loksabha Election 2024 under Br.-II in KMC.** Estimated Amount: **Rs. 3,00,517.82.** Earnest Money: **Rs. 6,100.00.** Period of Completion: **3 days.** Last date & time of submission of bid: **28.03.2024 (12 noon).** The bid forms and other details are available on & from **16.03.2024 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-I/ Br.-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: LTG/488/BR-III/INST/Z-1/23-24

Name of the Work: **Electrical works for Loksabha Election 2024 under Borough-III in KMC.** Estimated Amount: **Rs. 4,98,499.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **3 days.** Last date & time submission of bid: **28.03.2024 (12 noon).** The bid forms and other details are available on & from **16.03.2024 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/448/COM/BR-II/Z-1/23-24

Name of the Work: **Annual comprehensive maintenance work for split type Air-conditioning Machines at different Community Hall and others under Br.-II, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 2,57,068.23.** Earnest Money: **Rs. 5,200.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **28.03.2024 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.03.2024 at 3 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-II/ Br.-IV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: LTG/5/ELECTION/BR-IV/Z-II/24-25

Name of the Work: **AMF require for electrical accessories at Kolkata Uttar Parliamentary Constituency under Br-IV.** Estimated Amount: **Rs. 4,44,352.00.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **5 days.** Last date and time of submission of bid (online): **30.03.2024 up to 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.03.2024 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/180/VI/Z-II/2023-2024

Name of the Work: **Electrical works for Loksabha Election 2024 under Br.-VI.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,733.56.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **2 days.** Last date and time of submission of bid: **30.03.2024.** The bid forms and other details are available on and from **18.03.2024.**

(2) NIT No.: LTG/230/V/Z-II/23-24

Name of the Work: **Electrical works for Loksabha Election 2024 under Br.-V, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 4,88,163.00.** Earnest Money: **Rs. 9,800.00.** Period of Completion: **2 days.** Last date and time of submission of bid: **27.03.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.03.2024 at 6 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/706

Name of the Work: **Electrical works for Loksabha Election 2024 under Borough-VII (Ward No.- 56, 57, 58 & 59) in KMC.** Estimated Amount: **Rs. 3,24,634.00.** Earnest Money: **Rs. 6,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date & time of completion of bid: **28.03.2024 up to 12 noon.** Tender opening date: **28.03.2024 at 3 p.m.** The bid form and other details are available on and from **16.03.2024 from 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-199/23-24

Name of the Work: **Renovation of electrical installations along with electrical wiring and other accessories at Male Ward of STKMTB Hospital under KMC.** Estimated Amount: **Rs. 4,81,411.45.** Earnest Money: **Rs. 9,650.00.** Period of Completion: **15 days.**

(2) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-198/23-24

Name of the Work: **Annual maintenance & operation of the solar project at Maddox Square Park and Jatin Das Park under KMC.** Estimated Amount: **Open.** Earnest Money: **Rs. 9,850.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **28.03.2024 at 4 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **18.03.2024 at 4 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

1596/23-24

‘আজ না হলে কাল আইপিএলে সুযোগ পাব!’

মুম্বই, ১৫ মার্চঃ ‘ঈশ্বর’-এর সামনেই ভেঙেছেন তাঁর রেকর্ড। সচিন তেন্ডুলকর পর্যন্ত ১৮ বছরের ক্রিকেটারের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ। মুম্বই ৪২তম রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর ফাইনালে সেঞ্চুরি করেছেন সরফরাজ খানের ভাই। দাদা টেস্ট টিমের দরজা খুলে ফেলেছেন। অভিষেকেই দু’ইনিংসে করেছেন দুটো হাফসেঞ্চুরি। তাঁর ভাই মুশির খান অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের সময় থেকেই ফর্মে। দাদার কাজ যেন ভাই করে যাচ্ছেন। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। ফাইনালেও থামানো যায়নি তাঁকে। বল হাতেও নিয়েছেন দুটো উইকেট। এ হেন তরুণ যে আইপিএলে জায়গা করে নেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী! এক সপ্তাহ বাকি আইপিএলের। তার আগে কী বলছেন মুশির? না, দাদা সরফরাজের মতো ভাইও আইপিএলে জায়গা করে নিতে পারেননি। আক্ষেপ নেই ১৮ বছরের ক্রিকেটারের। বরং বলে দিচ্ছেন, এক বছর সুযোগ পেয়ে গেলেন আইপিএলের প্রস্তুতির জন্য। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বুঝে নিতে সময় পাবেন। নিজেকে আরও ধারালো করে নিতে পারবেন। মুশির বলছেন, ‘‘আইপিএলে আমি সুযোগ পাইনি।

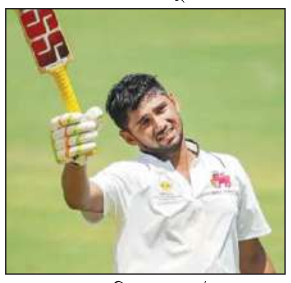

তার জন্য আমি হতাশ নই। আমার বাবা বলেছে, টেস্ট ক্রিকেটের জন্য তৈরি করো নিজেকে। দেশের হয়ে খেলার চেষ্টা করো। আইপিএলের টিম এমনিতেই পেয়ে যাবে। আজ না হলে কাল..! একটা জিনিস কিন্তু ভালোই হল। আইপিএলের প্রস্তুতির জন্য আরও একটা বছর পেয়ে গেলাম। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আরও ভালো করে বুঝতে পারব এই সময়ে।’’ দাদা সরফরাজই অনুপ্রেরণা মুশিরের। রঞ্জিতে ধারাবাহিক ভাবে রান করার পর অবশেষে ভারতীয় টিমে জায়গা পেয়েছেন। মুশির বলছেন, ‘‘আমি দাদাকে দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে অসম্ভব দায়বদ্ধতা দেখেছি। দাদার মতোই আমার ব্যাটিং স্টাইল। রঞ্জি ফাইনালের আগে দাদা বলেছিল, আর একটা সাধারণ ম্যাচ খেলতে নামছি, এ ভাবেই যেন তৈরি হই। অতিরিক্ত চাপ নিয়ে না ফেলি। মাঠের বাইরে থেকে হয়তো এটা আর একটা সাধারণ ম্যাচ বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু মাঠে চাপ অনুভব করেছি। দাদা বলেছিল, এমন পরিস্থিতিতে যেন নিজের উপর যেন আস্থা রাখি। মুম্বইয়ের হয়ে ৪২তম রঞ্জি জয় কিন্তু আমার কাছে গর্বের একটা মুহূর্ত।’’

ব্রুকের পর আবার ধাক্কা সৌরভের টিমে

চোটে ছিটকে গেলেন পেসার লুঙ্গি এনগিডি

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চঃ খারাপ সময় থেকে যেন বেরোতেই পারছে না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি। আইপিএলের এক সপ্তাহ আগে পর পর ধাক্কায় বেসামাল ঋষভ পন্থরা। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা একে একে নাম তুলে নিয়েছেন আইপিএল থেকে। যা নিয়ে তুমুল বিতর্কে পড়ে গিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট, ব্যক্তিগত কারণ, এ সব তুলে ধরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা। তাতেও যে বিতর্ক থামানো গিয়েছে, তা নয়। তবে এরই মধ্যে দিল্লিতে আবার নতুন খবর। হ্যারি ব্রুক আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন টিম থেকে।

আফ্রিকার তারকা পেসার লুঙ্গি এনগিডি। ভারতের বিরুদ্ধেই গত জানুয়ারিতে বাঁ পায়ের পাতায় চোট পেয়েছিলেন লুঙ্গি। তার পর থেকে আর মাঠে ফিরতে পারেননি। তাঁর চোটের যা বহর, মাঠে ফিরতে আরও সময় লাগবে। সেই কারণেই আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন লুঙ্গি। একটাই ভালো খবর, অস্ট্রেলিয়ার তরুণ তুর্কী জ্যাক ফ্রেসার ম্যাকগ্রুককে টিমে নিল দিল্লি। মাত্র দুটো ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। কিন্তু তারই মধ্যে নিজের প্রতিভা চিনিয়ে দিয়েছেন জ্যাক। তিনি মারকুটে ব্যাটার, আইপিএলে সাফল্য পেলে দিল্লিরই লাভ হবে।

এ বার আইপিএলের আগে সরে দাঁড়ালেন তারকা পেসার। কে তিনি? আইপিএলে কখনও খেতাব জিততে পারেনি দিল্লি। সৌরভ চান, এ বার দিল্লিকে খেতাব জেতাতে। দুর্ঘটনার জন্য গত বার আইপিএল খেলতে না পারলেও এ বার ফিরছেন ঋষভ পন্থ। তাঁকে ক্যাপ্টেন হিসেবেই দেখা যাবে। তবে কিপিং করার মতো ফিট এখনও নন। তা না হলেও প্রথম থেকেই তাঁকে খেলিয়ে দিতে চাইছে দিল্লি টিম ম্যানেজমেন্ট। পরিস্থিতি যখন এমন, তখনই চোটে ছিটকে গেলেন দক্ষিণ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ থেকে হ্যারি ব্রুককে জলের দরে কিনেছিল দিল্লি। মাত্রা আড়াই কোটিতে কেনা ব্রুককে ফিনিশার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন সৌরভ। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আইপিএল থেকে সরে গিয়েছেন। ব্রুক বলেছেন, তাঁর ঠাকুমা মারা গিয়েছেন। তাঁর প্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা ঠাকুরমার জন্যই। তাঁকে হারিয়ে মানসিক ভাবে চাপে রয়েছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় নিতে চান। তাই আইপিএল খেলতে চান না।

শুধু বোলিংয়েই নয়, কেরিয়ারেও নানা ‘রহস্য’ কেকেআর মিস্ট্রি স্পিনার বরুণের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মিস্ট্রি স্পিনার কি শুধু বিদেশেই পাওয়া যায়! একেবারেই নয়। ভারতেও রহস্য স্পিনার রয়েছেন। আর তাঁকে খুঁজে বের করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। মিস্ট্রি শব্দটা শুনলেই ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে একটা বাড়তি আকর্ষণ কাজ করে। অজন্তা মেন্ডিস হোক বা সুনীল নারিন। মিস্ট্রি স্পিনার বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ছবি। কোনও এক ব্যাটার রহস্য উদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কেকেআরে এমনই এক মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। কলকাতা নাইট রাইডার্স স্কোয়াডে মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর নাম যোগ হওয়ার পরই খোঁজ শুরু হয়েছিল, তিনি বাংলার কোনও ক্রিকেটার! বরুণ চক্রবর্তী তামিলনাড়ুর। তবে মিস্ট্রি স্পিনার হওয়াটাও একটা বড় মিস্ট্রি। কেকেআরের সৌজন্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি বেড়েছে বরুণের। ছেলেবেলায় বরুণ ছিলেন কিপার ব্যাটার। যদিও পড়াশোনায় পুরোপুরি মন দিতে ক্রিকেট ছেড়ে দেন। আর্কিটেক্টের ডিগ্রি রয়েছে তাঁর। ফ্রিল্যান্স ভিত্তিতে কাজও করতেন। তবে ক্রিকেট কি ভোলা যায়? কাজের পাশাপাশি টেনিস বলে ক্রিকেট খেলা চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর বয়স তখন ২৫। আবারও পুরোপুরি ক্রিকেটে ফেরার মনস্থির করেন বরুণ চক্রবর্তী। ক্রিকেটকেই পেশা হিসেবে বেছে

নেন। একটি ক্রিকেট ক্লাবে যোগ দেন। সেখানে ছিলেন সিম বোলিং অলরাউন্ডার। কিন্তু হাঁটুর চোট সমস্যা তৈরি করে। পেস বোলিং ছেড়ে স্পিনার হন। যেটা প্রাথমিক ভাবে প্রতিবন্ধকতা মনে হয়েছিল, সেটাই যেন আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায় বরুণের জন্য। ২০১৭-১৮ মরসুমে একটি ওডিআই টুর্নামেন্টে জুবিলি ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে সাত ম্যাচে ৩১টি উইকেট নিয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। নিজের বোলিং নিয়ে আরও নিখুঁত হতে চেয়েছিলেন বরুণ। নজর কাড়েন ২০১৮ সালে তামিলনাড়ু লিগে। মাদুরাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। তাঁর কেরিয়ারে মোড়া ঘুরিয়ে দেয় সেই টুর্নামেন্ট। এরপরই রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরে। ২০১৮-১৯ সালে বিজয় হাজারে ট্রফিতে লিস্ট এ ক্রিকেটে অভিষেক হয় বরুণের। তামিলনাড়ুর হয়ে ৯ ম্যাচে নিয়েছিলেন ২২ উইকেট। সে মরসুমেই প্রথম শ্রেনির ক্রিকেট রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক। ২০১৯ সালেই কলকাতা নাইট রাইডার্সে অভিষেক মিস্ট্রি স্পিনারের। কেকেআর জার্সিতে তাঁর ম্যাজিক চলছেই। নাইট জার্সিতে ভালো পারফরম্যান্সের সৌজন্যেই জাতীয় দলেও সুযোগ পান বরুণ। যদিও সেই সফর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নাইটদের হয়ে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলে হয়তো আবারও সুযোগ পেতে পারেন। কেকেআর জার্সিতে ৫৬ ম্যাচে ৬২ উইকেট নিয়েছেন বরুণ। নতুন মরসুম যেন তাঁর কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ।

কেকেআর ভক্তদের জন্য সুখবর, দু-এক দিনের মধ্যে দলে যোগ দেবেন শ্রেয়স

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চঃ স্বস্তির নিঃস্বাস কি ফেলা যায়? অন্তত চোট ঘিরে যে আশঙ্কার কালো মেঘ ছড়িয়েছিল, তা কিছুটা হলেও কাটতে চলেছে, এমনটা বলাই যায়। তবে, অনিশ্চয়তা কেটে যাচ্ছে, তা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। আইপিএলের আগে কেকেআর ভক্তদের জন্য ভালো খবর, খুব শিগগিরি টিমের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার। নাইটদের ক্যাপ্টেন রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলতে ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৫ করে আউট হয়েছেন। তখনই তাঁর কোমরের পুরনো চোট আবার মাথাচাড়া দিয়েছিল। পরের দুটো দিন তাঁকে ফিল্ডিং করতেও দেখা যায়নি। যা নিয়ে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন কেকেআরের ভক্তরা। সেই দুশ্চিন্তা কিছুটা হলেও কাটতে চলেছে, তা বলা যায়। কোমরের চোটের কারণেই গত মরসুমে আইপিএলে খেলতে পারেননি শ্রেয়স। অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছিল। চোট সারিয়ে আবার ছন্দে দেখা গিয়েছিল ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সময়। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে আবার চোট পেয়েছিলেন। এনসিএতে গিয়ে ফিট হয়েছেন। সেই তিনিই আবার রঞ্জি খেলার সময় চোট পেতে দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, চোট কি পুরোপুরি সেরেছে তাঁর? একই সঙ্গে অবশ্য মুম্বই ৪২তম রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ঢোলের তালে তালে নাচতে দেখা গিয়েছিল শ্রেয়সকে। তখন অনেকেই বলেছিলেন, চোট গুরুতর নয়।

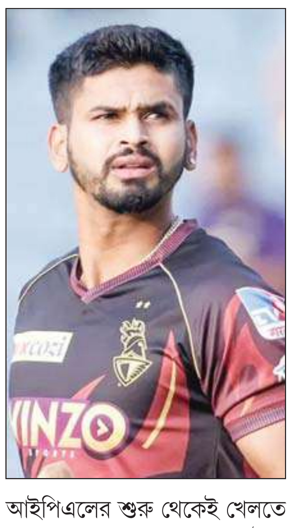

আইপিএলের শুরু থেকেই খেলতে পারবেন কলকাতার ক্যাপ্টেন। আপাতত একটাই প্রশ্ন শ্রেয়সকে ঘিরে, কবে কেকেআরের শিবিরে যোগ দেবেন? আজ থেকেই কলকাতায় শুরু হয়ে গেল কেকেআরের আইপিএলে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। ২৩ মার্চ ঘরের মাঠে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ। আশা করা যাচ্ছে দু-একদিনের মধ্যেই টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। তাঁকে ঘিরে আশার আলো একটাই, এনসিএ-তে আবার যাচ্ছেন না রিহ্যাব বা চিকিৎসকদের দেখানোর জন্য। তার অর্থই হল, শ্রেয়সের চোট তেমন গুরুতর নয়। তার অবশ্য একটা কারণও থাকছে। বোর্ডের বার্ষিক চুক্তির আওতায় না থাকার কারণে এনসিএ-তে গেলে বিনা খরচায় চিকিৎসার সুযোগ পাবেন না শ্রেয়স। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার মাধ্যমেই তাঁকে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যেতে হবে।

ক্যাপ্টেন নন আর, তবু নাইটদের ‘নেতা’ হবেন নীতীশ রানা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চঃ আইপিএল আর বলিউডের কানেকশনের কথা কারও অজানা নয়। আইপিএলের একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক বলিউড তারকারা। কলকাতা ভিত্তিক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স ২ বারের চ্যাম্পিয়ন। শাহরুখ খানের জন্য এই টিমের একটা আলাদা ফ্যানবেস রয়েছে। ওই টিমে রয়েছেন বলিউড তারকা গোবিন্দার জামাইও। চেনেন তাঁকে। হঠাৎ করেই ২০২৩ সালের আইপিএলের আগে

শ্রেয়স আইয়ার পিঠের চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যান। সেই সময় কলকাতা নাইট রাইডার্স নীতীশ রানাকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছিল। দিল্লির ছেলে রানার নেতৃত্বে গত বারের আইপিএলে ৬টা ম্যাচ জিতেছিল কেকেআর। পয়েন্ট টেবলের ৭ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এ বারের আইপিএলে রানা কেকেআরের ভাইস ক্যাপ্টেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে নীতীশ রানা ২০১১-২০২৩ সাল অবধি দিল্লির হয়ে খেলতেন। ২০২৩ সাল থেকে তিনি উত্তরপ্রদেশের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন। এ বারের রঞ্জি ট্রফিতেও তিনি উত্তরপ্রদেশের হয়ে খেলেছেন। নেতৃত্বও দিয়েছেন। এখনও অবধি ৫০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে খেলেছেন রানা। তাতে করেছেন ২৮০৪ রান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর নামে রয়েছে ২৬টি উইকেট। একটা সময় রানা ছিলেন পার্ট টাইম বোলার। অফ স্পিন বেশ ভালোই করতে পারেন। দলের প্রয়োজন হলে বল হাতে তুলে নেন রানা। ২০১৫-২০১৭ অবধি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ছিলেন নীতীশ রানা। ২০১৫ সালে একটি ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি তিনি। সে বছর বোর্ড ২২ জন ক্রিকেটারকে বয়স ভাঁড়ানোর জন্য ব্যান করেছিল। ২০১৬ সালে আরসিবির বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের জার্সিতে রানার আইপিএল অভিষেক হয়েছিল। এরপর মুম্বইয়ের হয়ে মোট ১৭টি ম্যাচ খেলেন রানা। তাতে করেন ৪৩৭ রান। নেন ৩টি উইকেটও। এরপর ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে আইপিএলের নিলামে নীতীশ রানাকে কেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০১৮ সাল থেকে কেকেআরের জার্সিতে খেলে চলেছেন রানা। তাতে এখনও অবধি করেছেন ২১৫৭ রান। এ বার যদি শ্রেয়স কেকেআরের হয়ে ক্যাপ্টেন্সি না করতে পারেন, তা হলে ফের রানা হবেন কেকেআরের নেতা। ৩০ বছরের দিল্লির বাঁ হাতি ব্যাটার নীতীশ রানা জাতীয় দলে ৩টি ম্যাচ খেলেছেন। ২০২১ সালের ২৩ জুলাই তিনি একটি ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন। আর ২৮ জুলাই তাঁর ভারতের জার্সিতে টি-২০ ফর্ম্যাটে অভিষেক হয়। এরপর ২৯ জুলাই আর একটি টি-২০ ম্যাচে খেলার সুযোগ পান তিনি। তারপর আর জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য খোলেনি।

কলকাতায় পা রেখে স্টার্ককে নিয়ে বার্তা গম্ভীরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চঃ কেকেআর প্রেমীরা তৈরি তো? শহরে পৌঁছে গিয়েছেন নাইট সুপারস্টার গৌতম গম্ভীর। এক এক করে নাইট তারকারা কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবারই তিলোত্তমায় পৌঁছে গিয়েছেন রিঙ্কু সিং, নীতীশ রানারা। গৌতম গম্ভীরের কেকেআরে ওয়াপসি (আবার ফেরা) হওয়ার ফলে নাইট ভক্তরা তৃতীয় ট্রফির স্বপ্ন বুঁনতে শুরু করেছেন। কেকেআরকে গম্ভীর ২টো আইপিএল ট্রফি এনে দিয়েছেন। তারপর আর সোনালি ট্রফি নাইট শিবিরে আসেনি। গম্ভীরের মগজাস্ত্রেই আইপিএলের নিলাম টেবলে মিচেল স্টার্ককে তুলে নিয়ে বড় চমক দেখিয়েছিল কেকেআর। এ বার কলকাতায় পা দিয়েই গম্ভীর জানিয়ে দিলেন অজি তারকা কেকেআরের এক্স ফ্যাক্টর হতে পারেন। এ বারের আইপিএলের নিলামে ২৪.৭৫ কোটি টাকায় মিচেল স্টার্ককে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিশ্বকাপজয়ী অজি তারকাই আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার। এই দামি ক্রিকেটারের তকমা কি স্টার্ককে আইপিএলে বাড়তি চাপ দেবে? কলকাতায় পৌঁছে গৌতম গম্ভীর বলেছেন, ‘‘আমার মনে হয় না এই দামি ক্রিকেটারের ট্যাগ ওকে বাড়তি চাপে ফেলবে। আমি শুধুই আশা করছি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ও যেমন পারফর্ম করে, সেটাই যেন কেকেআরের হয়েও করে।’’ একদিকে যেমন মেন্টর হয়ে গৌতম কেকেআরে ফিরলেন, তেমনই নাইট শিবিরে প্রত্যাবর্তন হয়েছে মিচেল স্টার্কের। ৯ বছর পর আইপিএলে ফিরছেন স্টার্ক। এর আগে ২০১৮ সালে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় স্টার্ককে কিনেছিল কেকেআর। কিন্তু সে বার অজি তারকা আইপিএলে খেলেননি। গম্ভীর মনে করছেন, এ বারের আইপিএলে মিচেল স্টার্কই কেকেআরের এক্স ফ্যাক্টর হতে পারেন। একইসঙ্গে গম্ভীর নিজের সঙ্গে কেকেআরের বিশেষ কানেকশনের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়কের কথায়, ‘‘আমি বরাবর বলেছি কেকেআর আমার জন্য শুধু একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নয়, কেকেআর আমার কাছে আবেগ। তাই আমি কেকেআরে ফেরায় ভীষণ খুশি। আমি জানি আমাদের উপর বিরাট প্রত্যাশা রয়েছে। এবং আমরা তা পূরণ করে ভক্তদের মুখে হাসি ফোটাতে পারব।’’

দ্রাবিড়কে কাছে পেয়েই ঐতিহাসিক ইডেন টেস্টের স্মৃতিতে ডুব লক্ষ্মণের

বেঙ্গালুরু, ১৫ মার্চঃ ক্রিকেটের নন্দনকাননে ২০০১ সালে অজিদের বিরুদ্ধে ঝড় তুলেছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ ও রাহুল দ্রাবিড়। কলকাতা টেস্টে তাঁদের ৩৭৬ রানের অনবদ্য পার্টনারশিপের কথা আজও ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মুখে মুখে ঘোরে। সম্প্রতি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে গিয়েছিলেন ভারতের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। সেখানে তাঁর দেখা

হয় ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গে। তিনি এখন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান। দুই প্রাক্তন সতীর্থর সাক্ষাৎ হবে, আর পুরনো স্মৃতি রোমন্থন হবে না, তাও হয় নাকি! জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে দ্রাবিড়ের সঙ্গে লক্ষ্মণ নিজের এক ছবি শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। লক্ষ্মণ তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, ‘আমার পার্টনারের সঙ্গে দেখা হওয়ায় দারুণ লাগল। ২৩ বছর আগে এই দিনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আমরা সারা দিন ধরে ব্যাটিং করে ওদের হাত থেকে ম্যাচটা বের করে নিয়েছিলাম। রাহুল আর আমি সেই স্মৃতি রোমন্থন করলাম। দারুণ মজা হল।’ ২০০১ সালের ঐতিহাসিক টেস্ট ম্যাচে ভিভিএস লক্ষ্মণ ২৮১ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন। আর রাহুল দ্রাবিড় ওই ম্যাচে ১৮০ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন। ১৭১ রানে সেই টেস্ট জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ।

লিভারপুলের গোলবন্যার রাতে অবিশ্বাস্য লেভারকুসেন

লিভারপুল, ১৫ মার্চঃ ইউরোপা লিগে স্পার্তা প্রাগের বিপক্ষে শেষ ষোলো প্রথম লেগের ম্যাচটা লিভারপুল যেখানে শেষ করেছিল, ফিরতি লেগটা যেন শুরু করল সেখান থেকেই। প্রথম লেগে প্রাগের বিপক্ষে তাদের মাঠে লিভারপুল ম্যাচ জিতেছিল ৫-১ গোলে। গতকাল রাতে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে ফিরতি লেগে ৭ থেকে ১০-এই তিন

মিনিটের মধ্যেই লিভারপুল গোল করল তিনটি। ১৪ মিনিটের মাথায় সেটি হয়ে গেল ৪-০। অর্থাৎ ফিরতি লেগ ১৫ মিনিট পেরোনোর আগেই দুই লেগ মিলিয়ে লিভারপুলের লিড ৯-১! এরপর ম্যাচের আর কি বাকি থাকে! কিন্তু লিভারপুল যেন থামতে রাজি ছিল না। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষের ওপর ঝড় বয়ে দিচ্ছিল তারা। একপর্যায়ে ধারাভাষ্যকারেরাই বললেন, মনে হচ্ছে দুই লেগ মিলিয়ে লিভারপুল নয় এগিয়ে আছে প্রাগ! যদিও প্রাগ এই ম্যাচে কোথাও ছিল না। এমনকি লিভারপুলের আক্রমণ ঠেকানোর মতো শক্তিও যেন তাদের ছিল না। কঠিন গোল করে সহজ সুযোগ মিস করা দারউইন নুনিয়েজ এ ম্যাচেও একই ধারাবাহিকতা ধরে না রাখলে বিরতির আগেই লিভারপুল পেতে পারত ৫ গোল। ম্যাচের ৩৫ মিনিটে পোস্ট ফাঁকা পেয়েও গোল করতে পারেননি উরুগুয়ের স্ট্রাইকার। বিরতির পর লিভারপুল যোগ করে আরও ২ গোল। সব মিলিয়ে প্রাগের বিপক্ষে লিভারপুলের জয় ৬-১ গোলের। গোলের শুরুটা অবশ্য করেন নুনিয়েজই। এরপর একে একে স্কোরশিটে নাম লেখান ববি ক্লার্ক, মহম্মদ সালাহ ও কোডি গাকপো। দ্বিতীয়ার্ধে দমিনিক সোবোসলাই লক্ষ্যভেদের পর গাকপো করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। ম্যাচ শেষে লিভারপুলের তরুণ ডিফেন্ডার কনর ব্রাডলি বলেছেন, ‘‘এই ক্লাবে সে একমাত্র কোচ, যাকে আমি চিনি। ফলে তার চলে যাওয়া বেদনাদায়ক। আমরা তার জন্য সব শিরোপা জিততে চাই এবং তাঁকে সর্বোচ্চ সেরা বিদায়টা দিতে চাই।’’ অন্যদিকে দে জ্য ভু-বোধ হয় একেই বলে! ইউরোপা লিগের প্রথম লেগে কারাবাগের মাঠে ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পর যোগ করা সময়ের গোলে ২-২ সমতায় ম্যাচ শেষ করে লেভারকুসেন। সেদিন ৯২ মিনিটে গোল করে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে

ছিলেন প্যাট্রিক শিক। গতকাল দ্বিতীয় লেগেও ৬৭ মিনিটের মাথায় ২-০ গোলের লিড নেয় কারাবাগ। প্রতিদিন কি আর ‘কমব্যাক’ হয়, তাই দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পর মরসুমে লেভারকুসেনের প্রথম হার দেখছিল অনেকেই। কিন্তু এই লেভারকুসেন এত সহজে হার মানবে কেন? মানেওনি। আক্রমণের পর আক্রমণে ১০ জনের কারাবাগের ওপর সুনামি বয়ে দিল জাবি আলোনসোর দল। ৭২ মিনিটে প্রথম গোল খেলেও কারাবাগ কিন্তু লিড ধরে রেখেছিল যোগ করা সময়ের ৩ মিনিট পর্যন্ত। এরপর আবারও সেই শিকের চমক। এবার যোগ করা সময়ে একটি নয়, তিনি গোল করলেন দুটি। যার শেষটি এল শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগেমুহূর্তে। শিকের জোড়া গোলে বিদায়ের পথে থাকা লেভারকুসেন পেল ৩-২ গোলের অবিশ্বাস্য এক জয়। এ জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার পাশাপাশি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে অপরাজিত থাকার রেকর্ডটিকে ৩৭ ম্যাচে নিয়ে গেল জার্মান ক্লাবটি। একই রাতের অন্য ম্যাচে আয়াক্সের বিপক্ষে ৪-০ গোলে (দুই লেগ মিলিয়েও ৪-০) জিতেছে অ্যাস্টন ভিলা। এ জয়ে ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবারের মতো কোনও ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় শেষ আটের মুখ দেখল ভিলা পার্কের ক্লাবটি। আরেক ম্যাচে স্লাভিয়া প্রাগকে ৩-১ (দুই লেগ মিলিয়ে ৭-১) ব্যবধানে হারিয়ে শেষ আটের টিকিট পেয়েছে এসি মিলান।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com